

জুলিয়াস সীজার ।



শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক

ভাষান্তরিত ।



কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরঙ্গগোপাল চক্রবর্তী দ্বারা

মুদ্রিত ।

৫৫, নং আগার চিংপুর রোড,

সন ১৩১৪ সাল ।

মূল্য ১২ টাকা ।

নাট্যোল্লিখিত ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যাখ্যা ।

প্রথম অঙ্ক ।

পৃষ্ঠা পংক্তি

- ৪ ১৫ “পম্পের শোনিতে সিন্ধু—আসিতেছে মহাদর্পে বিজয়
উল্লাসে ।”

পম্পে “মণ্ডার” যুদ্ধে সীজার পম্পের পুত্রদ্বিগকে পরা-
ভূত করেন। তাহার পর সীজার চিরজীবনের জন্ত
রোমের অধিনায়করূপে মনোনীত হইলেন। এই
উপলক্ষে রোমে বিজয়-উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে-
ছিল। “পম্পের শোনিতে সিন্ধু”—ইহার অর্থ
পম্পের পুত্রদ্বিগের শোনিতে সিন্ধু ।

- ৭ ১৬ “সাক্ষান মার্চের পঞ্চদশ দিনে”—মূলে আছে
“আইড্‌স্ অফ মার্চ—রোমীয় পঞ্জিকায়, ইহা ১৫ই
মার্চ ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

- ৪৯ ৯ “উরুদেশ অঙ্গরূপ করিয়া স্বৈচ্ছায়” North কৃত
“Plutarch” গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে ।

পৃষ্ঠা

পঞ্চম অঙ্ক ।

- ১১৬ “হিব্লাবাসী অলিদেবো কর তুমি মধুতে বঞ্চিত ।”
 সিমিলির অন্তর্গত হিব্লা নামক একটি প্রদেশ
 উৎকৃষ্ট মধুর জন্ম প্রসিদ্ধ ছিল । সীজারের অন্ত্যেষ্টি
 উপলক্ষে অ্যান্টনি যেরূপ মধুমাথা অথচ হাল্-ফুটানো
 গৃহ শ্লেষ পূর্ণ বাক্যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এই
 স্থলে তাহারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে ।

ভ্রম-সংশোধন ।

- | পৃষ্ঠা | ভুল | শুদ্ধ |
|--------|--|--|
| ১ | ফ্লেভিয়াস ও ম্যারল্লাসকে “বিচারপতি” বলা হইয়াছে । | আসলে উহারা tribune অর্থাৎ পৌরজনের সঙ্ক-
রক্ষক নগরপাল (magistrate) |
| ২৩ | অচল টঅল | অচল অটল |
| ২৭ | কেন চিন্তা করে মত | ... কেন চিন্তা করে যত |
| ৩৬ | যে কু সময় | যেটুকু সময় |
| ১০৭ | বিপুল নৈন্য | বিপুল সৈন্য |
| ১১৮ | কিছুই নাহিক স্থির এবে | কিছুই নাহিক স্থির |

পাত্রগণ ।

জুলিয়াস সীজার ।

অক্টেভিয়াস্ সীজার,
মার্কস অ্যাণ্টনিয়স্,
লেপিডাস্,

} জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর পর, রে
ত্রি-নায়ক ।

সিসিরো,
পব্লিয়স্,
পপিলিয়স্ জীনা,

} পুর-জ্যেষ্ঠগণ । (Senators)

মার্কস ক্রটাস্,
ক্যাশ্যাস্,
ক্যাঙ্কা,
ট্রেবোনিয়স্,
লিগারিয়স্,
ডিশিয়স্ ক্রটাস্,
মেটেলাস্ সিস্যার,
সিনা,

} জুলিয়াস সীজারের বিরুদ্ধাচারী
ষড়যন্ত্রীর দল ।

ক্লেভিয়াস ও ম্যারকাস্,

পৌরজন-সঙ্করক্ষক রোমের
নগর-পাল-দয় ।

আর্টিমিডোরাস্,

একজন তত্ত্বজ্ঞানী ।

একজন দৈবজ্ঞ । সিনা,—একজন কবি । আর একজন কবি ।

লুসিল্যাস,
টিটিনিয়াস,
মেসোলা,
কেটো-পুত্র,
ভোলমনিয়াস
ভ্যারো,

} ক্রটাস ও ক্যাশাসের মিত্রগণ।

ক্লাইটাস
ক্লডিয়াস
ষ্ট্যাটো
লুসিয়স্
ডার্ডানিয়াস

} ক্রটাসের ভূতাগণ।

পিণ্ডারস,
ক্যালফর্ণিয়া,
পোর্সিয়া,

ক্যাশাসের ভৃত্য।
সীজারের স্ত্রী।
ক্রটাসের স্ত্রী।

পুর-জ্যেষ্ঠগণ, পৌরজন, রক্ষী ও পরিচারকবর্গ।

ঘটনাস্থল—অভিনয়ের প্রথমাংশকাল রোম; পরে সার্ডিস্
ও ফিলিপির সন্নিকটে।



জুলিয়াস্ সীজার ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।—রোম-নগরী ; রাজপথ ।

(ক্লেভিয়াস ও ম্যারকাস—বিচারপতিদ্বয় এবং পুরবাসী ইভর লোকের দল)

ক্লে । বাড়ী যা' বাড়ী যা' তোরা, যত সব অকস্মার দল !
আজ কি ছুটির দিন ? তোরা সব কারিগর লোক
—তোরা কি ধার্মিস্ নারে, উচিত না করমের দিনে
পথ দিয়া চলা' হেন বিনা নিজ ব্যবসায়-চিহ্ন ?
বল্ তুই কি করিস্, কিসের ব্যবসা তোর বল্ ।

১ পুর । আমি মশাই ছুতোর ।

ম্যার । কোথা তোর বুকে-ঝোলা চামড়ার বক্ষ-আবরণ ?
কোথা তোর মাপ-কাঠি ? —ভাল বস্ত্র কেন তোর আজি ?
আর তুই ?—তোরি বা কি ব্যবসায়, বল্ শীঘ্র করি ।

২ পুর । আমি মশাই একজন মস্ত কারিগর ; তোমরা যাকে
চামার বল' আমি তাই ।

ম্যার । চামার যেন বুঝ্লেম, কিন্তু তোর ব্যবসাটা কি বল্ না ।
আমার কথার সিধে জবাব দে ।

২ পুর । আরে মশাই, আমার ব্যবসাটা খুব খাঁটি ব্যবসা ; তাতে
চুরি নেই, ঠকামি নেই । সে ব্যবসায়ে মনটা খুব সাফ
থাকে । আমি মশাই খারাপ জিনিস হরস্ত করে'দি ।

ম্যার । আরে ব্যাটা পাজি লক্ষ্মীছাড়া, তোর ব্যবসাটা কি বল্ না,
ব্যবসাটা কি তোর—তাই জিজ্ঞাসা করচি হারামজাদা ।

২ পুর । মশাই, অমন করে' মুখ খারাপ কোরো না বল্চি, আমি
তাহ'লে তোমাকে পর্যাস্ত হরস্ত করে' দেব ।

ম্যার । আরে ব্যাটা তুই বলিস্ কি ?—আমাকে হরস্ত করবি ?
তুই তো ভারি মুখফোড় লোক দেখ্চি ।

২ পুর । আমি যেমন ফোঁড় দিয়ে ছেঁড়া জুতো শেলাই করে দি,
তেমনি তোমার মুখও আমি শেলাই করে দিতে পারি,
তা তুমি জানো মশাই ?

ফ্রে । তুই তবে জুতো শেলাই করিস্ বুঝি ?—তুই জুতো-শে-
লাইওয়ানা মুচি ?

২ পুর । হাঁ মশাই ফোঁড়-যস্তর দিয়েই আমার গুজরান চলে । আমি
মশাই, আর কোন যস্তর ব্যভার করিনে । আমি মশাই
পুরোনো জুতোর ডাক্তার । যখন তার যায়-যায় অবস্থা
হয়, আমি তখন তা' সারিয়ে দি । মশাই, চামড়ার কাজে
আমার যেমন হাতের সাফাই এমন আর কারো নয় ।

ফ্রে । কিন্তু আজি কেন তবে, এলি তুই দোকান ছাড়িয়া ?

এই সব লোক লয়ে, কেনরে ভ্রমিস্ রাজপথে ?

২ পুর । মশাই, তা বোঝো না ? বেড়িয়ে বেড়িয়ে যখন ওদের

জুতোর তলা খসে যাবে, তখন আমারি কাজ বাড়বে,
এই আর কি । আসল কথাটা তবে বলি শুনুন ;—আজ
আমরা সীজারকে দেখবো বোলে আপনারাই আমাদের
ছুটি করে নিয়েছি । আজ আমরা তাঁর জয়ে জয়জয়কার
করে' আনন্দ ক'রব ।

ম্যার । কিসের আনন্দ তব ? জয় করি' কি সামগ্রী

আনিলেন তিনি ?

বিজিত করদ-রাজা কত জন আশিষ্যে

তাঁহার পশ্চাতে ?

বিজয়ীর রথ-চক্র ভূষিতে কি আসে তারা

বন্দীর বন্ধনে ?

লোষ্ট্র মৃৎপিণ্ড তোরা —তোরা সব অচেতন

জড়েরো অধম ;

পাষণ-হৃদয় তোরা, নির্দয় নির্ধুর অতি

তোরা রোম-বাসী !

প্রবল-প্রতাপ সেই "পম্পে"রে কি তোরা কত

দেখিস্নি চোখে ?

কতদিন, কতবার, উঠেছিম্ তোরা যেহে

প্রাচীর-উপরে,

উত্তুঙ্গ দুর্গের পরে, মন্দিরের চূড়াদেশে,

দেখিতে তাঁহারে ;

শৈশবেও তোরা যেহে সারাদিন থাকিতিস্

সেখানে বসিয়া

জুলিয়াস সীজার ।

কখন যাইবে পম্পে রোম-রাজপথ দিয়া
—সেই প্রতীক্ষায়।

আর, তাঁর জয়-রথ দৃষ্টিপথে আসিলেই
অমনি যে তোরা

অযুত-অযুত কণ্ঠে ছাড়িতিস্ মুহুমুহ
ভীম সিংহনাদ

—যার ঘোর প্রতিধ্বনি “টাইবার”-নদী-তট
করিত কম্পিত ।

আর, এবে তোরা কিনা, ভালো ভালো বস্ত্র পরি’
এসেছিস্ হেথা,

নিজ নিজ কর্ম ছাড়ি’ ঘুরিয়া বেড়াস্ সবে
ছুটির আমোদে,

ছড়াস্ কুসুম-রাশি সেই সীজারের পথে
যে ক্রুর সীজার

—পম্পের শোনিতে সিক্ত—আসিতেছে মহাদর্পে
বিজয়-উল্লাসে !

চলে’ যা’ এখানু থেকে, যা’ সবে আপন গৃহে ;
হয়ে কৃতাজলি

কমা চ’ দেবতা-কাছে —না যেন পাঠান তাঁরা
এ রোম নগরে

ভীষণ সে মহামারী —অকৃতজ্ঞতার-পাপে
দণ্ডিতে তোদের ।

ফেঁ । যাও বাপু যাও সবে ; দণ্ডিতে এ অপরাধ,
জড়ো কর স্বশ্রেণীর দীন*দুঃখীজনে ;

লয়ে গিয়া তাহাদের টাইবার-নদী-তটে
এত অশ্রু তার জলে কর বিসর্জন
যাতে সেই তটিনীর নিম্নতম স্রোতো জল
উচ্চতম তটভূমি করয়ে চুষন ।

(পৌরজনের প্রস্থান)

উহাদের মাঝে যারা অধম শ্রেণীর লোক
দেখো যেন তারা নাহি হয় বিচলিত ।
ওই দেখ যার ওরা নীরব নির্বাক হয়ে
নিজেদের যথার্থই ভাবি' অপরাধী ।
তুমি যাও ওই দিকে সভা-ভবনের পানে ;
আমি যাই এই দিকে ; আর শোনো বলি,
—ওরা যদি করে' থাকে মূর্তিগুলি বিভূষিত,
খুলিয়া ফেলিয়া দিবে সে সব ভূষণ ।
ম্যার । খুলিয়া ফেলিব মোরা ? কিন্তু তুমি জান না কি
* “লুপার্ক” — উৎসব-দিন আজিকে হেথায় ?
ফ্রে । হোক সে উৎসব-দিন, কোনো মূর্তি আজি যেন
• সীজারের জয়চিহ্নে না হয় ভূষিত ।
আমি গিয়া খেদাইব ইতর লোকের দল
রাজ-পথ হতে ; কোরো তুমিও তাহাই ।
সিজারের পাখা হতে বাড়ন্ত পালোকগুলা
উপাড়িলে না পারিবে অধিক উড়িতে ; •

* প্যান-নামক কোন রোমীয় দেশতার সম্মানার্থ, প্যানাটাইন-শুল্কের উপর, একটা ঘেরের মধ্যে, প্রতি ফেব্রুয়ারী মাসে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত ।

নচেৎ উধাও হয়ে, ছাড়ায়ে মানব-দৃষ্টি
উড়িবে সে ;—মোরা নীচে র'ব ভয়ে ভয়ে ।

দ্বিতীয় দৃশ্য—নগরের চত্বর-ভূমি ।

(বাদ্য সহকারে, সম্মুখোহে বহির্গত সীজার; দৌড়-ক্রীড়ার জন্য আস্তানি;
ক্যালিকর্ণিয়া, পোর্শিয়া, ডিসিয়ান্স, ক্রটান্স, ক্যাসিয়ান্স, ও ক্যাস্কা;
পশ্চাতে লোকের বহুল জনতা; উহাদের মধ্যে একজন দৈবজ্ঞ)

সীজার । ক্যালিকর্ণিয়া,—

ক্যাস্কা । চূপ্‌কর তোরা সবে,

সীজার কহেন কথা ।

(বাদ্যের বিরাম)

সীজার ।

ক্যালিকর্ণিয়া !

ক্যালি । হেথা আমি আছি নাথ !

সীজার ।

● ক্রীড়া-চক্র-ভূমে

দৌড়িবে আস্তানি যবে থেকে সেই পথে ।

আস্তানি । সীজার !

সীজার । দৌড়-কালে, ভুলোনা ছুঁইতে

ক্যালিকর্ণির দেহ ; কহে বৃদ্ধগণ,—

* নুপার্কাল-উৎসবে, একজন পুরোহিত, কেবলমাত্র একটা সরু কটিবস্ত্র পরিধান করিয়া, রাস্তা দিয়া দৌড়িয়া বাইত । আস্তানি এই দলের প্রধান ছিলেন ।

পবিত্র এ ক্রীড়া-কালে, মুখ্য পুরোহিত
পরশিলে, বক্ষ্যা নারী হয় গর্ভবতী ।

আন্তনি । সীজার বলেন যদি—কর এই কাজ,
—তখন সম্পন্ন হবে; ভুলিব না আমি ।

সীজার । কর স্বরূ ; ছাড়িয়োনা কোন অনুষ্ঠান ।

(বাদ্যারম্ভ)

দৈবজ্ঞ । সীজার !

সীজার । কে ডাকে মোরে ?

ক্যাক্সা । থামায়ে দে বাত্মধ্বনি,
চুপ্ কর সবে ।

(বাদ্যের বিরাম)

সীজার । এই এ জনতা-মাঝে কে মোরে সীজার বলি’
ডাকে তীক্ষ্ণ স্বরে

—যে স্বর ছাড়ায় উঠে স্মৃতিত সমস্ত এই
বাদ্যের নির্ঘোষ ?

কি বলিবি বল ওরে ! শুনিতে সীজার দ্যাখু
রয়েছে উন্মুখ ।

দৈবজ্ঞ । সাবধান ! মার্চের পঞ্চদশদিনে ।

সীজার । লোকটা কে, বল দেখি ?

ক্রটাস্ । ও এক দৈবজ্ঞ

—সাবধান হ’তে বলে মার্চ পঞ্চদশে ।

সীজার । নিম্নে এসো মোর কাছে, দেখি ওর মুখ ।

ক্যাক্সা । আয় ব্যাটা এই দিকে—দ্যাখু তাকাইয়া
সীজারের মুখ-পানে ।

সীজার ।

কি বলিলি তুই

—বল পুনর্বার আমি চাহি শুনিবারে ।

দৈবজ্ঞ । সাবধান ! মার্চের পঞ্চদশ দিনে ।

সীজার । মাথা-পাগলা লোক ওটা—দেখিছে ধেমালি

চল' মোরা যাই চলি উহারে ছাড়িয়া ।

(তুরী ভেদীর শব্দাঙ্কুর—ক্রটাস্ ও ক্যাশাস্ ব্যতীত আর সকলের প্রস্থান)

ক্যাশাস্ । দেখিতে কি যাবে তুমি দৌড়ের খেলা ?

ক্রটাস্ । না, আমি যাব না সেথা ;

ক্যাশাস্ ।

চল না, দেখিগে ।

ক্রটাস্ । আমি নহি ক্রীড়া-প্রিয় ; আস্তনির প্রকৃতিতে

আছে ষত চাঞ্চল্য—উদ্যমের ভাব

আমার নাহিক তত ; বাধা আমি নাহি দিব

তোমার ইচ্ছায়, দেও বিদায় আমারে ।

ক্যাশাস্ । কিছু দিন হতে সখা লক্ষ্য করিতেছি আমি

—নাহি আর তব নেত্রে সে কোমল ভাব,

নাহি সে প্রণয় স্নেহ চিরকাল আমি যাহা

পাইয়াছি তোমা হতে অক্ষুণ্ণভাবে ।

দারুণ কঠোর ভাবে নিতান্ত পরের-মত

দেখিতেছ তব বন্ধু ক্যাশাসেরে এবে ।

ক্রটাস্ । ভুল বুঝে নাহে তুমি ; অশ্রুভাব মুখে মোর

যদ্যপি দেখিতে পাও, জানিবে নিশ্চয়,

সে আর কিছুই নহে,— নিজ চিন্তা-আবরণ

পড়িয়াছে মোর এই মুখের উপর ।

কিছু দিন হতে চিত্ত উত্তেজিত হয়ে আছে
কতিপয় আশ্রয়ত চিন্তার প্রবাহে ।

কখন কখন তারি ছায়া পড়ে একটুকু
আমার যতেক কাজে—মৰ্ম্ম ব্যবহারে ।

আমার বন্ধুগণ যেন না হ'ন দুঃখিত তার
(বন্ধুদিগের মাঝে আমি তোমাতেও গণি)

যদি কিছু অবহেলা করে' থাকি তোমাদের,
অন্তভাবে নিয়ো তাহা—মিনতি আমার ।

এই মাত্র জেনো শুধু, হতভাগ্য ক্রটাসের
যুঝাযুঝি চলিতেছে নিজ চিত্ত-সনে,

তাই সে পারে না এবে দেখাতে অন্যের প্রতি
প্রণয়ের শুধুমাত্র বাহ্য নিদর্শন ।

ক্যাশাস্। ক্রটাস তাহলে আমি বড়ই করেছি ভুল
—বুঝি নাই ঠিক তব চিন্তার স্বরূপ ;

—বুঝিবারে করিয়াছি কতই গভীর চিন্তা,
হইল সে সব দেখি ভয়ে-হত-ঢালা ।

আচ্ছা বল' দেখি সখা তোমাতে সুধাই আমি,
তুমি কি দেখিতে পাও আপনার মুখ ?

ক্র। না সখা, পারি না তাহা, নিজেরে না ছাথে চক্ষু
—দ্যাখে অন্য পদার্থের প্রতিবিম্ব শুধু ।

ক্যা। সে কথা বলেছ ঠিক, দুঃখের বিষয় কিন্তু—
এ হেন দর্পণ কোনো নাহি তব কাছে

যা-দিয়া দেখিতে পারো প্রচ্ছন্ন যোগ্যতা নিজ,
যা-দিয়া দেখিতে পারো আপনার ছায়া ।

কত মাত্র রোমবাসী অমর সীজার ছাড়া

—অধুনা শাসন-চাপে যারা প্রপীড়িত—

তঁাহাদের মুখে আমি শুনেছি আক্ষেপ এই :—

“আহা যদি থাকিত গো ক্রটাসের আঁখি” !

ক্র। তুমি যে খুঁজিতে বল’ আমার আপন-মাবে

যাহা আমি আপনাতে না পাই দেখিতে,

—এ কথা বলিয়া মোরে কোন্ বিপদের মুখে

লইয়া যাইতে চাহ বল’ দেখি শুনি ।

ক্যা। আচ্ছা তবে শুনিবারে হুওগো প্রস্তুত সখা :—

যেহেতু দর্পণ-বিনা না পাও দেখিতে

ভালো করি’ আপনারে,— আমিই দর্পণ হয়ে,

তোমাতে দেখাব আমি তব মন-কথা ।

দেখ সখা, আমা-পরে করোনা সন্দেহ কিছু

—তোমা কাছে এই মাত্র মিনতি আমার ।

আমি যদি হাসিতাম অধম ভাঁড়ের মত ;

কিন্তু সদা করিতাম প্রণয়-শপথ ;

দেখায়ে আসক্তি ঘোর গাঢ় আলিঙ্গন দিয়া

পরে কুৎসা-রটাতাম আমি যদি কারো ;

বলিতে পারিতে তবে— “এ বড় বিষম লোক,

—ইহা হতে আছে ঘোর বিপদ-আশঙ্কা” ।

(বাদ্যাড়ম্বর ও জয়ধ্বনি)

ক্র। কি হেতু এ জয়ধ্বনি ? আশঙ্কা হতেছে মোর

সীজারকে রাজ্যরূপে করিছে বরণ ।

ক্যা। হতেছে আশঙ্কা তব ? ইথে কি বুঝিব তবে

—এ কার্যো নাহিক তব ইচ্ছা একটুকু ?

ত্র। নাহি ইচ্ছা মোর সখা ; তবু ভালবাসি তারে ।

• কেন বল' দেখি মোরে রেখেছ আটকি' ?

বল', কি বলিবে মোরে ; লোক-হিতকর কথা

থাকে যদি কিছু তবে বল' তা' এখনি ।

একদিকে থাক' মান, মরণ অপর দিকে,

উভয়েরে করি আমি সমান উপেক্ষা ;

কিন্তু যদি দেবতার। করেন আদেশ মোরে,

প্রাণ দিয়া মান রাখি—না ডরি মরণে ।

ক্যা। যেমন আকৃতি তব পরিচিত মোর কাছে,

তেমনি ও-মনোভাব জানি আমি বেশ ।

এখন বলিব যা'—সে মানমর্যাদারি কথা,

একটুকু ধৈর্য্য ধরি' শোনো তবে সখা ।

জীবন-সম্বন্ধে, তব— অথবা অপর কারো—

কি মত জানি না, তবে মোর এই মত :—

বরঞ্চ না বাঁচা ভাল, কিন্তু বাঁচি' আমা-সম

কোন এক পন্থারের ভয়ে-ভয়ে থাকা

—বিষম-লাঞ্ছনা গণি ; জন্মেছি স্বাধীন হয়ে

সীজারেরি মত, সখা তুমিও তাহাই ;

—অগ্নে পুষ্ট তারি মত ; হৃদনেই মোরা পারি

সহিবারে হেমস্তের নিদারুণ শীত ।

শোনো তবে :—ঘোর-শীত কোনো এক ঝোড়ো দিনে

—স্কন্ধ “টাইবার” পড়ে আছাড়িয়া তটে—

সীজার বলিল মোরে :— পারো কি সাহস করি’

ঝাঁপায় পড়িতে এই প্রচণ্ড প্রবাহে ?

তখনি বলিবামাত্র পরিধান-বস্ত্র-সহ

ঝাঁপায় পড়িয়া জলে করিহু আহ্বান ।

সীজারো দিলেন কাঁপু ; গর্জিতে লাগিল নদী,

বলিষ্ঠ এ বাহুদিয়া লাগিহু যুঝিতে ;

প্রচণ্ড স্রোতের জল ঠেলিয়া রুধিয়া মোরা

প্রস্তাবিত গম্যস্থলে চলিহু সাঁতারি’ ।

পৌছিবাহু আগে সেথা, সীজার কহিলা ডাকি’

“ক্যাশাস্! ধরহ মোরে—নতুবা ডুবিলু ।”

তখনি সাঁতার দিয়া প্রচণ্ড স্রোতের মুখে

ক্লান্ত সে সীজারে আমি করিহু উদ্ধার ।

সেই সে মানুষ কিনা হয়েছে দেবতা এবে

—আর আমি ক্যাশিয়াস্—হতভাগ্য জীব !

এখন সীজার যদি অভিবাদনের কালে

দ্বিষৎ নোয়ান মাথা তাজিলোর ভাবে,

প্রত্যভিবাদনে তার তাঁহার নিকটে মোর

আনত করিতে হবে সমস্ত শরীর !

সীজারের একবার অর হস্ত স্পেন্দে-দেশে ;

—দেখিলাম, কাঁপিছেন থর থর করি ;

সত্য কহিতেছি আমি — এই দেবতারি দেহ

কাঁপিল সঘনে—ওষ্ঠ হইল বিবর্ণ ;

—যে আঁখির ভঙ্গিমায় জগৎ স্তম্ভিত ভরে,

সে আঁখির জ্যোতি তেজ হল অপহৃত ।

রোগের বস্ত্রাণা-বশে করিছেন আর্তনাদ

—তাও আমি গুনিয়াছি স্বকর্ণে আমার ।

যে সীজার কহিতেন দর্পভরে উচ্চকণ্ঠে

• “আমার বক্তৃতা লিখি’ রাখহ পুস্তকে”

সেই সে সীজার কিনা ক্রমা বালিকার মত

বলিলেন ক্ষীণ কণ্ঠে “দেরে একটু জল ।”

কি আশ্চর্য্য ! যেই লোক দুর্বল-প্রকৃতি হেন

সে কিনা একাধিপতি বিশাল ধরায় !

(জয়ধ্বনি—বাদ্যনির্ঘোষ)

ত্র । আবার সে জয়ধ্বনি ! সীজার ভূষিত হয়

আরো বৃদ্ধি নব নব সম্মান-ভূষণে ।

ক্যা । দেখিছ না সখা তুমি, সংকীর্ণ এ ধরাপৃষ্ঠ

চাপিয়া বসিয়া আছে বিরাট সীজার ?

আর মোরা ক্ষুদ্র জীব পায়ের তলার নীচে

ঘুরিয়া বেড়াই হীন মরণ যাচিয়া !

কখন কখন নর নিজ অদৃষ্টের প্রভু ;

আমাদের নক্ষত্রের নাহি কোন দোষ,

দোষ আমাদেরি সখা—মোরা ক্ষুদ্র বলি’ ।

ক্রটাস্.—সীজার;--এই সীজারে আছে কিবা ?

কিবা মন্ত্র-গুণ আছে সীজারের নামে ?

না উচ্চারি’ তব নাম ওই নাম কেন তবে,

উচ্চকণ্ঠে লোক সবে করে উচ্চারণ ?

ওই দুই নাম যদি লেখা যায় পাশাপাশি .

তব নাম দেখা যাবে সমান সুলভ ;

উচ্চারণ কর যদি —সমান শোভিবে যুধে ;

ওজন করিলে হবে গুরুত্বে সমান ;

এই নামে পড়' মন্ত্র —ও নামেও প্রেত-আত্মা

আবিভূত হইবে আসি' তোমার সম্মুখে ।

বিশ্বদেবতার নামে জিজ্ঞাসি তোমারে আমি

—কি অমৃতে পুষ্ট হইবে বাড়িল সীজার ?

ধিক্ কাল তোরে ধিক্ ! ধিক্ রোম ! তোরে সেই

মহাত্মা জনের বংশ হয়েছে কিলোপ ।

প্রলয়ের পরে, হেন কোন্ যুগ গেছে, যাহে

একাধিক-লোক-বশে না ছাইল ধরা ?

রোমের সম্মুখে আগে কে পারিত বলিবারে

—এক ব্যক্তি জুড়ে' আছে সমস্ত নগর ?

এখনো তো আছে রোম, রয়েছে ষথেষ্ট স্থান,

কিন্তু সেথা রয়ে এবে একটি মানুষ ।

তুমি আমি - উভয়েই গুনিয়াছি পিতৃযুগে

* ক্রটাস্ নামেতে ছিল মহাত্মা রোমেতে

সম্রাটের রাজ্য তিনি পারিতেন সহিবারে,

তথাপি না পারিতেন সহিতে রাজ্যায় ।

ক্র । তুমি যোরে ভালোবাসো —সন্দেহ করি না তায় ;

কিজন এ উত্তেজনা—তাও বুঝিয়াছি ।

মোর বাহা মতামত বলিব তোমায় পরে,

আপাতত আমি সখা নাই এ কাজেতে ।

* এই ক্রটাসের পূর্বপুরুষ যিনি “টাকুইয়ুস” দিগকে রোম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া রাজ্য পরিবর্তে কসলের আধিপত্য স্থাপন করেন ।

দেখিব ভাবিয়া আমি যা' তুমি বদিলে মোরে ;

থাকিলে বক্তব্য আরো,—শুনিব যতনে ।

বিষয়টি গুরুতর ; শুনিয়া তোমার কথা

উচিত উত্তর দিতে চাই অবসর ।

আপাতত প্রিয়সখা, বলি যা তোমায়ে আমি

তাই আলোচনা কোরো পুনঃ পুনঃ মনে :—

বরং এ শাসনাধীনে হব আমি গ্রামবাসী,

তবু না করিব স্পর্ধা রোমক বলিয়া ।

ক্যা। হুর্ল এ বাক্যে মোর এটুকু আগুনো যে

জলিল ক্রটাস্-হৃদে—স্বখী আমি তাই ।

(অনুচরবর্গের সহিত সীজারের পুনঃ প্রবেশ)

ক্র। ক্রীড়া বুঝি হ'ল শেষ,

ফিরিছে সীজার এবে ।

ক্যা। যাবে পার্শ্ব দিয়া যবে,

বস্ত্র ধরি টেনো ক্যাস্‌কান,

তাহা হলে বর্ণিবে সে

ক্লান্ত ধরণেতে তার

মাহা আজি সর্বেশেষ

ঘটিয়াছে বলিবার মোতো ।

ক্র। আচ্ছা 'তা' করিব আমি,

কিছু দেখ ক্যাশিয়াস্

সীজারের ভালে যেন

জলিতেছে ঘোর রোমানল ;

আর, যত অনুচর

তিরস্কৃত হবে যেন ;

বিবর্ণ হইয়া গেছে

ক্যালিফোর্নি-দেবীর কপোল ;

সিসিরোর আঁখি রাস্তা

—যা হয় সর্বদা তাঁহা,

কথা কাটাকাটি হলে

কারো সাথে যজ্ঞা-সভায় ।

ক্র। ঘটিয়াছে যে ব্যাপার

শুনিব ক্যাস্‌কান কাছে ।

মীজার । আস্তনিয়াস্ !

আস্ত ।

মীজার ! বল', কি আদেশ তব ।

মীজার । স্থলকার লোক যেন থাকে মোর চারি পাশে,

আর, যারা স্নিগ্ধশিরঃ—নিদ্রা যায় রাতে ।

ওই যে ক্যাশাস্,—ওর ক্ষুধাক্লিষ্ট কৃশ মুখ,

শীর্ণ তনু—মনে হয়, বেশি চিন্তা করে ।

জে নো তুমি, উহারাই বড় ভয়ানক লোক

আস্ত । না মীজার, উহা-হতে নাহি কোন ভয় ;

ক্যাশাস্ মহাত্মা লোক, নানাগুণে গুণবান,

মীজার । ~~আস্ত~~ একটু স্থল হলে হইত উত্তম ।

আমি নাহি ডরি ; কিন্তু ভীৰু যদি হইতাম

ওরি সঙ্গ করিতাম যতনে বর্জন ।

স্বল্পদর্শী ক্যাশিয়াস্, অধ্যয়ন করে বেশী

—লোকদের কার্য্য সব দেখে তলাইয়া ।

ক্রীড়া নাহি ভালবাসে আস্তনি তোমার মোতো,

না শোনে সঙ্গীত কোন—কদাচিত্ হাসে ।

যদিও বা হাসে কভু হাসে সে এমনি ভাবে

—নিজ-সাথে নিজে যেন করিছে ছলনা ।

কিছুতে যে হাসি তার উদ্রেক্ হইতে পারে

—মনে করিতেও যেন হয় তার ঘৃণা ।

এই সব লোকদের না থাকে মনের শান্তি

যতক্ষণ দেখে—আছে আরো কেহ বড় ।

সেজন্তই বলি, এরা বড় ভয়ানক লোক ;

মীজার তাদের কিন্তু নাহি করে ভয় ।

আমি শুধু বলিতেছি —কাহারো ভয়ের পাত্র ;

এসো মোর ডানদিকে—এ কাণ বধির ।

সত্য করে' বল' সখা ক্যাশাস্-সম্বন্ধে এবে

*কিবা তব মতামত—কি-ভাবো উহারে ।

(অমুচরবর্ণের সহিত সীজারের প্রস্থান, কেবল ক্যাঙ্কার অবস্থিতি)

ক্যাঙ্কা । তুমি তখন আমার চাদর ধরে' টেনেছিলে, তুমি কি আমার সঙ্গে কথা কইতে চাও ?

ব্রটাস্ । হাঁ ক্যাঙ্কা ; সীজারকে যে আজ্ঞা-এত বিষয় দেখছি ?
—ব্যাপারটা কি ?

ক্যাঙ্কা । কেন, তুমি ত তাঁর সঙ্গে ছিলে—ছিলে না কি ?

ব্র । তাহলে ক্যাঙ্কাকে কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করব ?

ক্যাঙ্কা । আর কিছু না, লোকেরা তাঁকে রাজমুকুট দিতে
যাচ্ছিল । আর যখন সেই মুকুট তাঁকে দেওয়া হল, তখন তিনি হাত
দিয়ে সেটা সরিয়ে দিলেন ; সেই সময়, লোকেরা খুব জয়ধ্বনি
করছিল ।

ব্র । দ্বিতীয়বার যে গোলমালটা শোনা গেল—সেটা কিসের
জন্ত ?

ক্যাঙ্কা । সেটাও ঐ একই কারণে ।

ক্যাশিয়াস্ । তারা ত তিনবার জয়ধ্বনি করে ; শেষের জয়-
ধ্বনিটা কিসের জন্ত ?

ক্যাঙ্কা । ঐ একই কারণে ।

ব্র । লোকেরা কি তাঁকে তিনবার রাজমুকুট দিতে গিয়েছিল ?

ক্যাঙ্কা । হাঁ, আর তিনবারই তিনি হাত দি়ে সরিয়ে দিলেন—

ছিলেন ;—কিন্তু প্রতিবারই পূর্বাপেক্ষা যেন একটু মৃদুতাবে। আর, যত বার তিনি মুকুটটা সরিয়ে দিচ্ছিলেন, ততবারই সেই সব ভাল মানুষগুলো জয়ধ্বনি করে উঠছিল।

ক্র। কে তাঁকে রাজমুকুট দিতে গিয়েছিল ?

ক্যাস্কা। আবার কে—আন্তুনি।

ক্র। কি রকম করে' দিলে বল' দিকি ক্যাস্কা।

ক্যাস্কা। সে সব বলা আমার কৰ্ম নয়। সে একটা বাদ্‌রামি-কাণ্ড ; আমি ভালো করে দেখিওনি। মার্ক-আন্তুনি একটা রাজমুকুট দিলে—এই শুধু আমি দেখেছি। তা, সে আবার রীতিমত রাজমুকুটও নয়—সে একটা যেসে মুকুট মাত্র। আমি তোমাকে পূর্বেইত বলেছি, প্রথমবারে মুকুটটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু যাই করুন, আমার মনে হয়, মনে-মনে যেন তাঁর মুকুটটা নেবার ইচ্ছে ছিল। তারপর, আন্তুনি যখন দ্বিতীয়বার দিলে তখনও তিনি হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, মুকুট থেকে যেন তিনি আঙ্গুলগুলি কিছুতেই সরিয়ে নিতে পারচেন না। তারপর আন্তুনি তাঁকে তৃতীয়বার মুকুটটা দিলে, সেবারও তিনি সরিয়ে দিলেন। তাতে, লোকেরা আবার জয়ধ্বনি করে' উঠল ; তাদের সেই ফাটা-ফাটা হাতে তারা করতালি দিতে লাগল ;—তাদের সেই ঘেমো রাতটুপিগুলো উপর-পানে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। আর যখন সীজার রাজমুকুটটা নিলেন না, তখন তাদের সেই হুর্গন্ধ মুখ খুলে এত জয়ধ্বনি করতে লাগল যে তাতে সীজারের প্রায় দম্ আটকে এল ; সীজার মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন। আর আমি—মুখ খুলে পাছে সেই খারাপ বাতাসের নিঃশ্বাস নিতে হয়, এইজন্য হাসতেও সাহস করলেম না।

ক্যাশিয়াস্ । তিনি সেই চতুরেই মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন ; মুখে
গাঁজলা উঠতে লাগল—আর একেবারে কথা বন্ধ ।

ক্র। তা খুব সম্ভব—তাঁর মুচ্ছা-রোগ আছে আমি জানি ।—
আমাদের চলিত ভাষায় যাকে “পতন-রোগ” বলে ।

ক্যাশিয়াস্ । পতন ?—না, সীজারের পতন-রোগ নেই ।
তুমি, আমি, এই ভাল মানুষ ক্যাঙ্কা—আমাদেরই অধঃপতন ।

ক্যাঙ্কা । তোমার কথার ভাব তো আমি কিছুই বুঝতে
পারচিনি ; কিন্তু সীজার পড়ে গিয়েছিলেন সত্যি । আর এ কথাও
ঠিক, সেই সব বাজে লোকগুলো তুষ্ট হলেই হাততালি দিচ্ছিল,
আর রুষ্ট হলেই “ছি ছি” করে উঠছিল ।

ক্র। তাঁর তখন জ্ঞান হল তখন তিনি কি বলেন ?

ক্যাঙ্কা । পোড়ে যাবার আগে যখন তিনি দেখলেন, মুকুটটা
না নেওয়াতে লোকে খুসি হয়েছে—তখন তিনি তাঁর ভিতরের কাপ-
ড়টা খুলে দিতে আমাকে ইসারা করলেন ; সেই কাপড়টা খুলে
দিতেই ঠিক সেই কাপড়টার উপরে তিনি মুচ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন ।
তারপর, যখন জ্ঞান হল, তখন তিনি বলেন ; “দেখুন মহাশয়গণ ।
যদি আমি কখন কোন অশ্রাব্য কথা বলে থাকি, কিংবা অশ্রাব্য
কাজ করে থাকি, সে আমার দুর্বলতা বই আর কিছুই নয় ।”
আমার কাছে দুই তিনটে ছুঁড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, তারা বলে উঠল ;—
“আহা ! সীজার কি ভাল মানুষ ।” তখন সীজারের সমস্ত
দোষ তারা একেবারেই ভুলে গেল । তবে তাদের কথা ছেড়ে
দেও ; সীজার যদি তাদের নামের বুকে ছুরি বসিয়ে দিত, তাহলেও
তারা ঠিক ঐ কথাই বলত ।

ক্র। আর, তার পরেই তিনি এই রকম বিষয় হয়ে চলে গেলেন ?

ক্যাস্কা। হাঁ ।

ক্যাশিয়াস্। সিসিরো কিছু বলেন ?

ক্যাস্কা। হাঁ, তিনি গ্রীক ভাষায় কি একটু বলেন ।

ক্যাশিয়াস্। তার মন্তব্য কি ?

ক্যাস্কা। তাই যদি বলতে পারব, তাহলে কি তোমাদের কাছে আমি আসি ? যাহোক, যারা বুঝতে পেরেছিল তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাঘি করে হাসতে লাগল, আর মাথা নাড়তে লাগল ! কিন্তু আমি তার এক অক্ষরও বুঝতে পারিনি । আমি তোমাদের আরও দুই একটা খবর দিতে পারি । ম্যারকাস ও ফ্রেভিয়াস্ সীজারের মূর্তিগুলো হতে রেশমের চাদর-আচ্ছাদন টেনে হিঁড়ে ক্যানায় তাদের জন্মের মত নিস্তক করে দেওয়া হয়েছে । এখন তবে বিদায় হই । আরো কত কি বান্দরামি হচ্ছে, সে সব এখন আর মনে পড়চে না ।

ক্যাসিয়াস্। আজ রাতে আমার সঙ্গে আহাৰ করবে ক্যাস্কা ?

ক্যাস্কা। না, আমার অন্য জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে ।

ক্যাশিয়াস্। কাল আমার সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন করবে ?

ক্যাস্কা। হাঁ, আমি যদি বেঁচে থাকি, যদি তোমার মত উৎসাহটা আমার থাকে, আর যদি ভোজের মত ভোজটা হয় ।

ক্যাশিয়াস্। আচ্ছা, এখন তবে আসি, আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকব ।

ক্যাস্কা। আমিও তবে এখন বিদায় হই ।

ক্র। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকটার বুদ্ধিও বৃদ্ধি যেন হোঁতা হয়ে গেছে। বিদ্যালয়ে যখন পড়ত তখন ত বেশ চালাক চতুর ছিল।
ক্যাশিয়াস।

এখনো তাহাই আছে ; যদিও কাজেতে তার

দেখা যায় বিলম্বের ভাব,

মহৎ ব্যাপারে কিন্তু, সাহসের কাজে আর,

এখনো তেমনি তৎপর।

বুদ্ধি বেশ খ্যাতে তার ; তবে, যে গ্রাম্যতা দেখ,

—সে শুধু চাটুনির মত।

তাই, ওর কথাগুলো পরিষ্কার করে লোকে

আরো যেন রুচির সহিত।

ক্র। সে কথা বলেছ ঠিক ; এখন তোমার কাছে

লইলু বিদায়।

কাল যদি ইচ্ছা হয় আল্যপিতে মোর সনে

—যাব তব গৃহে।

কিন্তু যদি তুমি এসো গৃহে মোর, তোমা তরু

করিব প্রতীক্ষা।

ক্যাশিয়াস।

আমিই বাইব তবে ;

ততক্ষণ ভেবো সখা

জগতের গতি।

(ক্রটাসের প্রস্থান)

ক্যাশিয়াস।

ক্রটাস ! হৃদয় তব উদার মহান্ অতি ;

তবু আমি দেখিবারে পাই

—তোমা-সম খাঁটি সোনা রূপান্তর করা যায়
 গড়ি পিটি নিজ ইচ্ছামত ।

তাই, মনে হয় মোর মহতেরি সনে সদা
 মহতের সংসর্গ বিহিত ।

কে এমন আছে বল যারে নাহি পারা যায়
 লওয়াইতে কু-পথের দিকে ।

আমা'পরে সীজারের বিষম বিদ্বেষ, কিন্তু
 স্নেহ তার ক্রটাসের প্রতি ।

আমি যদি হইতাম বুরুটাস, আর যদি
 রুরুটাস্ ক্যাসাস্ হইত,
 পারিত না লওয়াইতে আমারে ক্রটাস কভু
 আমি যথা লওয়ায়েছি তারে ।

আজি রজনীতে আমি নানা ছাঁদে পত্র লিখি,
 ক্রটাসের গবাক্ষেতে করিব নিক্ষেপ ;

—মনে হবে, যেন কভু পৌরজন লিখিয়াছে
 পত্রগুলি একই মর্মে ক্রটাস-সমীপে ।

“সমস্ত রোমের কাছে ক্রটাসের নাম আজি
 যার পর নাই সমাদৃত”

—এই মর্মে হবে লেখা ; “সীজার সে অত্যাচারী”
 —একথাও থাকিবে ইচ্ছিতে ।

তার পর দেখা যাবে সীজার কেমনে
 বসেন স্তম্ভ হইয়া নিজ সিংহাসনে ।

হয়, তাঁরে নাড়া দিয়া পাড়িব ভূমিতে
 নরতো হুজিঁদ হবে মোদের ভূমিতে ॥

তৃতীয় দৃশ্য।

- বজ্র-বিদ্যুৎ—এক দিক দিয় নিষ্কোষিত অসি হস্তে ক্যাস্কা এবং
অপর দিক দিরা সিসিরোর প্রবেশ।

সিসিরো।

এসো এসো ক্যাস্কা ! বলি, সীজারকে তুমিই কি

পোছাইলে গৃহে ?

ইঁপাইছ কেন এত ? —এক দৃষ্টে চেয়ে আছ

কেন আমা-পানে ?

ক্যাস্কা। সমস্ত এ পৃথীরাজ্য কাপিতেচে মুহূর্নু হ

লঘু দ্রব্য সম

—আর কিনা এ সময়ে রয়েছে সিসিরো তুমি

অচল টাঙ্গল ?

সিসিরো ! দেখেছি আমি —প্রচণ্ড ঝটিকা-বায়ু,

জটাময় বট বৃক্ষে করেছে দ্বিখণ্ড ;

—দেখিয়াছি, মহা সিদ্ধ ফেনায়ে ফুলিছে রোষে

উর্দ্ধে উত্তিবারে উচ্চ মেঘের সমান ;

কিন্তু কভু দেখি নাই দেখিছু বা আজি রাতে,

—ঝটিকা অনল-পিণ্ড করিছে বর্ষণ ;

পৃথিবী নাশিতে যেন হইয়াছে সমুদ্যত,

নিশ্চয় করিয়া আমি कहিছু তোমারে।

সিসিরো। আরো কি অশ্রুত কিছু দেখিয়াছ তুমি ?

ক্যাস্কা। সামান্য গোলাম ঐক (দেখিলেই গোলাম বন্ধি

চেনা যায় তারে)

উঠাইল বাম হস্ত — জলে যেন একত্তরে

কুড়িটা মশাল ।

তবু সে হাতটি তার পোড়ে নাই একটুকু

— রয়েছে অক্ষত ।

তা'ছাড়া, দেখিহু আমি, (তখন হইতে আমি

ধরিয়াছি অসি)

মন্ত্র-ভবনের কাছে সিংহ এক, তাকাইয়া

কটমট করি'

আমা পানে, চলি গেল রোষ ভরে, না করিয়া

কিছু মাত্র হানি ।

এক শত নারী সেথা অতীব বিবর্ণ-মুখ,

স্তম্ভিত তরাসে,

বলিল শপথ করি : -- "দেখিয়াছি, রাজপথে

করে বিচরণ

অগ্নিময় নর সবে ; তা'ছাড়া পেচক এক

— নিশাচর পাখী —

মধ্যাহ্নেও আছে বসি' নগর-চত্বরে, আর

ডাকে তীক্ষ্ণ স্বরে ।"

এই সব অলক্ষণ একত্তর হয় যবে,

তখন মানুষ

এ কথা যেন না বলে : — "আছে তার যুক্তিগত

স্বাভাবিক হেতু ।"

আমার বিশ্বাস, উহা অন্তত সূচনা করে

দেশের উপর ।

দিসিরো । বলিয়াছ ঠিক কথা ; অদুত-ঘটনাময়
এ বিষম কাল ।

না বুঝি' প্রকৃত হেতু ঘটনার অন্য ব্যাখ্যা
করে লোক সবে ।

মন্ত্রণা-ভবনে কাল সীজার আসিবে কি না
জান কি হে তুমি ?

ক্যাস্কা । আসিবেন ; অন্তনিকে বলেছেন এ সংবাদ
পাঠাতে তোমায় ।

দিসিরো । বিদায় ক্যাস্কা তবে ; এ অশান্ত রাতি নহে
দ্রমণের তরে ।

ক্যাস্কা । বিদায় দিসিরো ।

(দিসিরোর প্রস্থান)

(ক্যাশিয়াসের প্রবেশ)

ক্যাশি । কে আসে ?

ক্যাস্কা । রোমক আমি ।

ক্যাশি । চিনিহু তোমারে ক্যাস্কা

তব কণ্ঠস্বরে ।

ক্যাস্কা । ঋতিশক্তি ভাল তব ; বিরূপ রাতিটা আজি
বল ত ক্যাসাস্ ।

ক্যাশি । শুদ্ধচিত্ত লোক যারা তাহাদের কাছে ইহা
অতি রমণীয় ।

ক্যাস্কা । কে কবে দেখেছে বল হেন রুদ্র ভীম মূর্তি •
নভো দেবতার ?

ক্যাশি । তাহারাই দ্যাখে, যারা জানে—এই মর্ত্যভূমি
পূর্ণ অনাচারে ।

আমি কিন্তু ভ্রমিয়াছি সমস্ত এ রাজপথে,
বিপদ-সঙ্কুল এই রাতে ।

দ্যাখ ক্যাঙ্কা, আমি এই অব্যবহিত বক্ষ মোর
বজ্র কাছে রাখিয়াছি খুলি’;
বজ্র বিদ্যুতের ছটা অনাবৃত করে যবে
গগনের নীল বক্ষদেশ

—সেই সে মুহূর্তে আমি বিদ্যুৎ-ঝিলিক্ মাঝে
আপনারে করিহু অর্পণ ।

ক্যাঙ্কা । কিন্তু কেন বল দিকি ঘ্যাটাও দেবতাকুলে
প্রকাশিয়া হেন দুঃনাহস ?

মহাশক্তিশালী সব সেই দেবতার। যবে,
মর্ত্যজনে করিতে বিস্মিত

পাঠান্ ভীষণ দূত উৎপাত-আকারে,
কোন্ নর না হয় কম্পিত ?

ক্যাশি । ক্যাঙ্কা, তুমি জড়মতি ; জীবনের যে, ক্ষুলিঙ্গ
থাকা চাই রোমক-অস্তরে,

তোমাতে অভাব তাহা ; —কিংবা থাকিলেও তুমি
না কর তাহার ব্যবহার ।

দ্বিবর্ণ হইয়া তুমি একদৃষ্টে চেয়ে থাকো
মগ্ন হয়ে ভয় ও বিস্ময়ে

‘আকাশের হেরি’ রুদ্ধ ভাব ; কিন্তু যদি ভেবে দ্যাখ
প্রকৃত সে কারণ উহার,

—কেন ছোট্টে উদ্ধাপিও, কেন এ নিঃশব্দচারী
 প্রেতগণ,—পশুপক্ষী নানা,
 কেন চিন্তা করে মত চিন্তাহীন শিশু, আর
 অতি বৃদ্ধ, হতবুদ্ধি জন,
 কেন এ পদার্থ সব নিজ ভাব হারাইয়া
 ধরে অত্র বিকৃত আকার,
 তা’হলে বুঝিবে তুমি —ভয় প্রদর্শিতে, আর
 সত্যকিতে মর্ত্যবাসিজনে
 দেবতারা প্রকৃতিরে রুদ্রভাবে পূর্ণ করি’
 করি-দেন বিকট-আকৃতি ।
 কিন্তু আছে এক জন ভীষণ এ রাত্রি-সম
 —পারি আমি তোমায় কহিতে ।
 সেও করে বজ্রনাদ, বিছাৎ ছোটায় সেও,
 অনাবৃত করে গোরস্থান,
 রোমের মন্ত্ৰণা-গৃহে সিংহ-সম ঘোরতর
 সিংহনাদ ছাড়ে অনিবার ।
 কিন্তু জেনো স্নানিচিত —বল পৌরুষের কাজে
 সমান সে আমাদেরি মত ।
 তথাপি জানিবে তারে অতি ভয়ঙ্কর—এই
 প্রাকৃতিক উপদ্রব সম ।

ক্যাঙ্কা । তুমি সীজারকে লক্ষ্য করে’ বল্—তাই না ক্যাঙ্কা ?
 ক্যাশি । যে কেন হউক না সে, আছেয়ে রোমকদেব
 পিতৃপুরুষেরই মত দেহের শক্তি,

কিন্তু এবে যোর কাল হইয়াছে উপস্থিত !

—পিতৃতেজ আমাদের গিয়াছে মরিয়া ।

সুকোমল মাতৃভাবে চালিত হতেছি মোরা

—সহিতেছি অধীনতা স্ত্রীলোক সমান ।

ক্যাসা । লোক মুখে শুনি, কাল সীজারকে প্রধানেরা

বসাইতে ইচ্ছা করে রাজ-সিংহাসনে ।

ইতালি-প্রদেশ ছাড়া জলে স্থলে সর্বত্র

করিবেন নাকি তিনি মুকুট ধারণ ।

ক্যাশি । তা হলে আমিও জানি কোথায় বসাতে হ'বে

এই মোর তীক্ষ্ণ ছোরা খানি ;

—ক্যাশিয়াস আপনারে দাসত্ব-বন্ধন হতে

মোচন করিবে অচিরে ।

এইরূপে তুমি দেব ! ক্ষীণজনে কর বলী,

অত্যাচারী করহ দমন ।

কি বা শৈল-অটালিকা কিবা তাম্র-বিজড়িত

হুর্ভেদ্য অনধিগম্য দুর্গ প্রকার,

বায়ুশূন্য কারাগার, লৌহের নিগড় কিম্বা,

—মনোবল নাহি পারে কেহ রুধিবারে ।

এসব বন্ধনে যবে ক্লান্ত হয় এ জীবন

হেন শক্তি আছে জীবনের

যখন সমস্ত বাধা অনায়াসে করি চূর্ণ

বিসর্জিতে পারে আপনারে ।

এ সত্যটি জানা গেলে —আর যাহা আছে কিছু

সমস্তই জানা হয় মোর ;

—সহি যে দৌরাভ্যা এবে তখন তা ইচ্ছামতে
পারি আমি ঠেলিয়া ফেলিতে ।

ক্যাক্সা । আমিও পারি তা জেনো ; প্রত্যেক দাসের হাতে
স্ববন্ধন মোচনের আছয়ে শক্তি ।

ক্যাশি । সীজার কি হেতু তবে হ'ল হেন অত্যাচারী ?
হতভাগ্য মূঢ় নর ! জানি, সে কখনো

ধরিত না ব্যাঘ্ররূপ সমস্ত রোমেতে যদি
মেঘরূপে না হেরিত চখে ;

না হ'ত কভু সে সিংহ যদি না রোমকগণ
হইত যুগের পাল, কহিলু তোমারে ।

শীঘ্র জ্বালাইতে চাহে যে জন অনল ঘোর
—প্রথমে ধরায় তাহা ক্ষীণ তৃণ দিয়া ।

মনে হয়, রোমপুরী ছার আবর্জনা-রাশি,
যবে ভাবি মনে—ওই হীন দাহ্য দিয়া

প্রদীপ্ত করিয়া তুলে সীজারের মোতো হেন
জঘন্য সামগ্রী ; কিন্তু, ব্যথিত হৃদয় !

কোথায় লইলি মোরে ? হয়তো কহিলু ইহা
দাসত্বের কামী কোন দাসের সম্মুখে ।

কি উত্তর দিব এঁরে ? কিন্তু আছে শত্রু মোর ;
বিপদ-আপদ আর তুচ্ছ মোর কাছে ।

ক্যাক্সা । কহিছ ক্যাক্সার কাছে, ক্যাস্কা নহেক জেনো
হাসি-মুখে পাড়া-গল্পে লোক ।

এই লও হস্ত মোর, অত্যাচার প্রতীকারে
হও তুমি এখনি তৎপর ।

যে যাক্না যত দূরে তাহাকেও অতিক্রমি'
আমি হ'ব আরো অগ্রসর ।

ক্যাশি । এ কথা রহিল স্থির : শোনো বলি ক্যাঙ্কা তবে
—কতিপয় রোমবাসী মহাশয় লোক ।

তাঁহাদেরো আমি এতে করিয়াছি প্রবর্তিত,
তাঁহারা দিবেন যোগ আমার সহিত

মহৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ সাধুজন অভিমত
বিপদ-সঙ্কুল এই হুঃসাহসি কাজে ।

আর, এই পত্রযোগে জানিলাম, তারা সবে
অপেক্ষিবে আমা তরে পম্পের ছায়ায় ।

ভীষণ রজনী এই ; —পথে কেহ নাহি চলে,
নাড়াশব্দ নাহি কোন, সকলি নিস্তব্ধ ।

হের প্রকৃতিও আজি বিলক্ষণ অনুকূল,
পড়ে যেন তারি ছায়া মোদের এ কাজে ;
—সেই-মত রক্তময়, সেই-মত তেজোদীপ্ত,
সেই-মত ভয়ানক ভীষণ প্রচণ্ড ।

ক্যাঙ্কা । এসো আরো কাছাকাছি, কে দেখ আসিছে ওই
অতি দ্রুতপদে ।

ক্যাশি । ও “সিনা”—নাহিক ভয় ; চিনেছি চলন দেখি'
—সিনা বন্ধুজন । (সিনার প্রবেশ ।)

‘যাও কোথা তাড়াতাড়ি ?

সিনা । তোমারি গো অবেষণে ।

ও কে ও ?—“সিদ্ধার” ?

ক্যাশি । না, ও ক্যাঙ্কা ; ভয় নাই ; মোদেরি দলের লোক ;

তারা কি প্রতীক্ষা করে মোরে ?

সিনা । খুসি হইলাম শুনি ; একি এ ভীষণ রাত্রি !

• আমাদেরই দুই তিন জন

দেখেছে অদ্ভুত দৃশ্য ;

ক্যাশি ।

প্রতীক্ষা কি করে তারা ?

—কহ শীঘ্র সিনা তুমি মোরে ।

সিনা । হাঁ, করে প্রতীক্ষা তারা ; যদি কোনরূপে তুমি

ক্রটাস্কে টানিতে পার দলে—

ক্যাশি । নিশ্চিন্ত হও তুমি : এই পত্র লয়ে সিনা

রাথ গিয়া ক্রটাসের কেদারার 'পরে ।

নিশ্চয় পাবেন তিনি ; এই পত্র দেও ফেলি'

তঁহার গবাক্ষে ; আর, এই পত্রখানি

আঁটি দেও আটা দিয়া পূর্বতন ক্রটাসের

প্রতিমূর্তি 'পরে ; আর, সব শেষ করি'

পম্পের দুয়ারদেশে সত্বর যাইও ফিরি' ;

• সেখানে পাইবে তুমি মোদের সংসার ।

"ডিশিয়াস্ বুরুটাস্" আর সে "ত্রিবোনিয়াস্"

• আছে কি সেথায় ?

সিনা । কেবল "সিথার" নাই ; সে গেছে খুঁজিতে তোমা

তোমার ভবনে ।

চলিলাম আমি তবে ; পত্রগুলি দিব আমি

তব কথামত ।

ক্যাশি । এই কার্য করি' শেষ যেও তুমি তার পর
পম্পের ভবনে ।

(সিনার প্রস্থান)

প্রভাত না হতে-হতে এস ক্যাস্কা, যাই দৌহে
ক্রটাসের গৃহে ।

মোরা তাঁর তিন ভাগ করিয়াছি অধিকার ;
পুন দেখা হলে,

অবশিষ্ট ভাগ সহ করিব আয়ত্ত মোরা
সমগ্র ক্রটাসে ।

ক্যাস্কা । ক্রটাস্ আছেন বসি' লোকের হৃদয়-মাঝে
সমুচ্চ আসনে ।

যে কার্য্য আমাদের দোষ বলি' হবে গণ্য,
তিনি যোগ দিলে

তাহাই হইবে গুণ ; তাম্র সেও সোনা হবে
সেই রসায়নে ।

ক্যাশি । ক্রটাস্ সুযোগ্য অতি প্রয়োজন আমাদের
তাঁরে লাভ করা ।

সিনা । এসমস্ত ক্যাশিয়াস্ ঠিক তুমি ধরিয়াছ,
চল এবে যাই ।

অতীত হইবে এবে দ্বিপ্রহর রাতি ; দেখ,
প্রভাতের আগে

জাগাইতে হবে তাঁরে, করিতে হইবে আর
তাঁরে হস্তগত ॥

(সকলের প্রস্থান) ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।—ব্রুটাসের উদ্যান ।

(ব্রুটাসের প্রবেশ ।)

ক্র। লুশ্যাস্ ! আছিস্ হোথা ? ওরে লুশ্যাস্ !

তারা দেখি' অহুমান না পারি করিতে
কতটা বিলম্ব আছে হইতে প্রভাত ;

এ হেন গভীর নিদ্রা এ সময়ে তোর
না হ'লেই ছিল ভাল ; কত রাত্রে এঁবে ?

ওরে লুশ্যাস্ ওরে !—ওহরে লুশ্যাস্ !

লু। ডাকিছ কি প্রভু মোরে ?

ক্র। নিম্নে আর তুই

জালিয়া মোমের বাতি অধ্যয়ন-ঘরে ;

জালা হ'লে বাতি তুই ডাকিস্ আমায় ।

লু। যে আজ্ঞে, জালিয়া বাতি আসিব এখনি ।

(প্রস্থান ।)

ক্র। তার মৃত্যু বিনা কত এ কাজ হবে না সিদ্ধ ;

তার প্রতি ঘেঁষ মোর নহে স্বার্থ-লাগি ;

জন-হিত-তরে শুধু এ মোর শত্রুতা ।

মুকুট পরাবে তারে ! —ইথে তার স্বভাবের্তে

বিকৃতি ঘটবে কি না তাই শুধু ভাবি ।

পরিস্কার-দিবসেই সর্প দেখা দেয়, আর

তখনি পথিক চলে পথে ভয়ে ভয়ে ।

পরাবে মুকুট তারে ! তাহা হ'লে, বেশ জেনো
 বিষ-দন্ত মুখে তার দেওয়া হবে পূরি' ;
 তখন সে অনায়াসে পারিবে করিতে হানি ;
 —যা' ইচ্ছা করিবে পরে আমাদের প্রতি ।
 উচ্চপদে, শক্তির হয় অপব্যবহার
 —তা-হ'তে যখন ঘটে দয়ার বিচ্ছেদ ।
 এ কিন্তু নানিতে হ'বে —সীজারের কুপ্রবৃত্তি
 কভু নহে জয়ী তার সুবুদ্ধির পরে ।
 প্রসিদ্ধ আছে এ কথা : —বিনয় নম্রতা শুধু
 তরুণ ছরতিলাষী-জনের সোপান ;
 —আরোহণ করে যবে থাকে মুখ ফিরাইয়া
 সোপান-ধাপের দিকে একদৃষ্টে চাহি ;
 উঠিলে শিখরে, আর না চাহে ধাপের পানে,
 একেবারে তার প্রতি হয় সে বিমুখ ।
 যে সকল ধাপ দিয়া উঠিল সে ক্রমান্বয়ে,
 পরে তাহাদেরি প্রতি করিয়া উপেক্ষা
 উর্দ্ধতম আকাশের অতি উচ্চ মেঘ'পরে
 একদৃষ্টে একমনে রহে তাকাইয়া ।
 সীজারো করিতে পারে এইরূপ ব্যবহার,
 আশ্চর্য্য বল' তাহে কিবা ;
 কিন্তু পাছে করে তাই এইজন্ত নিবারণ
 করিতে হইবে আগে হ'তে ।
 সীজার এখন যাহা —সে বিষয়ে আমাদের
 নাহি কোন বিবাদ-কলহ ;

কিন্তু ভাবিতে হবে :— এই যে সীজারে দেখি

—সে যবে বাড়িয়া উঠি

চুড়ান্ত সীমায় আসি' হইবেক উপনীত

তখন সে হইবে কিরূপ ?

সীজারকে মনে করি' ভূজঙ্গ-অণ্ডের মত ;

—ফুটাইয়া তুলি যদি এবে,

স্বজাতি-স্বভাব-বশে করিবে দংশন, তাই

অঙ্কুরেই দলিবে তাহারে ।

(লুপ্তদের পুনঃ প্রবেশ ।)

লু। তব কক্ষে, প্রভু ওগো ! জালায়েছি বাতি ;
গবাক্ষে খুঁজিতে গিয়া চকমকি শিলা,
পাইলাম এই পত্র—লাক্ষা দিয়া আঁটা, (পত্র প্রদান)
আর আমি জানি বেশ—ছিল না এ পত্র
সেথায়, যখন আমি গেলাম শুইতে ।

ক্র। শোণে যা আবার তুই—এখনো হয় নি ভোর ;
কাল কি নয়রে সেই মার্চ পঞ্চদশ ?

লু। জানি না মশাই আমি ।

ক্র। . পাঁজি দেখে আর ।

লু। যে আজ্ঞে, জানিয়া আসি বলিব এখনি ।

(লুপ্তদের প্রস্থান ।)

ক্র। বাপ্পময় যে কিরণ উচ্ছৃসিত নভে
তাহারি আলোকে ইহা পারিবে পড়িতে । (পত্র খুলিয়া পঠন)

“ওঠো জাণ্ডো হে ক্রটাস্ ! ঘুমোনা আর,
 —এরূপ অনেক লেখা পেয়েছি কুড়ায়ে ।
 “র’বে কি রোম” — ইত্যাদি ; — পড়ি কথা গুলি
 টুকুরা টুকুরা করি’ ; রহিবে কি রোম
 একের শাসনাধীনে—সেই রোমপুরী,
 যার পথ হ’তে পূর্বপুরুষেরা মোর
 খেদাইল টার্কিনে—হ’ল যবে রাজা ?
 “অগ্নি-বাক্য, আগু কার্য্য, শীঘ্র প্রতীকার” ;
 আমাকে বলিছে বুঝি করিতে বক্তৃতা,
 আর সাধিবারে কার্য্য না করি’ বিলম্ব ?
 করি এই অঙ্গীকার রোম তব কাছে :—
 চাহ যাহা, তাহে যদি হয় প্রতীকার
 —জানিও, ক্রটাস্ তাহা সাধিবে নিশ্চয় ।

(লুগ্গনের পুনঃ প্রবেশ ।)

লু। আজি, বটে মার্চের চতুর্দশ দিন । (দ্বারে আঘাত)

ক্র। দেখে আয়, লুগ্গন্স ওরে—কে ঠাালে ছয়ার ।

(লুগ্গনের প্রস্থান ।)

ক্যাশ্চাস্ যে দিন মোরুর করে উত্তেজিত
 সীজার বিরুদ্ধে, সেই দিন হ’তে মোর
 নিদ্রা নাহি চোখে ; কোন ভীষণ সঙ্কল্প
 প্রধিন যখন হয় মনেতে উদয়,
 আর যবে হয় তাহা কার্য্যে পরিণত
 —এ ছুরের ষাঝখানে যে কু সময়

তাহা যেন ভয়ঙ্কর—দুঃস্বপ্ন-সম ;
তখন কুমতি-রাণী, আর তাঁর ষত
প্রলয়ের সহচরী—সকলে মিলিয়া
করয়ে মন্ত্রণা ঘোর ;—ক্ষুদ্র রাজ্যসম
মনোরাজ্যে বাধি' উঠে বিষম বিপ্লব ।

(লুশ্ণসের পুনঃ প্রবেশ ।)

- লু। ভগ্নিপতি ক্যাশিয়াস দ্বারে উপনীত,
সাক্ষাৎ করিতে চান তব সাথে প্রভু ।
- ক্র। তিনি কি একাকী ?
- লু। প্রভু ! আরো আছে লোক ।
- ক্র। জানিস্ তাদের তুই ?
- লু। না, আমি জানি না ।
মুখ দেখি' যাতে আমি না পারি চিনিতে,
টানিয়া পরেছে টুপি ছ-কান ঘেসিয়া,
ঢেকেছে আর অর্দ্ধমুখ উত্তরীয়-বাসে ।
- ক্র। আম্বক উহারা ;—সেই কিদ্রোহীর দল ।

(লুশ্ণসের প্রস্থান ।)

বড়যন্ত্র-কুমন্ত্রণা ! লজ্জা হয় বুদ্ধি
দেখাইতে মুখ তোর রজনী-গভীরে
—যে সময়ে দুর্কর্ম বিচরে অবাধে ?
কেমনে দিবসে তবে পাইবিরে তুই
হেন তমোময় গুহা—যাইয়া বেথায়
বিকট আনন তোর রাখিবি লুকায় ।

কাজ নাই অব্যবস্থা ওরূপ প্রদেশ,
বরঞ্চ ও-মুখ তব রাথুরে ঢাকিয়া
হাসিমাখা সৌজন্তে ; কিন্তু যদি তুই
বার হোস্ পথ-মাঝে নিজ মূর্তি ধরি,
ঘোর রসাতলো তোরে নারিবে লুকাতে ।

(ক্যাথল্, ক্যাস্কা, ডিগ্গল্, সিনা, মেটেলস্, মিথর ও
ট্রিবোনিয়ানের প্রবেশ ।)

ক্যা । এ-তব বিশ্রাম-কালে আসিয়া হেথায়
করিলু ধৃষ্টতা ঘোর ; ক্রটাস তোমায়
কষ্ট কি দিলাম মোরা ?

ক্র । উঠিয়াছি আমি ;
আছি জেগে সারা রাত্তি ; এসেছেন যারা
—এঁদের কি জানি আমি ?

ক্যা । জাননা এঁদের ?
—প্রত্যেকেরে জানো তুমি ; ইহার সবাই
বিশেষ ভকত তব ; আর, এঁরা চান,—
—যে শ্রদ্ধা তোমা-পরে আছে ইহাদের
সেই শ্রদ্ধা নিজ প্রতি থাকে যেন তব ।
—ইনি ট্রিবোথল্ ;

ক্র । সুখী তব আগমনে ।

ক্যা । ডিগ্গল্-ক্রটাস্ ইনি ;

ক্র । হইলাম সুখী ।

• ক্যা । এই ক্যাস্কা, এই সিনা, আর এ মিথর ।

ক্র। সকলেরি আগমনে হনু আনন্দিত ।

জাগিয়া সমস্ত রাত্রি সতর্ক-নয়নে

দেখিলে কিছু-কি যাহা চিন্তার বিষয় ?

ক্যা। একটি কথা কি তোমা জিজ্ঞাসিব আমি ?

(ক্রটাস ও ক্যাশ্যাসের মধ্যে চুপি চুপি কথা ।)

ডি। এইত গো পূর্বদিক ; হয় না কি হেথা

দিবাকরের উদয় ?

সিনা। —না ; করিবে মার্জ্জনা,

—হয় এইখানে ; আর, ওই যে হোথায় .

শাদা-শাদা রেখাগুলি—যাহে মেঘদল

হয়েছে চিত্রিত—উহা দিবসেরি দূত ।

ক্যাফা। তোমরা উভয়ি ভ্রান্ত ; দেখ গো ভাবিয়া ;

এই মোর অসি-অগ্রে দেখাই যে দিক্

সেই দিকে উঠে সূর্য্য দক্ষিণ ঘেসিয়া,

—তৌলদণ্ডে মাপে যেন নববর্ষ-ঋতু ।

আরো দুই মাস পরে, উত্তরে ঘেসিয়া

হইবে উদয় ; আর সেই উচ্চ ভানু

—ওই সভাগৃহ-সম—উঠে ঠিক্ হোথা ।

ক্র। মোর হাতে, দাও হাত সবে একে একে ।

ক্যা। শপথ করিয়া আর করি এ প্রতিজ্ঞা—

ক্র। না, না, না, শপথ নহে ; লোক-মুখে ব্যক্ত অসন্তোষ,

প্রাণের যন্ত্রণা ঘোর, প্রচলিত কুনিয়ম আর

—এ সব যদি না হয় যথেষ্ট উত্তেজনা-হেতু, •

ছাড়ি দিয়া যাও তবে নিজ নিজ অলস শয্যায় ;

অত্যাচার উচ্ছে বসি অসঙ্কোচে করুক রাজত্ব,
 প্রাণ হাতে করি' সবে থাকো চাহি' অদৃষ্টের পানে ;
 কিন্তু যদি এই সবে থাকে উদ্দীপনা এত

—ভীকু জনো যাহে উঠে অলি, •

স্নেহ-বিগলিত-চিত নারীয়ো হৃদয় হয়
 বীরভাবে পাষণ-কঠিন,

তা'হলে হে ভ্রাতৃগণ ! অপরে কি কাজ বল'

—ইহাই যথেষ্ট উত্তেজনা ।

মহৎ উদ্দেশ্য হেন —তাই কি যথেষ্ট নয়

উত্তেজিতে প্রতিকার তরে ?

কি আর বন্ধন চাই ? —সম্মিলিত রোমকেরা

• গুপ্তভাবে হয়েছে একত্র ;

উহারা দিয়াছে কথা, —নাহি হ'বে বিচলিত

তিলমাত্র ; -- আর কিবা চাই ?

সজ্জন, সজ্জন-কাছে হয়েছে বচনে বদ্ধ

—“হয় সিদ্ধি, নয় দেহ পাত ।”

পুরোহিত, ভীকুজন, সাবধানী ধূর্ত লোক,

—ইহারাই করয়ে শপথ ;

জরাজীর্ণ দুর্বলেরা, অনুতাপী পাপীজন,

—শপথ করে ত ইহারাই ।

স্বন্যায় অধর্ম বলি' যে কাজে সন্দেহ থাকে,

—শপথ করিতে হয় তাহে ।

কিন্তু এ ধর্ম-ব্রতে, অদম্য উদ্যমে এই,

করিও না কলঙ্ক অর্পণ

ঐরূপ মনে ভাবি' --আছে এই উচ্চ কাজে
শপথের কোম প্রয়োজন !

আন্তনি কুচক্রী বড় ; আর যদি পরে, বুদ্ধি
করিতে পারে নিজ শক্তি-সম্বল

তাহা হ'লে সে শক্তি প্রসারিত করি' আয়ো
কষ্ট কিছু দিতে পারে আমাদের সবে ।

এরি বিবারণ তরে আমি বলি এই কথা
—সীজার আন্তনি হোক উভয়ই নিপাত ।

ক্ষ। বেশী রক্তারক্তি হ'লে রক্ত-পিপাসুর-মত
দেখিতে হইবে এই কাজ ।

আগে করি শিরশ্ছেদ তার পর অঙ্গগুলি
একে একে চোপাইয়া কাটা'.

—সে যেন দেখানো হয় মৃত্যুর পরেও দ্বেষ,
—নহে শুধু মঙ্গল অবধি ।

দেখ বিবেচনা করি, আন্তনি সে সীজারের
অঙ্গ ছাড়া নহে আর কিছু ;

আর মোরা নাহি বধি ক্রুর কশাঘের মত,
এ মোদের যজ্ঞে বলিদান ।

মোদের এ বিদ্রোহিতা, সীজারের আত্মা-সাথে,
—রক্ত কতু না থাকে আত্মায় ।

আহা ! যদি পারিতাম পরশিতে আত্মা শুধু
না করিয়া অঙ্গচ্ছেদ তাঁর !

কিন্তু হয় ! এর তরে অবশ্য করিতে হ'বে
সীজারের উষ্ণ রক্তপাত ।

এসো মোরা দিই বলি — যাতে হয় তাহা দিয়া

দেবতাগণের অতি উপাদেয় ভোগ ;

না করি ছেদন যেন তাঁর সেই মৃতদেহ

অপবিত্র কুকুরের উপভোগ্য করি' ।

চতুর প্রভুরা যথা উত্তেজিয়া নিজ দাসে

হিংসা-কাজে, পরে তারে করয়ে ভৎসনা,

সেইরূপ হয় যেন মোদেরো হৃদয়-ভাব,

—কর্তব্য করি শুধু না দেখায়ে দেব ।

তা'হ'লে বুঝিবে লোকে —আমরা ঘাতক নহি,

কেবল জঞ্জাল মোরা করিতেছি দূর ।

এসো তাঁরে করি বধ নির্ভীক অটল ভাবে

—কিস্ত নহে নিষ্ঠুর ঘাতকের-হত ;

আর, সেই আস্তানি —ভেবোনা তাহার কথা,

কেনা জানে—সেঁতো শুধু বাহ সীজারের ;

ছিন্নশীর্ষ সীজারের বাহটির মত, সেও

না পারিবে করিবারে কারো কোন হানি ।

ক্যা । ডরি আমি তবু তারে ; কেননা, যে-অনুরাগ

বন্ধমূল তার মনে সীজারের প্রতি—

ক্র । শোনো বলি ক্যাশিয়াস্, ভেবোনা তাহার কথা,

সে শুধু করিতে পারে আপনারি ক্ষতি ।

সীজারের মৃত্যু-শোকে তাবিয়া দিবস-রাতি

অবশেষে মরিবে সে সীজারেরি তরে ;

ভাবনা অসহ্য তার ; জানি আমি বিলক্ষণ—

রঙ্গরসে সঙ্গস্থে তাহার আসক্তি ।

ট্ট। তার জন্য নাহি ভয় ; বাঁচিয়া থাকে সে যদি,
এর পরে, হাসিবে সে এই কথা ল'য়ে ।
(ঘড়িতে ঘণ্টা শ্রবণি ।)

ক্র। থামো ! ক'টা বাজে ?
ক্যাশ্যাস্ । বাজিল ঘড়িতে তিন ।

ট্ট। গৃহ-হ'তে ছাড়িবার এইত সময় ।

ক্যা। কিন্তু সে সীজার আজি বাহির হইবে কি না
—এখনো সন্দেহ মোর আছে বিলক্ষণ ।

হয়েছে সে আজ কাল বিশ্বাস-প্রবণ বড় ;
নিজ-পূর্ব্বমতের যা' সম্পূর্ণ বিরোধী

—সেই মিথ্যা সূচনায়, যজ্ঞফলাফলে, স্বপ্নে,
এবে দেখিতেছি তার অগাধ বিশ্বাস ।

এই সব অলক্ষণ, রজনীর এই সব
অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঘোর বিভীষিকা-রাশি,

দৈবজ্ঞ-বচন আর, —হয়তো দিবে না তাঁরে
আমিতে আজিকে এই পৌর-সভাগৃহে ।

ডি। সে ভয় কোরোনা কতু ; করিয়া থাকেন যদি
'এইরূপ মনে, আমি ফিরাব তাঁহারে ।

“গাছেতে ঠেকিয়া শৃঙ্গ গগণার পড়য়ে ধরা,
ভল্লুক সে ধৃত হয় দরপণ দিয়া ;

গর্ভে ধরা পড়ে হাতি, জালে ধৃত হয় সিংহ,
নর বশীভূত চাটুকারের বচনে ।”

—এই সব কথা তিনি শুনিতে বাসেন ভাল,
যদি বলি—“চাটুকার চক্ষুশূল তব,”

বলিবেন তিনি মোরে —“সে কথা বলেছ ঠিক”

—এই চাটুবাক্যে মোর আরো বেশি ভুলি” ।

তলে তলে আমি কাজ করিব তাঁহার প’রে,

—ঠিক্ দিকে লয়ে যাব তাঁর মনোগতি ; •

নিশ্চয় করিয়া আমি কহিতেছি তোমা-সবে

—লয়ে যাব আমি তাঁরে সভাগৃহ পানে ।

ক্যা । আমরা সকলে গিয়া লইয়া আসিব তাঁরে ;

ক্র । আটটার ভিতরে ;—নহে তাহাই কি সীমা ?

সিনা । সেই সে সীমার যেন না হয় ব্যত্যয় ।

মেট । জানি আমি, লিগারাস্ ক্রুদ্ধ সীজারের পরে ;

কেননা, সে একবার সভা-মাঝে যবে

পম্পের প্রশংসা করে —সীজার তখন তায়

করেছিল অতিমাত্রী তীব্র ভৎসনা ।

কি আশ্চর্য্য ! তার নাম তোমাদের কারো মনে

না হ’ল উদয়—তাই ভাবি আমি মনে ।

ক্র শোনো ওহে মেটেলাস্ ! যাও তার গৃহে তুমি,

আমারে সে বাসে ভাল বিশেষ কারণে ।

তারে তুমি মোর কাছে পাঠাও এখন গিয়া,

আমি তারে বলে-কল্পে করিব প্রস্তুত ।

ক্যা । হইল প্রভাত এবে, এখন ক্রটাস্ তবে

আমরা তোমার কাছে লইব বিদায় ।

ভাই-সব ! যাও চলি’, ভুলোনা প্রতিজ্ঞা নিজ,

—প্রকৃত রোমক বলি’ দেও পরিচয় ।

ক্র। আজিকে তোমরা সবে ধারণ করিবে মুখে
 অস্মান অবিকৃত সুপ্রসন্ন ভাব ;
 তোমাদের মুখে যেন না হয় ব্যাকত কভু
 • অস্তনিহিত গুঢ় সঙ্কল্প নিজের ।
 রোমক নটের-মত রাখিবে মুখের ভাব
 বরাবর একরূপ অক্লান্ত ভাবে ।
 বিদায় এখন তবে ।

(ক্রটাস ছাড়া সকলের প্রস্থান ।)

ওরে রে লুশ্যন্ !—ওরে !

—গভীর নিদ্রায় মগ্ন ?—নাহি ক্ষতি তায় ।
 সম্ভোগ কররে তুই বিমল সুসুপ্তি-সুধা,
 আমি নাহি দিব তাহে তিলেক ব্যাঘাত ।
 নাহি তোঁর মনোমাবে * সে সব কল্পনা-মূর্তি
 মস্তিষ্কে আইসে যাহা চিন্তার উদ্বেগে ;
 তাই তুই, এইরূপ কেমন নিশ্চিন্ত ভাবে
 গভীর নিদ্রার মাঝে আছিহু মগন !

(পোশিয়ার প্রবেশ ।)

পো। ক্রটাস্ ! হৃদয়-নাথ !

ক্র। কেন গো পোশিয়া তুমি
 উঠিলে এ অসময়ে ?—কিবা অভিপ্রায় ?
 প্রাতের এ তীব্র শীত ও-তব হৃৎকল দেহে
 লাগানো উচিত নয়, কহিহু তোমায় ।

- ক্র। শরীর অসুস্থ মোর —এইমাত্র, জেনো প্রিয়ে
অপর নাহিক কোন চিন্তাব বিষয় ।
- পো। জানি নাথ, বিজ্ঞ তুমি ! যাতে সুস্থ হও পুন
অবশ্য করিবে তুমি তাহার উপায় ।
- ক্র। করিতেছি সে উপায় ; —লক্ষ্মীটি শোওগে তুমি ;
- পো। সত্য কি অসুস্থ তুমি ?—তাই যদি হয়,
শিথিল বসন পরি', আর্দ্র প্রভাতের বায়ু
নিঃশ্বাসে গ্রহণ করা—তাই কি ঔষধ ?
- সত্য কি অসুস্থ তুমি ? তাহা হ'লে কখনো কি
সুখ-শয্যা ছাড়ি মোর, সাহস করিয়া
রজনীর সংক্রামক অবিভক্ত আর্দ্র-বায়ু
লাগাইতে গাত্রে তব রোগ-বৃদ্ধি তরে ?
- না গো না ক্রটাস্, তব এ ব্যাধি মনের ব্যাধি
—কহ মোরে, জানিবারে আমি অধিকারী ।
- ধরিয়া চরণ তব কাতরে মিনতি করি,
কহ গো আমার কাছে সমস্ত প্রকাশি' ।
- এক দিন ছিল মোর রূপের যে প্রতিপত্তি
তঁারি নামে আমি তোমা করি অনুনয়,
প্রণয়-শপথ যত পূর্বে করেছিলে তুমি,
—অনুন্নয় করি সেই শপথের নামে,
- আর, সে মহা-শপথ যাহার প্রভাবে মোরা
হুই দেহ মিশে গিয়া হইলাম এক,
সেই শপথের নামে কহ তব অন্ধাঙ্ঘরে
কেন এ বিষমতাব দেখি তব আজি ।

কহ কে-কে এসেছিল আজি রাতে তব কাছে ?
 আসিল কয়েক জন—তাহা আমি জানি ;
 —সে সব ভীষণ লোক নৈশ-আঁধারেও যারা
 নিজ নিজ মুখ সব রেখেছিল ঢাকি' ।

- ক্র। পোশিয়া লক্ষ্মীটি তুমি পায়ে পড়িয়োনা মোর ;
 পো। সাধে কি পড়িগো পায়ে, এখন যে তুমি,
 নহ সেই সোম্য-শান্ত সুধীর ক্রটাস্ মোর ;
 করেছ যে অঙ্গীকার বিবাহের কালে
 তার বলে পাব আমি আর সব অধিকার
 —শুধু তব গুপ্তকথা না পাব জানিতে ?
 মোরা যে একাত্মা দৌহে —সে কি তবে আংশিক ?
 তব সঙ্গে এক সাথে করিব ভোজন,
 সুখ-শয্যা বিছাইব, মাঝে মাঝে কব কথা,
 —এই কিগো একমাত্র মোর অধিকার ?
 তবে-কি বুঝিব আমি —তব সুখ-নগরীর,
 উপকণ্ঠে শুধু আমি করিতেছি বাস ?
 ইচ্ছার অধিক যদি নাহি হয়, তাহা হ'লে
 পোশিয়া রক্ষিতা—নহে পত্নী ক্রটাসের ।
- ক্র। তুমি ধর্ম-পত্নী মোর, এ বিষয়-হৃদয়ের
 রক্ত-বিন্দু-সম তুমি, ওগো প্রিয়তমে !
- পো। তাহা যদি সত্য হয়, তব গোপনীয় কথা
 গুনিতে আমি কি নহি পূর্ণ অধিকারী ?
 মানিলাম নারী আমি, কিন্তু সে এমন নারী
 —ক্রটাস করিল যারে পত্নীত্বে বরণ !

অনিলাম নারী আমি, কিন্তু সেই নারী জেনো
মহাকুলোদ্ভবা, পূজ্য কেটোর হুহিতা !

এ-হেন জনক বার, এ-হেন বাহার পতি
, সে কি গো সামান্য এক অবলা রমণী ?

খুলে বল' মোর কাছে গোপন-মন্ত্রণা তব,
কখনই করিব না আমি তা' প্রকাশ ।

অম ধৈর্য্যদূততার প্রমাণো দিয়াছি আমি—
উক্দেশ অস্ত্রক্ষত করিয়া স্বেচ্ছায় ;

ধৈর্য্য ধরি, সহিলু তা, —আর আমি পারিব না
ধৈর্য্য ধরি' রাখিতে এ পতির রহস্য ?

ক্ৰ । দেবতা তোমরা সবে ! এ-হেন মহত্ব-পূর্ণ
উচ্চমনা জ্ঞারত্নের যোগ্য কর মোবে ।

ওই শোনো, ওই শোনো ! কে করে আঘাত দ্বারে,
পোশিরা যাওগো চলি' ক্ষণকাল তরে ।

ক্রমশ সময়ক্রমে ও-তব হৃদয়, প্রিয়ে
মম হৃদি-রহস্যের হবে অংশভাগী ;

বলিব বুঝায়ে তোমা যে কাজে প্রবৃত্ত আমি,
বিষাদের হেতু কিবা বলিব তাহাও ।

যাও শীঘ্র, হেথা হ'তে ।

(পোশিয়ার প্রস্থান ।) লুগ্‌স ! কে ঠ্যাংলে দ্বার ?

(লিগাসিয়াসের সহিত লুগ্‌সের পুনঃ প্রবেশ ।)

লু । কোন এক রূপব্যক্তি চাহে আলাপিতে ।

ক্র। (স্বগত) মেটেলাস্ যার কথা কহিল আমার কাছে
—সে ক্যায়স-লিগারাস্ আদিয়াছে বুঝি ।
ছোঁড়া তুই যারে চলি ;

(লুথসের প্রস্থান ।)

তবে বাপু লিগেরাস্ !

কি খবর বল, আমি শুনিতে উৎসুক ।

লি। ক্ষীণকণ্ঠ-বিনিসৃত এ মোর অভিবাদন
দয়া করি মহাশয় করহ গ্রহণ !

ক্র। নির্ভীক কেয়াস্ ! তুমি আজি বাধাইলে পীড়া ?
—আহা ! যদি সুস্থকায় থাকিতে এখন !

লি। ক্রটাস্ বলেন, যদি করিতে হইবে কোন
মহাকার্য্য—তবে জেনো বেশ সুস্থ আমি ।

ক্র। সেইরূপ আছে এক মহৎ বাপার কোন,
কষ্ট যদি নাহি হয়, শোনো মন দিয়া ।

লি। রোমকদিগের পূজ্য আছেন দেবতা যত
 তাঁদের শপথ করি কহিতেছি আমি,
—নাই মোর কোন পীড়া ; রোমের প্রাণ যে তুমি,
বীরপুত্র, মহাবংশ-হ'তে সমুদ্ভূত,
—তুমি মন্ত্র পড়ি' যেন কোন ক্লিষ্ট প্রেতাগ্নারে
এ দেহ হইতে মোর করিলে বাহির ।

এবে আজ্ঞা কর মোরে, —এখনি ছুটিয়া যাব,
সাধিব অসাধ্য কাজ, বল'—কি করিব ।

ক্র। হেন কোন কাজ যাহে, অসুস্থ যে সেও সুস্থ হয় ।

লিগে । আবার, আছে যে স্তম্ভ—অস্তম্ভ কি হইবে না তার ?
 ক্র । সে কথাও ঠিক বটে ; কি কাজ—বলিব পরে
 সমস্তই তোমার নিকটে ;
 এখন যেতেছি মোরা তাঁরি কাছে যাঁর তরে
 মোদের এই কার্য উপস্থিত ।

লিগে । চল' তবে ; নবোৎসাহে প্রজ্জ্বলিত করি' হৃদি
 তোমাদের সাথে আমি করিব গমন
 —জানিনা কি কাজে ; ইহাই যথেষ্ট—মোরে
 ক্রটাম লইয়া যান ; .

ক। চল' তবে সাথে।
(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

(রোম।—সীজারের প্রাসাদশালা।)

সীজার। কি ছ্যালোক, কি ভুলোক—কেহ নহে শান্ত আজি রাতে ;
ক্যালিকর্ণি তিনবার বলি উঠে, স্বপনের মাঝে :—
“রক্ষা কর! সীজারে করিছে হত্যা”—কে আছিহু ওরে!
ভৃত্য। আজ্ঞে!

সীজার। তুই বলে' আয় — আজি যেন পুরোহিতপল।
যজ্ঞভূমে দিয়া বলি কহে মোরে ফলাফল তার। ৯
(ক্যালিকর্ণিয়ার প্রবেশ।)।

ক্যালি। কিবা তব অভিপ্রায়? —বাহির হইবে না কি? —
—আজিকে নড়িতে নাহি পাবে গৃহ হ’তে।

সীজার । যাইবে সীজার আজি ; অমঙ্গল বিভীষিকা

—তাহাদের ছিল দৃষ্টি আমার পশ্চাতে ;

সীজারের মুখামুখী যখন হইবে তারা

অস্তহিত হবে সব মুহূর্তের মাঝে ।

ক্যালি । সীজার ! কখনো আমি শুভাশুভ সূচনায়

করিনি বিশ্বাস, কিন্তু আজি পাই ভয় ।

প্রত্যক্ষ করেছি মোরা নানাবিধ দৃশ্য আজি ;

তা'ছাড়া, পাহারা-কালে রক্ষী একজন,

দেখিয়া ভীষণ দৃশ্য আমারে কহিল আসি ;

—“বিকট সিংহিনী এক প্রসবিল পথে ;

ব্যাদান করিয়া মুখ যত সব গোরস্থান

বাহির করিয়া দিল মৃতদেহগুলা ;

অগ্নিময় বীরগণ যুঝিল মেঘের মাঝে

রীতি-মত সৈন্ত-ব্যূহ করিয়া রচনা ;

মন্ত্রসভা গৃহোপরি হইল শোণিত বৃষ্টি,

যুদ্ধ-কোলাহলে নভ উঠিল কাঁপিয়া ;

হ্রেষিতে লাগিল অশ্ব ; মৃতকল্প জন লবে

রুদ্ধকণ্ঠে করিতে লাগিল আর্তনাদ ;

দানা দৈত্য ভূত প্রেত স্মৃতিষ চীৎকার করি

ছুটাছুটি করিতে লাগিল পথময় ।”

‘এ-সব সীজার ওগো ! অদৃষ্ট-অশ্রুত-পূর্ব,

সতাই ইহাতে আমি পাইয়াছি ভয় ।

সীজার । মহাশক্তি দেবতারা করিল সঙ্কল্প স্বাহা

কে করিতে পারে বল তাহার খণ্ডন ।

যা হ'বার হোক, তবু সীজার বাহির হ'বে ;

এ সকল বিভীষিকা আর অলক্ষণ

মোর তরে নহে শুধু, বিশ্বজন-হিতাহিত

• উহাতে স্মৃতিত হয় নির্বিশেষ ভাবে ।

ক্যালি । ভিক্ষুগণ মরে যবে, ধূমকেতু কভু নাহি

দেখা যায় গগনের মাঝে ;

কিন্তু যবে মরে রাজা দীপ্ত করি' উদ্ধাপিও

দেবতারাও করেন ঘোষণা ।

সীজার । ভীকুর মরণ হয় বহবার মরণের আগে ;

বীর যে—সে একবার করেমাত্র মৃত্যু আশ্বাদন ।

যতক আশ্চর্য্য আছে সব চেয়ে অধিক আশ্চর্য্য

—লোকে করে মৃত্যুভয় ; কেনা জানে এই কথা

—মৃত্যু অবশ্যস্তাবী, একদিন ঘটবে নিশ্চয় ।

(ভূত্যের পুনঃ প্রবেশ ।)

বল মোরে, কি কহিল দৈববেত্তা পুরোহিতগণ ?

ভূত্য । নড়িতে দিবে না তোমা, প্রভু ওগো, আজিকে তাহারা ;

যজ্ঞপশুটার অস্ত্র সমস্তই উৎপাটিল যবে

তবুও গেল না দেখা তাহার সে হৃদয়-প্রদেশ ।

সীজার । ভীকু জনে লজ্জা দিতে এইরূপ করেন দেবতা ;

সীজার হইবে এই পশুসম হৃদয়-বিহীন

যদি সে বন্দিয়া থাকে গৃহে আজি বিপদের ভয়ে ।

সীজার না করিবে তা' ; বিপদ সে জানে বিলক্ষণ

—সীজার বিপদ চেয়ে আরো বেশি বিপদ-জনক ।

মোরা ছুটি সিংহ-শিশু গ্রহৃত হয়েছি একই দিনে ;
 দৌহা মাঝে আমি জ্যেষ্ঠ আরো আমি অধিক ভীষণ ।
 সীজার অবশ্য আজি হইবে বাহির ;

ক্যালি

হায় নাথ !

এই ঘোর হুঃসাহসে নষ্ট হ'ল সুবুদ্ধি তোমার ;
 বাহির হয়ো না আজি ; পাও নাই ভয় তুমি,
 বোলো - আমি পেয়ে ভয় তোমারে রাখিছু আটকিয়া ;
 আস্তনিকে পাঠাইব জ্যেষ্ঠদের মন্ত্রণা-সভায় ;
 সে গিয়া বনুক সেথা —শরীর অসুস্থ তব ;
 তোমার চরণ ধরি' করি এই কাতর-মিনতি ।

সী । বনুক আস্তনি তবে —শরীর অসুস্থ আজি মোর ;
 রাখিছু তোমারি কথা, আজিকে রহিব আমি গৃহে ।

(ডিশ্যাসের প্রবেশ ।)

এই যে ডিশ্যাস্ হেথা ; ওই গিয়া দিউক সংবাদ ।

ডি । জয় হোক সীজারের ! ধুরন্ধর সিজারের জয় !
 জ্যেষ্ঠদের সভা-গৃহে তোমারে লইতে এলু আমি ।

সী । ঠিক সময়েতে তুমি আসিয়াছ বহিতে সন্দেশ ;
 বল' গিয়া তাহাদের —আজিকে যাব না আমি সেথা ।
 যদি বলি, পারিব না, মিথ্যা হ'বে মোর এই কথা ;
 আরো মিথ্যা হ'বে, যদি বলি আমি, —না হয় সাহস ।
 বাইব না আমি আজি —এই শুধু বলিও ডিশ্যাস্ ।

ক্যা । বলিও অসুস্থ তিনি ।

সী ।

সীজার কহিবে মিথ্যা কথা ?

- যে সীজার বিস্তারিল রাজ্য তার সমস্ত ধরায়,
বলিতে ডরিবে সে কি সত্য কথা জ্যেষ্ঠদের কাছে ?
বলগে তাদের ভুমি —যাইবে না সীজার আজিকে ।
- ডি । মহান্-সীজার ওগো ! বলা চাই একটা কারণ ;
নতুবা হাসিবে তারা যদি বলি শুধু ওই কথা ।
- সী । ইচ্ছাই কারণ মোর —যাইব না এইমাত্র শুধু ;
জ্যেষ্ঠগণে সন্তোষিতে জানিবে গো ইহাই যথেষ্ট ।
তব সন্তোষের তরে সমস্তই কহিব খুলিয়া
— কেন না তোমার প'রে আছে মোর প্রীতি সমধিকঃ—
ক্যালিফোর্নিয়া আজি, রাখে মোরে আটকিয়া গৃহে ;
স্বপ্নে সে দেখিল রাতে —যেন এক প্রতিমূর্তি মোর
উৎসারিছে রক্তধারা শতমুখী ফোয়ারার মত,
আর যত রোমবাসী হৃষ্টপুষ্ট সবল-শরীর
—হাসিতে হাসিতে আসি করে তাহে হস্ত প্রক্ষালন ।
তাই, দেবী ক্যালিফোর্নি এই সবে অলক্ষণ গণি',
বিপদ-আশঙ্কা করি', সকাতরে করে অনুন্নয়,
—যা'তে না বাহির হই, থাকি আজি আপন ভবনে ।
- ডি । এই স্বপ্নটির ব্যাখ্যা হইয়াছে বিপরীত মত ;
অতি শুভ এই স্বপ্ন, —ইথে হয় সৌভাগ্য সূচনা ।
এই যে মূর্তি তব উৎসারে' শোণিত শতধারে
—যাহাতে রোমকগণ করিতেছে দেহ প্রক্ষালন—
ইহাতে সূচিত হয় —মহাপুরী রোম তোমা হ'তে
নূতন জীবন পাবে —নররক্ত করিয়া শোষণ ।
আর, সব প্রধানেরা ব্যগ্র হয়ে আসিবে ছুটিয়া

লইতে সে রক্ত-চিহ্ন প্রসাদের স্মৃতি-চিহ্নরূপে ।

দেবী-দৃষ্ট স্বপনের ইহাই প্রকৃত অর্থ জেনো ।

সী । বেশ স্ননিপুণ ভাবে করিলে ইহার ব্যাখ্যা তুমি ।

ডি । বলিলে সংবাদ এক, বুঝিবে,—এ ব্যাখ্যা সত্য কি না ।

বলি তবে সে সংবাদ —হ'ল স্থির জ্যেষ্ঠ-সভামাঝে

—মহাত্মা সীজারে আজি করা হবে ভূষিত মুকুটে ।

বলিয়া পাঠাও যদি তাহাদের,—আসিবে না তুমি,

—বদলাতে পারে মত ; তা'ছাড়া যদি বা কেহ বলে,

“সভাভঙ্গ করা হোক্ যাবৎ না পত্নী সীজারের

দেখেন স্তম্ভপু নুন” —হবে তাহা অতি হাস্যকর ।

লুকান্ সীজার যদি —কবে নাকি তারা চুপি চুপি

“ওই দেখ, হইয়াছে ভয় আজি সীজারের প্রাণে” ।

মার্জনা করিবে মোরে, কহিলাম এই সব কথা

তোমা ভালবাসি বলে' ;—যুক্তি নত ভালবাসা-কাছে ।

সী । কি অলীক ভয় তব দেখ দিকি ক্যানিফর্গি এবে !

একটু টলিহু আমি—ইহাতেই লজ্জা হয় মোর ।

দাও মোর উত্তরীয়, এখনি যাইব আমি সেথা ।

(প্লুরিয়াস্, ক্রটাস্, লিগেরিয়াস্, মেটেলাস্, ক্যাস্কা, ট্রি'বোনিয়াস্,

ও দিনার প্রবেশ ।)

ওই দেখ, প্লুরিয়াস্ আসিয়াছে লইতে আমারে ।

প্লু । সীজার ! কুশল তব ?

সী । এসো গো প্লুরিয়াস্ হেথায় ।

একি ! ক্রটাস্ তুমিও উঠিয়াছ এত প্রাতঃকালে ?

ক্যাস্কা, কুশল তব ? কেইয়াস্-লিগেরিয়াস্ ওহে !

যে জ্বরে বিদীর্ণ তুমি — সে যেমন তব শত্রু ঘোর,
সীজারো নহেক তত ; ঘড়িতে সময় কত এবে ?
ক্ষ । সীজার ! বাজিল আট ;
সীজার । • এ শ্রম সৌজন্য তরে
ধন্যবাদ করি তোমা ; ওই দেখ আসিছে আস্তনি ।
(আস্তনির প্রবেশ ।)

আমোদে যে যাগে রাতি সেও আজি উঠিল সকালে ;
আস্তনি আছ ত ভাল ?
আস্তনি । সীজারে রো জিজ্ঞাসি কুশল ।
সীজার । যাত্রার উদ্যোগ কর ; দোষী আমি এ বিলম্ব-তরে ;
এই যে গো সিনা তুমি ! — এই যে মেটেলস্ ! — ট্রিবোনাস্ !
তব সাথে হ'বে কথা আজি ঘণ্টা-খানেক ধরিয়া ;
মনে যেন থাকে, তব আসিতে হইবে মম গৃহে ।
থেকো মোর কাছাকাছি—রবে মোর তা'হ'লে স্বরণে ।
ট্রিবো । সীজার ! রহিব কাছে ; (স্বগত) রহিব এতটা কাছাকাছি
খুব বন্ধু যারা তব করিবে তারাও মনে মনে
—হয় ভাল, থাকি যদি আরেকটু তোমা হ'তে দূরে ।
সীজার । এসো এসো বন্ধুগণ ! পিও কিছু সুরা মোর সাথে ;
তারপর, যাব মোরা এক সঙ্গে বন্ধুজন সম ।
ক্র । (স্বগত) দেখিবারে সম যাহা, নহে তাহা সমান আসলে
— এই কথা ভাবি যবে বিদীর্ণ হয় মোর হিয়া ।
(প্রস্থান ।)

তৃতীয় দৃশ্য ।

(রোম ; সভাগৃহের নিকটস্থ রাজপথ ।)

(একখানি পত্র পাঠ করিতে করিতে আর্টিমিডোরাসের প্রবেশ ।)

আর্টি । (পাঠ) সীজার ! ক্রটাস-সম্বন্ধে সতর্ক হইবে ; ক্যাশ্যাস-সম্বন্ধে সাবধান হইবে ; ক্যাস্কার নিকটে আসিবে না ; সিনার উপর নজর রাখিবে ; ট্রিবোনিয়াস্কে বিশ্বাস করিবে না ; ডিশ্যাস-ক্রটাস্ তোমাকে ভালবাসে না ; কেয়্যাস্ লিগোরিকাসের তুমি অনিষ্ট করিয়াছ । এতগুলি লোক—কিন্তু তাদের সবারই যেন এক মন এক প্রাণ—আর সেই মনপ্রাণ তোমারই প্রতিকূলে নিয়োজিত । যদি তুমি আপনাকে অমর জ্ঞান না কর, তাহা হইলে সতর্ক থাকিবে । বিশ্বস্ত-তাই ষড়যন্ত্রের অবসর-কাল । সর্বশক্তিমান দেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন ।

—তোমার ভক্ত

আর্টিমিডোরাস্ ।

দাঁড়াই হেথায় ; যবে
দিব তাঁরে এই পত্র
যখন ভাবিয়া দেখি
ঈর্ষ্যার দংশন কভু
পড় যদি এই পত্র
নতুবা বুঝিব, দৈব

সীজার যাবেন এই পথে,

প্রার্থীজন-আবেদনচ্ছলে ।

—এড়াইতে নারে সাধুজন

—কাদি উঠে এ মোর পরাণ ।

প্রাণ তব ব্যাচিবে সীজার !

মিলিয়াছে চক্রিগণ-সাথে ।

(প্রস্থান ।)

চতুর্থ দৃশ্য ।

(রোম । ক্রটাসের গৃহের সম্মুখে—রাজপথের অপরাংশ ।)

(পোর্শিয়া ও লুথসের প্রবেশ ।)

পো। যারে বাছা যারে তুই শীঘ্র যারে জ্যেষ্ঠসভা-গৃহে ;
চাহি না উত্তর তোর, যায়ে তুই এখনি চলিয়া ।
এখনো দাঁড়িয়ে কেন ?

লু। কি কাজ বল গো ঠাকুরাণি !
পো। কি কাজ—বলিতে ইহা লাগিবেরে যতটা সময়
তার আগে তুই যেরে সেথা গিয়া আসিবি ফিরিয়া ।
ওরেয়ে হৃদয় ! তুই দৃঢ় হয়ে থাক মোর সাথে ;
রসনা-হৃদয় মাঝে গড়ুক পর্বত-ব্যবধান !
ধরি বুদ্ধি পুরুষের কিন্তু আমি অবলা রমণী ;
কি কঠিন রমণীর গুপ্ত রাখা রহস্য-মন্ত্রণা !

লু। এখনো দাঁড়িয়ে হেথা ? কি করিতে হবে ঠাকুরাণি ?
ছুটে যাব সভাগৃহে —এইশুধু, আর কিছু নয় ?

পো। দেখিয়া আর রে তুই কেমন আছেন তোর প্রভু ।
গেছেন অসুস্থ হয়ে ; দেখিরিরে বিশেষ করিয়া
—কি করে সীজার এবে, প্রার্থী কে-কে হয় অগ্রসর ।
বাছা ওরে শোন তুই ! —ও কিসের শব্দ হয় হোথা ?

লু। আমিতো শুনিনি কিছু ;

পো। ওরে বাছা, শোন ভাল করি' ;
দাজ্ঞা-হ্যাজ্ঞামার-মত শুনিলাম যেন কোলাহল,
আর সেই শব্দ আসে জ্যেষ্ঠদের সভাগৃহ হতে ।

(আর্টহিডোরাসের প্রবেশ ।)

লু। শুনি নাই ঠাকুরাণি !

পো।

ওরে তুই আর এই দিকে !

কোথা গিয়াছিলি তুই ?

আর্ট।

নিজ গৃহে ওগো ঠাকুরাণি ।

পো। ষড়িতে বাজিল ক'টা ?

আর্ট।

ঠাকুরাণি, বাজে ন'টা এবে ।

পো। গেছেন সীজার কিরে

এতক্ষণে সভাগৃহ পানে ?

আর্ট। এখনো যান্ নি তিনি ;

আমি গিয়া দাঁড়াব সেখায়

—যখন যাবেন তিনি

সভাগৃহে সেই পথ দিয়া ।

পো। নাহি কিরে তোম কোন

আবেদন সীজারের কাছে ?

আর্ট। আছে এক ঠাকুরাণি ;

দয়া করি' শুনিলে সীজার

মিনতি করিব তাঁরে

আত্মরক্ষা-উপায় চিন্তিতে ।

পো। জানিস্ কি তবে তুই

—কেহ তাঁর করিবেক হানি ?

আর্ট। জানিনা কিছুই আমি,

তবে হয় বড়ই আশঙ্কা ।

কল্যাণ হউক তব ;

বড় সুরু পথ এইখানে ;

চলিবে যে-সব লোক

সীজারের পিছনে পিছনে

—জ্যোষ্ঠবর্গ, বিচারক

সাধারণ প্রার্থীর দল

—আমা-হেন ক্রীণজীবী

মারা যাবে তাহাদের চাপে ।

দাঁড়াইগে আমি তবে

একটুকু ফাঁকা জায়গায় ;

কহিব সীজারে, যবে

যাইবেন সেই পথ দিয়া ।

(অস্থান)

পো। ঘরের ভিতরে যাই ;	কি বিষম দুর্বল হায়
রমণী-হৃদয় ! নাথ,	দেবতারা যেন সবে মিলি
সফল করেন শীঘ্র	তোমার সে মহাব্রত আজি !
—বুঝিবা লুপ্ত হোঁড়া	শুনিল আমার এই কথা—
কুটাসের আবেদন	গ্রাহ নাহি করিবে সীমার ।
যারে শীঘ্র লুপ্তিগাম্ !	ভাল আছি বল্পে প্রভুরে,
—বলিস্ প্রফুল্ল আমি ;	উত্তরে কি বলেন কুটাস্
জানিয়া সহর তুই	আসিবিরে এখানে ফিরিয়া ॥

(সকলের প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য—রোম-সভাগৃহ ; জ্যেষ্ঠবর্গ আসীন ।

সভাগৃহাভিমুখী রাজপথে লোকের জনতা ; তাহার মধ্যে আর্টিমিডোরাস্ ও লোকজ : বাদ্যোদ্যম ; সীজার, ক্রটাস, ক্যাক্সা, ডিশাস, মেটেলাস, ট্রিবোনিরাস, সিনা, আঙ্কনি, লিপিলাস, পপিলাস, প্লুবিয়াস্ প্রভৃতির প্রবেশ ।

সীজার । আসিয়াছে মার্চের পঞ্চদশ দিন ।

দৈবজ্ঞ । এসেছে, সীজার বটে—হয়নি অতীত ।

আর্টি । জয় হোক সীজারের !—পড় এই লিপি ।

ডিশাস । ট্রিবোনিয়াসের এই আবেদনপত্র
পোড়ো অবসরে—তার বিনীত প্রার্থনা ।

আর্টি । সর্বাগ্রে সীজার ওগো ! পড় পত্র মোর ;

আছে কথা ইথে তব নিজের সম্বন্ধে,

মহান্ সীজার ! তুমি কর ইহা পাঠ ।

সীজার । মোদের সম্বন্ধে যাহা —দেখিব তা' সকলের শেষে ।

আর্টি । সীজার পড় গো ইহা —করিও না তিলান্ধ্র বিলম্ব ।

সীজার । এলোকটা ক্ষিপ্ত না কি ?

প্লুবিয়াস । যা' বেটা, সরে' যা' হেথা হতে

ক্যাক্সাস্ । রাজপথে করেকি প্রার্থনা কেহ ? —চল সভা-গৃহে ॥

(লোকজের সহিত সভাগৃহে

সীজারের প্রবেশ ।)

(জ্যেষ্ঠগণের আসন হইতে উত্থান ।)

পপিল্যাস্ । মহান্ উদ্যম তব হোক সিদ্ধ—করি এ কামনা ॥

ক্যাশাস্ । কিসের উদ্যম ওগো পপিল্যাস্ ?

পপি ।

হইহু বিদায় ।

(সীজারের নিকট অগ্রসর)

ক্র । কি কুহিল পপিল্যাস্ ?

ক্যাশাস্ ।

কার্য্যাসিদ্ধি করিল কামনা ।

প্রকাশ হইয়া গেছে

বুঝিবা মন্ত্রণা আমাদের ।

ক্র । দেখ দেখ, কি-ভাবে ও

বাইতেছে সীজার-সমীপে ;

—দেখ বেশ লক্ষ্য করি' ।

ক্যাশাস্ ।

ক্যাকা, শীঘ্র কার্য্য কর শেষ ।

বুঝিবা ঘটয়ে বাধা ;

ক্রটাস্ ! কি করি বল' এবে ।

প্রকাশ হইয়া থাকে

যদি এই মন্ত্রণা মোদের,

ক্যাশাস্ সীজার কিংবা

না ফিরিবে কোন-একজন ;

—মরিব আপন-হাতে ।

ক্র ।

হয়ো না ক্যাশাস্ বিচলিত ;

কহিছে না পপিল্যাস্

মোদের সে মন্ত্রণার কথা ;

সীজারের হাসি-মুখ

—নাহি কোন জোখের লক্ষণ ।

ক্যাশাস্ । ট্রিবোতাস্ জানে বেশ

—কখন সে কাজের সময় ।

দেখ তুমি লক্ষ্য করি

—আন্তনিকে আনিছে সরাসে ।

(আন্তনি ও ট্রিবোতাসের প্রস্থান ।)

(সীজার ও জ্যেষ্ঠগণের আসনগ্রহণ ।)

ডিশাস্ । কোথায় সে মেটেলাস্ ? এখনি সে গিয়া

দি'ক্ আবেদন' তার সীজার-সমীপে ।

ক্র । আছে সে প্রস্তুত ; তুমি

কর গিয়া পক্ষ-সমর্থন ।

সিনা । দেখ ক্যাকা তুমি-ই

উঠাবে হাত সর্ব্বপ্রথমে ।

ক্যাফা । ভাল করি' দেখ ভেবে —আছিত প্রস্তুত হবে মোরা ?

সীজার । সীজার, ও তার এই জ্যেষ্ঠ পরিষৎ আজি,

বল'—কোন্ অত্মায়ের করিবে বিচার ?

মেটেলাস-সিদ্ধার । প্রবল-প্রতাপ ওই সীজায়ের শ্রীচরণে

সিদ্ধার করিছে এই বিনীত প্রার্থনা—

(জাহ্নু পাতিয়া উপবেশন ।)

সীজার । ওরূপ করিতে আমি সিদ্ধার নিষেধি তোমা ;

মধুর-বচন, আর চরণ-লেহন

—এই হবে হয় শুধু মৃচ্ছন বিচলিত,

সীজার নহেক জেনো সে-ধাতুর লোক ।

অতিনীচ ক্ষুদ্র যারা —ওই হবে হয়ে শ্রীত

অন্যথা করিতে পারে পূর্বের আদেশ ।

এইরূপে টলাইবে সীজারের মন তুমি ?

—ভ্রাতা তব নির্দাসিত উচিত বিচারে ।

তার তরে তুমি যদি কাকুতি-মিনতি কর

—দূর করি' দিব তোমা কুকুরের মত ।

জানিবে, সীজার কারো না করে অন্যায়, কিম্বা

দণ্ড-হতে বিনা-হেতু না দেয় নিষ্কৃতি ।

মেটে । মাহি কি হেথায় কেহ —আমা-চেয়ে মিষ্টভাবে

রহিত করাতে পারে এই নির্দাসন ?

ক্র । সীজার ! এ-হস্ত তব করি আমি চুষন

—কিস্ত না চুষন করি তোষাভ্যাদ-তরে ।

এই আকিঞ্চন মোর —প্লু ব্যাস-সিদ্ধারে তুমি

নির্দাসন-হতে দীঘ দেও অব্যাহতি ।

সীজার । কহিছ ক্রটাস তুমি ?

ক্যাশাস ।

সীজার ! মার্জনা কর,

মার্জনা করহ তুমি ধুবাস-সিয়ারে ;

—ক্ষেপ, ক্যাশিয়াস পড়ে তোমার চরণ-তলে ।

সীজার । হইতাম আমি যদি তোমাদের মত,

পারিতে টলাতে মোরে ; হতে যদি পারিতাম

রূপাপ্রার্থী অপরের, তা হ'লে নিশ্চয়,

প্রার্থনাও অপরের পারিত টলাতে মোরে ;

কিন্তু জেনো, নহি আমি অপরের মত ।

আমি স্থির অবিচল ওই ক্রব-তার-সম

—স্থৈর্য্যগুণে অতুল যে গগন-মণ্ডলে ।

শোভিছে আকাশে বটে অসংখ্য নক্ষত্র-রাজি

সকলেই জ্যোতির্ময়—সবাই উজ্জল,

কিন্তু তাহার মাঝে আছে একটি শুধু

—যে রহে অচল স্থির আপন আসনে ।

সেইরূপ ধরাতেও আছে অসংখ্য জন

—রক্ত-মাংস-বুদ্ধি-বলে যাহারা সমান ;

কিন্তু তাহার মাঝে আছে জানি একজন

—যে শুধু অটলভাবে আছে প্রতিষ্ঠিত ।

সে নহে অপর কেহ —সে-আমি সীজার ; আর,

এ কাজেও তার কিছু দিব নিদর্শন ।

ছিলাম অটল আমি দিলাম আদেশ যবে

—“এখনি সে সিয়ার হউক নির্বাদিত ;”

অটল এখনো আছি সেই সে আদেশে মোর,
—সিদ্ধার সে নির্কাসিত রহিবে এখনো।

সিনা । শোনো গো সীজার !—বলি—

সীজার । যাও !—যাও হেথাহতে !

তুমি কি উঠাতে চাও অলিম্পস্-গিরি ?

ডিশ্যাস । মহান্ সীজার ওগো !—

সীজার । দেখিছ না—বুকটাস্ও

পদতলে পড়ি' করে বৃথা অমুনয় ?

ক্যাস্কা । হস্ত সবে এইবার বলুক আমার হয়ে—

(ক্যাস্কা সীজারের গ্রীবাদেশে অস্ত্রাঘাত করায়, সীজার

তাহার বাহুধারণ ; তাহার পর সীজারের প্রতি অন্য

যড়যন্ত্রদিগের অস্ত্রাঘাত—সৰ্ব্বশেষে ক্রটাসের)

সীজার । ক্রটাস ! তুমিও ?—তবে, যায় যাক প্রাণ ।

(মৃত্যু ;—জ্যেষ্ঠবর্গ ও লোকজন হতবুদ্ধি হইয়া পলায়ন ।)

সিনা । জয় ! জয় ! বল সবে, —অত্যাচারী হইল নিপাত,

দাসত্ব শুচিয়া গেল, স্বাধীন হইল সবে আজি ।

যাও ছুটি', ঘোষণা ইহা উচ্চকণ্ঠে রাজপথময় ।

ক্যাস্কা । কেহ কেহ যাও চলি' বক্তার বক্তৃতা-বেদি-পরে ।

ক্র । জ্যেষ্ঠবর্গ !—পৌরজন ! ভয় নাই, ভয় নাই কোন ;

স্থির হও, পলায়ো না ; —দৌরাশ্বেয় হ'ল প্রতিশোধ ।

ক্যাস্কা । ক্রটাস ! যাও গো তুমি বক্তৃতা-বেদির নিকটে ।

ডিশ্যাস্ । ক্যাস্কা য়াউক সেও ।

ক্র ।

কোথায় সে ন বিয়াস এবে ?

সিনা । —আছে হেথা ; এ বিদ্রোহে গিয়াছে সে হতবুদ্ধি হয়ে ।
 মেটে । দলবদ্ধ হয়ে তবে একসঙ্গে থাক কাছাকাছি ।
 ক্র । না হে না—কিসের ভয় ? প্লুব্যস ! নিশ্চিন্ত হও তুমি ।
 কেহ না তুলিবে হাত তোমা-পরে, কিম্বা অন্ত কোন
 পৌরজন-পরে ;—তুমি বুঝাইয়া বল' তাহাদের ।
 ক্যাশ্যাস । যাও চলি হেথা-হতে ; কি জানি যদি বা কোন দল
 আমাদের প্রতি করে আক্রমণ, আর যদি তাহে
 হানি কিছু হয় তবে এই ঘোর বার্কিকোর কালে ।
 ক্র । সেই ভাল ; যারা এই কাজে লিপ্ত—আমরা ব্যতীত
 আর কেহ নাহি হয় যেন এই বিপদের ভাগী ।

(টিবোনিয়াসের পুনঃপ্রবেশ ।

ক্যাশ্যাস । কোথায় আস্তনি এবে ? —তাহারত নাহি দেখি হেথা ।
 টি । পলাইয়া গিয়াছে সে নিজগৃহে হতবুদ্ধি হয়ে ।
 দ্রী পুরুষ শিশু সব একদৃষ্টে রহে তাকাইয়া,
 কভু বা চীৎকার করে, কভু পথে করে ছুটাছুটি,
 প্রলয়ের কাল যেন হইয়াছে এবে উপস্থিত ।
 ক্র । কহ শুনি হে বিধাতা এবে তব কিরূপ বিধান ;—
 ষরিব তা' জানি মোরা, কিন্তু কবে আসিবে সে দিন
 তারি তরে যত চিন্তা সবার কার থাকিতে জীবন ।
 ক্যাশ্যাস । লয় যে হরণ করি জীবনের বিশ বর্ষ কাল,
 করিলে হরণ সে-ত মৃত্যু-ভয় তত-বরষের ।
 ক্র । তা' যদি স্বীকার কর তবে-ত সে মৃত্যু হিতকাঙ্ক্ষী
 মোরা যে কমায়ে দেখি সীজারের মৃত্যু-ভয়-কাল

মোরা-ত তা' হ'লে তাঁর
 নতকায় হও সবে
 * নতকায় হয়ে সবে
 মোদের সমস্ত হাত
 সিন্ত করি' অসি তাহে
 বণিক-চক্ৰ-মাঝে ;
 মোদের মস্তকোপরি
 “হ'ল শাস্তি, হ'ল মুক্তি
 ক্যাশ্যাস । রক্তে তবে ধোও হাত ;
 কত নব-নব রাজ্যে,
 মোদের এ নাট্যরঙ্গ
 ক্র । সীজারের দেহ হতে
 কত-কত বার আরো
 সেই দেহ সীজারের
 পম্পে-প্রতিমূর্তি-তলে
 ক্যাশ্যাস । হবে তার রক্তপাথ
 —আমরা কয়েক জন
 ডিশ্যাস । সেথা কি চলিব তবে ?
 ক্যাশ্যাস ।
 ক্রটাস হবেন নেতা ;
 • অলঙ্কৃত করি' পথ
 ক্র । হুপ্ ! কে আসে হেথায় ?

হিতৈষী পরম সূহৃৎ ।
 পুরবাসী রোমক তোমরা !
 এস মোরা করি প্রক্ষালন
 তপ্ত এই সীজার-শোণিতে ;
 এস মোরা যাই সবে চলি'
 আর সেই রক্ত-অসি ঘুরাইয়া
 উচ্চকণ্ঠে এস সবে বলি :—
 —জয় জয় ! স্বাধীনতা জয় !”
 কত-কত ভবিষ্যৎ যুগে,
 কত-কত অজ্ঞাত ভাষায়,
 অভিনীত হবে পুনর্বার !
 —ওধু রঙ্গ-অভিনয়চ্ছলে—
 না জানি হইবে রক্তপাত ;
 পড়িয়া রয়েছে এবে
 অতি তুচ্ছ ধুলির-সমান ।
 যতবার বলিবে লোকেরা
 স্বাধীনতা আনিলাম রোমে ॥

হাঁ, হাঁ, চল তোমরা সবাই,
 আর, যাবে তাঁর পিছে পিছে
 যত বীর-পুরুষ রোমের ।

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ ।)

এবে দেখি ভৃত্য আস্তনির ।

ভৃত্য। আদেশিলা প্রভু মোরে :— “এইরূপ ক্রটাসের পদে
 সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি’
 —ক্রটাস উদার-চেতা,
 ভালবাসি ক্রটাসেরে,
 সীজারের প্রতি মোর
 যদি অনুগ্রহ করি’
 বলেন বুঝিয়ে মোরে
 তাহা হ’লে আস্তনি
 কভু না বাসিবে ভাল
 তাহ’লে সে ক্রটাসেরি
 তাঁর এ অপরীক্ষিত
 থাকিবে তাঁহার সাথে
 —এইরূপ প্রভু মোর
 ক্র। জানি আমি প্রভু তব
 কভু তাঁরে ভাবি নাই
 কহিবে তাঁহাকে তুমি
 বুঝাইয়া দিব তাঁরে ;
 —হইবে না কোন হানি,
 ভৃত্য। এখন যাঁইয়া আমি
 “এইরূপ ক্রটাসের পদে
 বলিবিরে এই কথাগুলি ;”
 বীৰ্য্যবান, সুবিজ্ঞ, সজ্জন ;
 যথোচিত করি শ্রদ্ধা তাঁরে ;
 ছিল ভয়, শ্রদ্ধা, ভালবাসা।
 ক্রটাস আসিতে দেন কাছে,
 —কোন দোষে সীজার নিহত
 জীবন্ত এ ক্রটাসের চেয়ে
 গতপ্রাণ সেই-সে সীজারে ;
 হইয়া সম্পূর্ণ অনুগত
 নবরাজ্যে, বিপদে আপদে,
 বিখ্যস্ত অনুচর সম।
 আদেশিলা কহিতে তোমায়।
 অতি বিজ্ঞ সাহসী রোমক ;
 তিলমাত্র ন্যূন তাহা চেয়ে ;
 আসিবারে হেথাব নির্ভয়ে ;
 আর, করি এই বাক্য দান
 ফিরিবেন অক্ষতশরীরে।
 সঙ্কে করি’ আনিব তাঁহায়।
 (প্রস্থান।)

(আস্তনির পুনঃ প্রবেশ।)

ক্র। এসো গো আস্তনি এসো !

আস্তনি।

আছ শুয়ে নিম্নভূমে ?

তুমি সেই মহান সীজার,
 —সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র এই হইব ?

বিদায় বিদায় সখা !
 কিবা তব অভিপ্রায় ;
 অপরাধী আর কেবা ;
 এই ঠিক শুভক্ষণে,
 আমারে করহ হত্যা
 যে অসি করিল পান
 এবে ওই হস্ত যাহা
 —ওই হস্তে কর পূর্ণ
 সহস্র বৎসরো যদি
 এ হেন মুহূর্ত্ত শুভ
 মরণের হেন স্থান,
 গণিব সৌভাগ্য বলি—
 আর, যত সুগ-নেতা।
 ক্র । হে আন্তুনি ! করিও না
 মোদের এ কার্য্য হেরি'
 সহসা ভাবিতে পার
 কিন্তু না দেখিতে পাও
 —সে যদি দম্বার্ড অতি ;
 সমস্ত দেশের দুঃখ
 (অনলে অনল যথা
 ধার-হীন অকর্ণ্য
 না ধরে মোদের বাহ
 লাজ্জাবে, বন্ধুভাবে,
 করিতে তোমা

নাহি জানি মহাশয়গণ
 —আর কার হবে রক্তপাত,
 আমি যদি হই সেই জন,
 সীজারের শুভমৃত্যুকালে,
 ভাগ্যবান ওই অসি দিয়া
 সর্বোত্তম রক্ত ধরা-মাঝে ।
 সদ্যাক্ত-রক্তে রক্তময়
 তোমাদের মনের বাসনা ।
 বাঁচি আমি, তবু না পাইব
 —শুভদিন মরিবার তরে ।
 হেন মৃত্যু-সাধন-উপায়
 যদি মরি সীজারের পাশে,
 বাছা-বাছা মহাআর হাতে ।
 মৃত্যু-ইচ্ছা মোদের নিকটে ;
 —হেরি' এই রক্তমাখা হাত,
 মো-সবারে ষাতক নিষ্ঠুর ;
 তুমি এই হৃদয় মোদের ;
 এ কার্য্য করেছি মোরা
 অভ্যাচারে হইয়া কাতর ;
 —দয়াতেই দয়া হয় দূর)
 এই অসি তোমার সম্মুখে ;
 প্রতিহিংসা-বিদ্বেষের বল ;
 অমুরাগ-শ্রদ্ধা-সহকারে
 প্রস্তুত, এ হৃদয় মোদের

ক্যা। উপাধি-মান-সম্মত

তব মতামত হবে

ক্র। এবে শুধু ধৈর্য্য ধরি'

যাবৎ না পারি মোরা

—আতঙ্কে বিহ্বল যারা ;

কহিব, কি হেতু আমি

—সেই আমি—ছিল যার

আ। তব বিবেচনা-পরে

দেও এবে তোমাদের

প্রথমে ক্রটাস, আমি

তারপর ক্যাশিয়াস ;

এইবার মেটেলাস ;

সাহসী ক্যাস্কা তুমি ;

—শেষ, কিন্তু নহ লেশ

সবাই সম্ভ্রান্ত অতি—

আর কি আছে মোর

এখন তোমরা কভু

—হয় ভীক, নয় নীচ

সীকার ! সত্যই আমি

তোমার প্রেতাত্মা যদি

—তব শব-পার্শ্বে আমি

লইতেছি নিজহাতে

পাবে না কি তুমি তাহে

বতগুলি অস্ত্র-কত

পদমৰ্য্যাদার বিতরণে

অস্ত্র-সম সমান প্রবল ।

থাকো তুমি ক্ষণকাল-তরে,

প্রশমিতে এ মহা-জনতা

তার পর তোমার নিকটে

করলাম এ কার্য্য ভীষণ,

ভালবাসা বধিবারো কালে ।

নাহি মোর তিলেক সংশয় ;

প্রত্যেকের রক্তমাথা হাত ;

তব হস্ত করিব গ্রহণ ;

এইবার ডিঙল তোমার ;

—সিনা তব; এইবার এসো

ট্রিবোনাস সকলের শেষ;

কম প্রিয় অন্য-সবা চেয়ে ;

কিন্তু হায় ! কি কহিব আমি ?

প্রতিপত্তি তোমাদের কাছে ?

ভালভাবে না দেখিবে মোরে ;

তোষামোদী বলিবে আমায় ।

তোমাতে যে বাসিতাম ভাল ;

আসি' এবে করে দরশন,

মিত্রভাবে—শান্তি-সুখ-কামে,

রক্তমাথা শত্রুদের হাত,

মৃত্যু-চেয়ে অধিক বাতনা ?

রহিয়াছে ও-তব শরীরে

ততগুলি অঁাখি যদি
তাহা হতে অশ্রুধারা
বহিয়া বাইত বেগে,
—এ মৈত্রী-বন্ধন চেয়ে
মার্জ্জনা করিবে সখা !
আত্মরক্ষি-মৃগ-সম ;
আর হেথা এই সব
রঞ্জিত হইয়া ওই
জগৎ ! তুমিই ছিলে
আর ও-হৃদয় ছিল
হেথা তুমি মৃগসম
নিহত হইয়া আহা

ধাকিত আমার, আর যদি
ক্ষত-ক্ষত-রক্তধারা-সম
হ'ত তবে মোর যোগ্য কাজ ;
সুশোভন হ'ত সমধিক ।
রুধিয়া দাঁড়ালে হেথা
হেথায় পড়িয়া গেলে ভূমে ;
ব্যাধগণ আছে দাঁড়াইয়া
শিকারের লোহিত শোণিতে !
এ হেন মৃগের বনভূমি ;
সমস্ত জগতের হৃদি ;
শতনৃপতির অস্ত্রাঘাতে
আছ শুয়ে অতি দীনভাবে ।

ক্যাশাস । শোনো বলি আস্তনি !—

আস্তনি ।

সীজারের শত্রু যারা
একথা বন্ধুর মুখে
বরঞ্চ নাহিক ইথে

মার্জ্জনা করিবে তুমি মোরে ;
তারাও বলিবে এইরূপ ;
একটুও নহেক অধিক ;
আলাময় যথেষ্ট আবেগ ।

ক্যাশাস । এইরূপ স্তুতিবাদ

দুখি না তোমায় আমি ; কেবল জিজ্ঞাসি এই কথা
—কি ভাবে মিলিতে চাও তুমি এবে মোদের সহিত ?

চাহ কি গণিত হ'তে
কিস্বা মোরা যাব চলি

আমাদের বন্ধুগণ-মাঝে,
তোমা-পরে না করি নির্ভর ?

আস্তনি । আমি-ত লইয়াছি

কিন্তু দেখিলাম যবে

বন্ধুভাবে হস্ত তোমাদের ;
সম্মুখে এ সীজারের দেহ

—হইলাম বিচলিত,
ভালবাসি সবারেই;
বলিবে তোমরা মোরে
ভুগ্নানক লোক বলি’

ক্র। তা যদি না ভাবিতাম
কিন্তু আছে আমাদের
পুত্র-ও হইতে যদি
গুনিয়া মোদের কথা

আন্তনি। তাই শুধু চাই আমি;
যেন এই মৃতদেহ
তথায় বলিব কিছু

ক্র। অবশ্য হইবে তাহা

ক্যাশ্যাস। ক্রটাস! শোনোগো বলি—

বন্ধু মোর সবাই তোমরা,
শুধু আছি এই আশা-ভরে,
—কি হেতু কিসের লাগিয়া
ঠাহরিলে তোমরা সীজারে।
নিষ্ঠুর হইত এই কাজ।
হেন ন্যায্য স্নসঙ্গত হেতু,
সীজারের তুমি গো আন্তনি,
ন্যায্য বলি’ করিতে স্বীকার।
আর, আমি করি এ প্রার্থনা,
নীত হয় বণিক-চক্রে,
বন্ধুভাবে অন্ত্যেষ্টির কালে।
যাহা তুমি করিছ প্রার্থনা।

(চুপি চুপি ক্রটাসের প্রতি)
—বুঝিছ না কি-করিছ তুমি!

আন্তনি কহিবে কথা
ক্রটাস, জাননা তুমি
জনসামান্য সবে

ক্র। ও কথা কি বলিতেছ-
বলিব প্রথমে, কেন
আন্তনি বলিবে যাহা
মোদেরি সম্মতি লয়ে
অন্ত্যেষ্টির অনুষ্ঠান
এই কাজে লাভ বই

দিওনা তোমার মত তাহে;
কতটা হইবে বিচলিত
আন্তনির গুনিয়া বক্তৃতা।
অমিই উঠিয়া বেদি-পরে
বধিলাম সীজারে আমরা।
—করিব তাহার প্রতিবাদ;
বলিতে সে পারিবে সেখান;
সমস্তই হবে বিধিমতে;
কোন ক্ষতি নাই আমাদের।

ক্যাশাস । (চুপি চুপি ক্রটাসের প্রতি ।)

কি জানি কি ঘটে তার —মোর কিন্তু লাগিছে না ভাল ।

ক্র । আস্তনি যাওগো লয়ে সীজারের এই মৃতদেহ ;
 অস্ত্যেষ্টির বক্তৃতায় মোদের দুঃখিত নাহি পাবে,
 যত ইচ্ছা, সীজারের গুণ শুধু করিবে কীর্তন ;
 বলিবে—কহিছ কথা আমাদেরি অনুমতিক্রমে ;
 নতুবা এ অস্ত্যেষ্টিতে কোন হাত থাকিবে না তব ।
 যে বেদিতে উঠি আমি প্রথমে করিব সম্ভাষণ,
 তুমিও সেথায় গিয়া কহিবে, আমার হ'লে শেষ ।

আস্তনি । আচ্ছা তাই হবে ; আমি নাহি চাই ইহার অধিক ।

ক্র । যাই মোরা ; তুমি এসো শব লয়ে মোদের পশ্চাতে ।

(আস্তনি ব্যতীত আর সকলের প্রস্থান ।)

আস্তনি । হা ! সীজার ! তুমি এবে শোণিতাক্ত মৃৎপিণ্ড সম ।

কম' সখা !—করিতেছি এই সব কশায়ের সাথে
 হেন নম্র ব্যবহার ; অতীত মহাত্মাগণ-মাঝে
 সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলে তুমি ; দিক্ ! সেই হস্ত কলঙ্কিত
 যে করিল এ অমূল্য ছল ভ দেহের রক্তপাত ।
 তব অস্ত্রক্ষতগুলি খুলিয়া রক্তিম ওষ্ঠ নিজ
 অনুন্নয় করে মোরে নির্ঝাক্ নীরব ভাষায়
 —যেন ও রসনা মোর মর্ম্মব্যথা কহে তাহাদের ।
 এই শোন শোন তবে করি আমি ভবিষ্যদ্বাণী ;
 —দেবতার অভিশাপ পড়িবে সে চক্রিদল-পরে ;
 সমস্ত ইতালি দেশে গৃহযুদ্ধ বাধিবে বিষম ;
 রক্তারক্তি হত্যাকাণ্ডে, আর সব ভীষণ ব্যাপারে,

দেশের সমস্ত লোক	অভ্যন্ত হইবে এমনি
—জননীরা হাসিমুখে	দেখিবে কোলের শিশু
অজ্ঞাধাতে ছিন্নভিন্ন	নিদারুণ ভীষণ সংগ্রামে ;
দয়্যুমায়া যাবে সব	—নৃশংসতা হবে প্রচলিত ।
সীজারের প্রেত-আত্মা	—উন্নত প্রতিশোধ লাগি—
যমদূত সঙ্গে করি’	সদ্য আসি’ যমপুরী-হতে,
দাঁড়ায়ে সীমান্তদেশে	রাজকণ্ঠে দিবেন আদেশ ;
—“হোক্ সব ছারখার”	এই বলি’ দিবেন ছাড়িয়া
যুদ্ধের পিণ্ড যত ;	অমনি হত্যাকাণ্ডে ধরা
আচ্ছন্ন হইয়া যাবে ;	রাশি রাশি মৃতদেহ-হতে
পুতিগন্ধ বাহিরিয়া	পরিব্যাপ্ত হইবে আকাশে ;
শবগুলা করিবেক	আর্তনাদ কবরের তরে ।

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ ।)

অক্টোভাস সীজারের	ভৃত্য বৃদ্ধি তুই ?
ভৃত্য ।	তাই বটে ।
আন্তনি । সীজার লিখিল পত্র	ঐহারে আসিতে রোমপুরে ।
ভৃত্য । পাইয়া সে পত্র তিনি	আসিছেন সস্তর হেথায় ;
আর তিনি বলিলেন	—এই কথা তোমারে জানাতে ।
(সীজারের মৃতদেহ দর্শন করিয়া ।)	
হা ! সীজার !	
আন্তনি ।	দেখিতেছি বন্ধ তোর উদ্ভিদ্ধাছে ভরি
একটু বিরলে গিয়া	প্রাণ খুলি’ কদ অক্ষপাত ।

শোকাবেগ সংক্রামক ; তব নেত্রে অশ্রুবিন্দু হেরি'
ভরিয়া উঠেছে জলে মোরো এই নয়ন-যুগল ।
আসিছেন প্রভু তব ?

ভৃত্য ।

আজি রাতে থাকিবেন তিনি

কোনো স্থানে—রোম-হতে দশকোশমাত্র ব্যবধান ।

আন্তনি । সত্বর ফিরিয়া যাও

—বল' গিয়া যা' ঘটিল হেথা ;

বল,' রোম শোকাচ্ছন্ন,

রোম এবে ভয়ঙ্কর স্থান,

নিরাপদ নহে রোম

এখনো সে সীজারের তরে ;

যাও শীঘ্র-হেতা-হতে

—না, না, না, দাঁড়াও একটুকু ;

যাবৎ না লগ্নে যাই

মৃতদেহ বণিক-চত্বরে

চলিয়া যেওনা তুমি ;

ওই সব রক্ত-পিশাচের

বুশংস আচরণ

কি ভাবে গ্রহণ করে সবে

—স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়া

জানাইবে সমস্ত তাঁহার ।

এসো তবে লগ্নে যাই

সীজারের এই মৃতদেহ ;

একটু লাগামে হাত

তুমিও সাহায্য কর মোরে ।

(শব লইয়া প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় দৃশ্য রোম, বণিক-চত্বর ।

(একদল পৌরজনের সহিত ক্রটাস ও ক্যাশাসের প্রবেশ ।)

পৌরজন । আমরা বুঝিতে চাহি,— তাল করি' চাহি বুঝিবারে

ক্রে । এস তবে বন্ধুগণ !

শোনো 'আসি' বক্তব্য আমার ।

ক্যাশিয়াস ! যাও তুমি অত্র রাজপথে ;—সেথা গিয়া

বিভাগ করিয়া দেও

যত সব জনতার লোক ।

যাহারা শুনিতে চায় মোর কথা, তারা থাক্ হেতা ;
 আর যারা ইচ্ছা করে ক্যাশাসের কথা শুনিবারে,
 তারা যাক্ তার সাথে ; কি কারণে সীজার নিহত
 সমস্ত হইবে ব্যক্ত প্রকাশে লোকের সমীপে ।

প্রথম পুরবাসী । আমি চাহি শুনিবারে ক্রটাসের কথা ।

দ্বিতীয় । আমি শুনিবারে চাই—ক্যাশাস কি বলে ;
 তাহ'লে পারিব মোরা মিলায়ে দেখিতে
 উভয়েরি হেতুবাদ—শুনিয়া দৌহারে ।

(কতিপয় পৌরজন-সহ ক্যাশাসের গ্রন্থান ।)

(বক্তৃতা-স্থানে ক্রটাসের প্রবেশ ।)

তৃতীয় । চূপ্ ! চূপ্ ! উঠেছেন ক্রটাস বেদিতে ।

ক্র । শেষ পর্য্যন্ত যেন থাকে ধৈর্য্য তব ।

রোমকগণ, ভ্রাতৃগণ, বন্ধুগণ !

আমার যা' বক্তব্য তোমরা শোনো ; আর যদি শুনতে
 ইচ্ছা কর—সকলে নিস্তব্ধ হও । আমার সততায় তোমরা
 বিশ্বাস কর ; আর যদি বিশ্বাস কর্তে চাও—আমার কথায়
 শ্রদ্ধা স্থাপন কর । আমার কার্য্যের ভালমন্দ তোমরা বিচার
 কর ; আর যদি সুবিচার কর্তে চাও—তোমাদের বুদ্ধিকে
 সজাগ রাখো ।

উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যদি এখানে সীজারের কোন
 প্রিয়বন্ধ থাকেন, আমি তাঁকেই বল্চি—সীজারের প্রতি
 ক্রটাসের যে ভালবাসা—সে ভালবাসা তাঁর-চেয়ে কোন
 অংশেই কম নয় । তাতে যদি সেই বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন,—

কেন তবে ক্রটাস সীজারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন ?—তার উত্তর এই :—আমি যে সীজারকে কম ভালবাসতাম তা'নয়—আমি ভালবাসি রোমকে আরো অধিক । তোমরা কি ইচ্ছা কর, শুধু সীজার জীবিত থাকে, আর অন্যেরা দাসত্ব করে' মরে,—না, বরং সীজারের মৃত্যু হয়, আর অন্য সকলে স্বাধীনভাবে জীবনধারণ করে ?

সীজার আমাকে ভালবাসতেন,—আমি তাঁর জন্য অশ্রুপাত করি ; তিনি সৌভাগ্যবান ছিলেন,—আমি তাঁকে সম্মান করি ; কিন্তু তিনি রাজত্বলোলুপ আত্মস্তুরী ছিলেন, তাই আমি তাঁকে বধ করেছি । অশ্রু—ভালবাসার জন্য ; আনন্দ—সৌভাগ্যের জন্য ; সম্মান—বীর্যের জন্য ; আর মৃত্যু—তাঁর সেই সর্বগ্রাসী আত্মস্তুরিতার জন্য ।

কে আছে এমন নীচ এখানে, যে দাস হতে ইচ্ছা করে ?—যদি কেহ থাকে বলুক ;—তার কাছে আমি অপরাধী । কে আছে এমন অসভ্য এখানে, যে রোমক হতে ইচ্ছা না করে ?—যদি কেহ থাকে, বলুক ;—আমি তার কাছে অপরাধী । কে আছে এমন নরাধম এখানে, যে আপনার দেশকে ভাল না বাসে ?—যদি কেহ থাকে, বলুক ;—আমি তার কাছে অপরাধী । প্রত্যাশার অপেক্ষায় রইলেন ।

পৌরজন । কেহ না, ক্রটাস, কেহ না ।

ক্র । তাহ'লে কারও কাছে আমি অপরাধী নই । আমি সীজারের প্রতি ষে রূপ আচরণ করেছি, তোমরাও ক্রটাসের প্রতি ঠিক সেইরূপ আচরণ করতে পারতে । তাঁর মৃত্যুর

হেতুবাদ, পৌরসভার কার্যাবিরণীতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে ।
যে বিষয়ে তাঁর যোগ্যতা ছিল, তার কিছুমাত্র লোপব করা
হয় নি, কিংবা যে দোষের জন্য তাঁর মৃত্যু হ'ল, তাও
কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় নি ।

(সীজারের মৃতদেহ লইয়া আস্তানি প্রভৃতির প্রবেশ ।)

এই যে, শোকার্ত আস্তানি সীজারের মৃতদেহ নিয়ে এখানে
উপস্থিত । যদিও এই মৃত্যুতে আস্তানির কোন হাত ছিল
না, তবু এর যা' শুভফল, তা' তিনি সন্মতই ভোগ করতে
পাবেন ; আমাদের এই সাধারণতন্ত্রের মধ্যে, তাঁরও জন্য
একটা পদ নির্দিষ্ট থাকবে । আর, তোমাদের কার জন্যই
বা না থাকবে ? এখন এই শেষকথাটি বলে' আমি এখন
এখান হতে বিদায় হই :—রোমের হিতের জন্যই আমার
প্রিয়তম বন্ধুকে আমি হত্যা করেছি । যে ছুরিকা সীজারের
হৃদয় বিদ্ধ করেছে, সেই ছুরিকাই আমার নিজের জন্য
রক্ষিত । যদি কখন আমার দেশ, আমার মৃত্যু আবশ্যক
বলে' মনে করে, তখন সেই ছুরিকা দিয়েই আমার নিজের
হৃদয় বিদ্ধ করব ।

পৌরজন । বেঁচে থাকো ক্রটাস—বেঁচে থাকো—বেঁচে থাকো ।

১ম পুরবাসী । এসো আমরা জয়জয়কার ক'রে, ক্রটাসকে বাড়ী
পৌছে দি ।

দ্বিতীয় । যেখানে ওঁর পূর্বপুরুষের প্রতিমূর্তি আছে, এসো সেই
খানে আমরা ওঁরও একটা প্রতিমূর্তি রেখে দি ।

তৃতীয় । উনিই আমাদের সীজার হোন ।

চতুর্থ । সীজারের যা'কিছু ভালগুণ ছিল সমস্তই ক্রটাসে আছে,
মুকুটটা ওঁরই মাথায় পরিয়ে দেওয়া যাক্ ।

প্রথম । জয়জয়কার করতে করতে ওঁর বাড়ীতে আমরা ওঁকে
নিম্নে যাই চল ।

ক্রটাস্ । ভাতৃগণ !

দ্বিতীয় । চুপ্ ! চুপ্ ! ক্রটাস্ কি বলচেন শোনো ।

প্রথম । আরে, তোমরা চুপ কর না ।

ক্রটাস্ । ভাতৃগণ ! একা আমি করিব প্রস্থান হেথা হতে ;
সীজারের মৃতদেহ, আর তাঁর স্তাবক আস্তানি
—এ দৌহার কাছে থাকি' অলঙ্কৃত কর এই স্থান
তোমরা সকলে ;—আমি করি এই অমুনয় এবে ।
বজ্জতা করিতে মোরা আস্তানিরে দিয়াছি সম্মতি ;
যাবৎ না আনুতনি বজ্জতা করেন সমাপন
আমি ছাড়া একজনো যেন নাহি করয়ে প্রস্থান,
— এই এ মিনতি মোর ।

১ম পুরবাসী ।

থাকো সবে, শুনিব আমরা

মার্ক আস্তানির কথা ।

তৃতীয় ।

উঠুন আস্তানি বেদি-পরে ;

শুনিব তাঁহার কথা ;—

ওঠো তুমি মহাত্মা আস্তানি ।

আস্তানি । ক্রটাসের জন্য আজি

লভিহু এ অমুগ্রহ তব ।

(বেদীর উপরে আরোহণ ।)

চতুর্থ । ক্রটাসের নামে এবে

কি বলেন উনি ?

তৃতীয় ।

কহিছেন,—

—ক্রটাসের জন্য উনি

লভিলেন এই অমুগ্রহ ।

চতুর্থ । না যেন বলেন উনি কোন কথা ক্রটাস-বিরুদ্ধে ।
প্রথম । এই এ সীজার ছিল —জানি মোরা বড় অত্যাচারী ।
তৃতীয় । আছে কি মন্দেহ তার ? —গেছে চলি রোমের কণ্টক ।
দ্বিতীয় । চূপ সব ! শোনা যাক কি কহেন স্বপক্ষে আস্তনি ।
আস্তনি । সৌম্য রোমকগণ !

পৌরজন । চূপ !—চূপ—চূপ সব ! শোনা যাক কি বলেন উনি ।
আস্তনি । বন্ধুগণ ! ভ্রাতৃগণ ! কৃপা করি' কর অবধান ।

আসিয়াছি আমি হেথা সীজারের অস্ত্রোষ্টির তরে,
—নহে স্ততির উদ্দেশ্যে ; মাহুঘের যা' কিছু হুকুতি
—ধাকি যায় পরে ; কিন্তু বাহা কিছু স্মৃতি তাহার
বিলীন হইয়া যায় চিত্তভঞ্জে তার সাথে-সাথে ।

সীজার সে আত্মন্তরী ! সত্য হ'লে মহা দোষ বটে ;
মহৎ দণ্ডও তিনি ভুঞ্জিলেন দেই অপরাধে ।

এহু আমি ক্রটাসের —সকলের—অমৃতিক্রমে
আর এই ক্রটাস ইনি একজন মহাশয় লোক ;
(কেবল ক্রটাস কেন— সকলেই মহাশয় লোক !)

এহু হেথা বলিবারে সীজারের অস্ত্রোষ্টির তরে ।
সীজার ছিলেন মোর বিশ্বস্ত স্তব্ধ, ন্যায়বান ;
ক্রটাস বলেন কিন্তু আত্মন্তরী ছিলেন সীজার ;
—আর, এ ক্রটাস ইনি একজন মহাশয়-লোক !

সীজার আনিলা রোমে কত বন্দী দেশান্তর হতে
—যাহাদের মুক্তিপণে গেল ভরি' রোমের ভাণ্ডার ।
ইহাতে কি মনে হয় —ছিলেন সীজার আত্মন্তরী—

কাঁদিলে দরিদ্রজন
 আত্মন্তরী, গঠিত সে
 ক্রটাস্ বলেন তবু
 বলিতে পারেন তিনি
 দেখেছ সবাই, আমি
 মুকুট দিলাম তাঁরে
 দিলেন তা' সরাইয়া ;
 ক্রটাস্ বলেন তবু
 ক্রটাসের কথা আমি
 আমি আসিয়াছি হেথা
 পূর্বে-তু তোমরা সবে
 —আর, নহে অকারণে ;
 আজি সীজারের তরে ?
 অবিচার গেছ তুমি
 —মানুষের বুদ্ধিগুচ্ছ
 মার্জনা করিবে মোরে
 আছে এবে সীজারের
 যাবৎ না আসে ফিরে
 ১ম পুরবাসী । মনে হয় অনেকটা
 দ্বিতীয় । এ বিষয় ভালরূপে
 —অন্যায় হয়েছে বড়
 তৃতীয় । বলেন কি ?—হয় নাই ?
 আসিবে উহার স্থানে

সীজার করিত অশ্রুপাত ;
 এ-চেয়ে কঠোর উপাদানে ।
 আত্মন্তরী ছিলেন সীজার ।
 —তিনি অতি মহাশয় লোক ।
 লুপার্কাস্-উৎসবের দিনে
 তিনবার,—তিনবারই তিনি
 —একেই কি আত্মন্তরী বলে ?
 সীজার ছিলেন আত্মন্তরী ।
 আসি নাই করিতে খণ্ডন,
 বলিবারে সত্য যাহা জানি ।
 বড়ই বাসিতে ভাল তারে,
 কি হেতু না কর তবে শোক
 হায় হায় ! এই কি বিচার ?
 পলাইয়া পশুর হৃদয়ে,
 সমস্তই হইয়াছে লোপ ।
 —শোক-তপ্ত এ মোর হৃদয়
 শবাধারে সীজারের সাথে ;
 ক্ষণতরে করিব বিরাম ।
 আছে যুক্তি উহার কথায় ।
 দেখ যদি বিবেচনা করি,
 জুলিয়াস সীজারের প্রতি ।
 খুবই হইয়াছে ; মনে হয়
 কোনো লোক আরো

অত্যাচারী ।

চতুর্থ। শুনেছিলে সে কথাটা ? —সীজার না লইল মুকুট।
 তাই বলি, কখনই আশ্চর্য্যরী ছিলেন না তিনি।
 প্রথম। তাহ'লে কেহ-না-কেহ অবশ্যই এর জন্য দায়ী।
 দ্বিতীয়। দেখ; দেখ,—বেচারীর আঁখি রাঙা কাঁদিয়া-কাঁদিয়া।
 তৃতীয়। অমন মহাত্মা আর নাহি রোমে আস্তানির মত।
 চতুর্থ। ওই শোন !—ওই শোন ! আবাব কি কহিছেন উনি।
 আস্তানি। এইত সেদিন মাত্র —যবে সীজারের বাক্য

সগর্বে মস্তক তুলি' থাকিত দাঁড়ারে

সর্বজগৎ-বিরুদ্ধে ; আর কিন্ন তিনি আজি

আছেন পড়িয়া, কেহ না করে সম্মান !

শোনো মহাশয়গণ ! হ'ত যদি ইচ্ছা মোর

উত্তেজিতে মন তব বিদ্রোহের দিকে,

তাহা হ'লে করিতাম বড়ই অনিষ্ট আমি

ক্রেটাস্ ও ক্যাশিয়াস—উভয়ের প্রতি।

জান-ত তোমরা সবে ক্রেটাস্ ও ক্যাশিয়াস

হুজনেই তাঁরা অতি মহাশয় লোক।

তাঁদের অনিষ্ট কোন চাহিনা করিতে আমি ;

বরঞ্চ করিব আমি অনিষ্ট নিজের,

—এমন কি—তোমাদেরো, —তবু না করিতে চাহি

অনিষ্ট তাঁদের দ্বারা মহাশয় লোক।

কিন্তু দেখ, এই হেথা একটি শাসন-পত্র,

—সীজারের নাম বাহে আছে মুদ্রাক্রিত ;

পাইবু তাহার কক্ষে এই দানপত্রখানি ;

পৌরজন শুনে যদি মরম ইহার

(শুনাতে চাহিনা কিন্তু —মার্জনা করিবে মোরে)

ছুটিয়া আসিয়া তারা, অন্ধকতগুলি

করিবে চুষন, আর ডুবাইবে আপনার

বসন-অঞ্চল সেই পুতরক-নীরে ;

পাইলে একটি কেশ স্থিতি-চিহ্ন-তরে, তাও

ষাচিয়া লইবে তারা আগ্রহ করিয়া ;

আর নিজ-মৃত্যুকালে দানপত্রে দিয়া যাবে

উত্তরাধিকার-স্বত্রে নিজ-বংশধরে ।

৪র্থ পুর । পড় ওই দানপত্র —দানপত্র পড়গো আস্তনি ।

পৌরজন । দানপত্র !—দানপত্র !— শুনিব ঐ দানপত্র মোরা ।

আস্তনি । বহুগণ ! ধৈর্য্য ধর ; পড়িও না আমি উহা

তোমাদের কাছে ;

সীজার যে তোমাদের কত ভালবাসিতেন

—না জানাই ভাল ।

তোমরা-ত কাজ নও, তোমরা পাষণ নও,

তোমরা মানুষ ; আর মানুষ হইয়া

শুনিলে সে দানপত্র মাতিয়া উঠিবে তাহে

—পাঞ্চল করিয়া দিবে তোমাদের সৰ্ব্ব ।

তোমরা যে সীজারের উত্তরাধিকারী, তাহা

না জানাই ভাল ;

কেননা, জানিলে তাহা কি বিবম কাজ হকে

শিহরি ভাবিলে ।

৫তম পুর । পড় ওই দানপত্র—চাহি উহা শুনিতে আমরা ।

পড়িয়া শুনাও তুমি সীজারের দানপত্রখানি ।

আন্তনি । রহিবে কি ধৈর্য্য ধরি ?— একটু কি হবে ক্ষান্ত ?

—বলিয়া ফেলেছি আমি অধিক স্বাক্ষর ;

না বলিলে ছিল ভাল ; ভয় হয় পাছে এই

‘মহাশব্দ-লোকদের হয় কোন ক্ষতি,

—সেই সে মহাত্মা সব বধিল সীজারে ঘারা

শুশ্রূষা দিয়া ; সত্য, ডরি আমি তাই ।

চতুর্থ। ভারি মহাশয়লোক !— বিশ্বাসঘাতক তারা হবে।

পৌরজন । দানপত্র—দানপত্র— দানপত্র শুনাও মোদের ।

দ্বিতীয় : পাশও পামর তারা— দানপত্র—পড় দানপত্র ।

আন্তুনি । তবে কি এ দানপত্র নিতান্তই হইবে পড়িতে ?

তাহ'লে দাঁড়াও ঘিরি এ মৃতদেহের চারিধারে,

দেখাইব তোমাদের —যে করিল দানপত্রখানি।

আমি কি নামিব নীচে ? অনুমতি দিবে কি আমায় ?

পৌরজন । আইস নামিয়া তুমি ।

দ্বিতীয় । নামিন্না আইস তুমি নৌচে !

(আন্তর্নির অবতরণ ।)

তৃতীয় । অনুমতি দিন মোরা ।

চতুর্থ। দাঁড়াও ঘিরিয়া চারিধারে ।

প্রথম। অতটা ঘাসনে ঘেঁনি'— শব-হতে থাক কিছু দূরে।

দ্বিতীয়। আস্তনিরে স্থান দেও— দাঁড়াবেন মহাত্মা আস্তনি।

আন্তনি । ঠেলিয়া এসোনা অত, একটুকু থাকহ তকাতৈ।

পৌরজন । পিছু হটি ধাও তবে ; যাও সরি'—দেও ছাড়ি স্থান

আস্তুনি । বিশ্বমাত্র অশ্র যদি থাকে তব নেত্রমাবে,

—অশ্রুপাত করিবার এই এ সময়।

তোমাদের পরিচিত এই সেই উত্তরীয় ;

আমার স্মরণ হয়—যে দিন প্রথমে
করিলেন পরিধান ; —পরাভবি’ “নক্সি”দের
পরেন শিবিরে ইহা সায়াক্কালে ।

দেখ, এই স্থান দিয়া গেছে ক্যাশ্যাসের ছোরা ;
কি বিষম চৌর হেথা করিল ক্যাফা ;

ক্রটাস ছিল যে অতি সীজারের প্রিয়-পাত্র
—গিয়াছে তাহার ছোরা এইখান দিয়া ।

সেই কাল-অগ্নি যবে বক্ষ হতে করিলেন
টানিয়া বাহির—ঝরিল রুধির বেগে ;

যেন সেই রক্তধারা দেখিতে বাহির হ’ল
—সত্য ক্রটাসেরি কিনা এ ক্রুর আঘাত ।

কেননা, জান ত সবে, ক্রটাস ছিলেন সেই
সীজারের হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা ।

বিধাত ! তুমিই জান —কত ভালবাসিতেন ;
সব চেয়ে মর্মান্তিক এই মর্মান্বিত ।

দেখিল সীজার যবে ক্রটাস আঘাত করে,
—পড়িলেন একেবারে বিহ্বল হইয়া,

(বিশ্বাসঘাতীর চেয়ে আরো নিদারুণ সেই
কৃতব্রের বাহুবলে হয়ে অভিভূত)

কাটিয়া পড়িল তাঁর মহান্ বিশাল বক্ষ ;
তখন ঢাকিয়া শূথ উত্তরীয়-বাসে

পশ্বে প্রতিমূর্তি-ভলে পড়িয়া গেলেন তিনি ;
—ঝরঝর রক্তধারা লাগিল ঝরিতে ।

আহা কি পতন সেই —ভাবি' দেখ বহুগণ,

সেই সঙ্গে আমাদেরো হইল পতন ।

আর, এই রক্তমাখা বিশ্বাসঘাতীর দল

মোদের মস্তকোপরি লাগিল রাজিতে ।

এখন কাঁদিছ সবে ? দেখিতেছি, করিতেছ

অনুভব মর্মান্তিক বেদনা অন্তরে ।

কারুণ্য-রস-পূত ওই অশ্রুবিদ্যুৎগুলি ;

কি !—কাঁদিছ চীর হেরি শুধু পরিচ্ছদে ?

হেথা দেখ—কি হয়েছে ; স্বয়ং সীজার হেথা

কৃতবিকৃত-দেহ দারুণ আঘাতে ।

১ম পুরু । ওঃ ! কি দারুণ দৃশ্য !

দ্বিতীয় । হায় হায় মহাত্মা সীজার ।

তৃতীয় । আজি কি বিষন্ন দিন !

চতুর্থ । কি নিষ্ঠুর ! কি বিশ্বাসঘাতী !

প্রথম । কি বিষম হত্যাকাণ্ড !

দ্বিতীয় । চন্—মোরা লব প্রতিশোধ ।

মার, কাট, লুটপাট, ছারখার কর আজি সব ।

বিশ্বাসঘাতীরা যেন একজনো না থাকে বাঁচিয়া ।

আন্তনি । কাস্ত হও ভ্রাতৃগণ !

প্রথম । শোন ! কি কহেন আন্তনি ;

থাম্ থাম্ ! চুপ্ ! হোথা কহিছেন মহাত্মা আন্তনি ।

দ্বিতীয় । গুনিব উইয়ার কথা —চলিব—মরিব তাঁর সাথে !

আন্তনি । ভ্রাতৃগণ ! বহুগণ ! নাহি চাহি উত্তেজিতে

তোমা সবে সহসা এ প্রচণ্ড বিদ্রোহে ।

এ কাজ করেছে যারা তারা মহাশয়লোক ;
 কষ্ট তারা ব্যক্তিগত কি অনিষ্ট লাগি'
 —হায় ! আমি জানিনা তা' ; কেন বা তাদের দ্বেষ,
 তাও আমি কিছুমাত্র না পারি বুঝিতে।
 তাঁরা বিজ্ঞ, তাঁরা মান্ত —তোমাদের কাছে তাঁরা
 অবশ্যই করিবেন হেতু প্রদর্শন।
 আমি হেথা আসি নাই —বহুগণ ছেনো বেশ—
 করিবারে তোমাদের হৃদয়-হরণ।
 আমি নহি বাক্যপটু বাগ্মী ক্রটাস-সম ;
 জ্ঞান-ত তোমরা, আমি স্পষ্টবক্তা লোক
 —আসক্ত বন্ধুর প্রতি ; তারাও এ জানে বেশ,
 অমুমতি দেছে তাই বলিতে আমায়।
 বিত্বাবুদ্ধি নাহি মোর, শব্দ-সম্পদ নাহি,
 গুণ, কীর্তি, বাক্শক্তি—নাহি কোন কিছু
 —উদ্দীপিতে পারি যাহে লোকেদের রোষানল ;
 আমি শুধু বলে' যাই কথা সোজামুজি ;
 আমি বলি শুধু যাহা তোমরা সবাই জান ;
 দেখাইবু আমি শুধু কতমুখগুলি :—
 বেচারীরা বলে যেন নীরব ভাষায় আত্মা !
 —“আন্তনি ! বলপো তুমি আমাদের হয়ে ।”
 আমি যদি হইতাম ক্রটাস, ও ক্রটাস সে
 আন্তনি হইত যদি—তাহলে নিশ্চয়
 সে আন্তনি উত্তেজিতে পারিত হৃদয় তব ;
 প্রতি কতমুখ হও করিত বাহির

এ-হেন জলন্ত ভাষা

—রোম-নগরীর সব

প্রস্তর পাষাণে তাহে হইত বিদ্রোহী ।

পৌরজন । বিদ্রোহী হইব মোরা ।

১ম পুরবাসী ।

জালাইব ক্রটাসের ঘর ।

তৃতীয় । এসো সবে যাই মোরো চক্রীদের করি অন্বেষণ ।

আস্তনি । যাইও না ভ্রাতৃগণ, আরো কিছু আছে বলিবার ।

পৌরজন । চুপ্! চুপ্! থামো সবে! —কহিছেন মহাত্মা আস্তনি ।

আস্তনি । জান না তোমরা ওগো কি কাজে যাইছ সবে ;

কি হেতু বাসিবে ভাল তোমরা সীজারে

—জান না তোমরা তাহা ; আমি বলি, শোনো তবে ;

দানপত্র-কথাটা কি গিয়াছ ভুলিয়া ?

পৌরজন । ঠিক্ ঠিক্! দানপত্র ! থামো সবে শুনিব সে কথা ।

আস্তনি । এই সেই দানপত্র —সীজারের মোহর-অঙ্কিত ;

প্রতি রোমকেরে তিনি কিছু কিছু করেছেন দান ;

প্রত্যেক জনায় তিনি দিয়াছেন মুদ্রা ত্রিংশৎ ।

দ্বিতীয় । সীজার মহাত্মা লোক ; প্রতিশোধ !—প্রতিশোধ লব

মোরা সীজারের তরে ।

তৃতীয় । • সীজার রাজার যোগ্য লোক ।

আস্তনি । স্থির হও বন্ধুগণ ! ধৈর্য্য ধরি' শোনো মোর কথা ।

পৌরজন । চুপ্! চুপ্! চুপ্! হোথা ! আরে, থাম না তোমরা সবে ।

আস্তনি । তাছাড়া দেছেন তিনি তোমাদের সবে তাঁর যত

বেড়াবার পথগুলি, কুঞ্জবন, ফুলের বাগান

—টেবারের এই পারে ; করিতে পারিবে তাহা ভোগ

পুত্রপৌত্র-আদি-ক্রমে, —বিচরিতে আনন্দে সেথায় ।
 এ হেন সীজার সেই ; পাবে কি দ্বিতীয় তাঁর-মত ?
 পৌরজন । অমন পাব না আর ;—কভু না, কভু না ;—এসো সবে,
 গুণ্য-ভূমি-পরে গিয়া করি মৃত দেহের সঙ্কার ;
 তারি জালা-কাঠ লয়ে পুড়াইব চক্রীদের গৃহ ;
 উঠাও এ শব তবে ।

দ্বিতীয় । কেহ গিয়া আনহ আগুন ।

তৃতীয় । ভাঙ্গো কাষ্ঠাসনগুলো ।

চতুর্থ । দরজা জানুলা যত—সব ফেল ভাঙ্গি ।
 (মৃতদেহ লইরা পৌরজনের গ্রস্থান ।)

আন্তনি । সার্থক বক্তৃতা মোর ; —ফল এর ফলুক এখন ।
 সাক্ষাৎ অনর্থ তুই অবতীর্ণ আজিকে হেথায় ;
 যে পথে যাইতে চাস্, যারে তুই এবে সেই পথে ।

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ ।)

কি সংবাদ বল ওরে !

ভৃত্য । অক্টোভাস্ এসেছেন রোমে ।

আন্তনি । কোথা তিনি ?

ভৃত্য । লিপিডাস আর তিনি সীজার-ভবনে ।

আন্তনি । যাব সেথা ; কি আশ্চর্য্য, ইচ্ছামাত্র স্বাইলেন তিনি ।
 অদৃষ্ট প্রসন্ন তবে ; এইরূপ থাকিলে প্রসন্ন,
 'সর্বসিদ্ধি হবে লাভ ।

ভৃত্য । শুনিলাম প্রভু-মুখে আমি,

করিয়া দিয়াছে দূর ক্রটাস্-ক্যাস্‌স ডুজনাক
 'ক্ষিপ্তজনের মত রোমপুরী-ফাটক-বাহিরে ।

আন্তনি । বোধ করি, তারা সবে পাইয়াছে একটু আভাস
—কিরূপ করেছি আমি উত্তেজিত লোকের হৃদয় ;
লয়ে চল্ মোরে এবে অষ্টোভ্যস-সীজার সমীপে ।
(প্রস্থান ।)

তৃতীয় দৃশ্য ।—রোম-রাজপথ ।

সিনা । দেখিলু স্বপনে আমি —আজি রাতে সীজারের সাথে
করিলু ভোজন ; আরো কত কি অশুভ দরশনে
ভরিল কল্পনা মোর ; তাই ঘরের বাহির হতে
নাহি চায় প্রাণ ; তবু কি-যেন-কি লয়ে যাব টানি ।

(পৌরজনের প্রবেশ ।)

প্রথম পুরবাসী । ওরে ! তোর নাম কি ?

দ্বিতীয় । তুই যাস্ কোথায় ?

তৃতীয় । তুই থাকিস্ কোথায় ?

চতুর্থ । তুই বিবাহিত—না, অবিবাহিত ?

দ্বিতীয় । আমাদের প্রত্যেকের কথায় সিধে জবাব দে ।

প্রথম । আর দেখ,—সংক্ষেপে ।

চতুর্থ । আর দেখ,—বেশ বিবেচনা করে' ।

তৃতীয় । আর দেখ,—সঠিক করে' ।

সিনা । আমার নাম কি, আমি যাচি কোথায়, আমি থাকি
কোথায়, আমি বিবাহিত, না অবিবাহিত—এই সব
প্রত্যেক কথার সিধে জবাব আমাকে দিতে হবে, বিবে-
চনা করে জবাব দিতে হবে, ঠিক জবাব দিতে হবে ;
প্রথমতঃ—বিবেচনা করে,—আমি বিবাহ করিনি ।

দ্বিতীয় । তবে কি তুই বলতে চাস্, যারা বিবাহ করেছে তারা
নির্বোধ ? এর জন্ত তুই দেখুচি আমার কাছে একটা
খাপড়্ খাবি । আচ্ছা বলে'না—এইবার সিধে জবাব
চাই ।

সিনা । আমি যাচি একেবারে সিধে—যেখানে সীজারের অন্ত্যেষ্টি
হবে ।

প্রথম । —বন্ধুভাবে, না, শত্রুভাবে ?

সিনা । বন্ধুভাবে ।

দ্বিতীয় । হাঁ, এটা বেশ সিধে জবাব বটে !

চতুর্থ । আর থাকিস্ কোথায় ?—সংক্ষেপে বল ।

সিনা । সংক্ষেপে যদি বলতে হয়, আমি সভাঘরের নিকটেই থাকি ।

তৃতীয় । এইবার তোর নামটা কি, ঠিক বল ।

সিনা । ঠিক কথা বল্চি, আমার নাম সিনা ।

প্রথম । ওরে ! ওকে কুটিকুট করে' ফেল্, ও একজন ষড়যন্ত্রী ।

সিনা । আমি কবি সিনা, আমি কবি সিনা ।

চতুর্থ । ওর খারাপ পদ্যের জন্যই ওকে টুকুরো-টুকুরো করে'
ফেল্ ।

সিনা । আমি ষড়যন্ত্রী সিনা নই ।

চতুর্থ । তাতে কিছু এসে যায় না ;—সিনা নাম-ত বটে । ওর
বুক্ ছিঁড়ে ওর নামটা টেনে বের্ করত রে ; তারগর্ভে ও
• যাক্ চলে' ।

তৃতীয় । ওকে টুকুরো টুকুরো করে' ফেল্ । ওরে স্বর জালানে
মিঞারাসব্ ! চলে আর—চলে আর ! চল্ ক্রটাসের
বাড়ী—চল্ ক্যাসাসের বাড়ী—সব জালিয়ে পুড়িয়ে দে ।

কেউ যা' ডিশ্যাসের বাড়ী—কেউ যা' ক্যান্ডার বাড়ী—
কেউ যা' লিগারাসের বাড়ী—চল্‌রে সবাই চল্‌ !

(প্রস্থান ।)

ইতি তৃতীয় অঙ্ক ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য—রোম, আন্তনির গৃহ ।

(আন্তনি, অক্টোভাস্ ও লেপিডাস টেবিলের সম্মুখে আসীন ।)

আন্তনি । মরিবে ইহারা তবে ; —দাগ-দেওয়া এই সব নামে ।

অক্টো । মরিবে ভ্রাতাও তব ; —আছ কি সম্মত লেপিডাস্ ?

লেপি । আছয়ে সম্মতি মোর —

অক্টো । দেও চিহ্ন আন্তনি ও-নামে ।

লেপি । মত দেই—যদি মরে ভাগিনেয় তোমারো আন্তনি ।

আন্তনি । মরিবে সে ; এই দেখ, তার নাম করিহু চিহ্নিত ।

কিন্তু দেখ, লেপিডাস্, যাও তুমি সীজারের গৃহে ;

আনো দানপত্রখানি —দিব ছাঁটি কোন কোন দান ।

লেপি । ঠিক্ এই স্থানে আসি' পাইব কি তোমার সাক্ষাৎ ?

অক্টো । পাবে দেখা এইখানে, কিম্বা সেই পোর-সভাগৃহে ।

(লেপিডাসের প্রস্থান ।)

আন্তনি । ও-ব্যক্তি অযোগ্য অতি ;—লঘুচেতা, নিতান্ত অসার ;

ওকে পাঠাইতে ভাল শুধু ফাই-ফরমাস-কাঁজে ।

স্ববিভক্ত হবে যবে তিন ভাগে এই এ ধরণী

তার কি একটা অংশ পাইবার যোগ্য লেপিডাস্ ?

অক্টো । তুমিহঁত ভাবো যোগ্য ; তাই-ত লইলে মত তার

—কে-কে হবে চিহ্নিত করাল এ মৃত্যু-তালিকায় ।

আন্তনি । অক্টোভাস্ তোমা চেয়ে হয়েছে বয়স বেশী মোর ;

যদিও উহার পরে রাশি রাশি চাপাই সম্মান

(গোপ-নিন্দা-হতে শুধু
সে সমস্ত বহিবে সে
ইয়া ঘণ্মাক্ত-কায়
যে-দিকে চালাব কিন্তু
যেখানে লইতে ইচ্ছা
সেথা হয়ে উপনীত
আর, তখন তাহারে
গর্দভের মত সেও
নাড়িতে-নাড়িতে কাণ
অস্ত্রী। যথা ইচ্ছা কর, কিন্তু
আস্ত্রনি। অশ্রুটাও তাই মোর ;
কখন ছুটিতে হবে,
সমস্ত শিখাই তারে
আমারি মনের তেজে
কতকটা এইরূপ
নিজ বুদ্ধি খাটারে সে
যাহা বহু-পুরাতন,
—ঐতদের দেখাদেখি
বলিও না তার কথা,
শুরুতর কথা এক
—কুটাস-ক্যাশ্যাস দৌহে করিছেন সৈন্যের সংগ্রহ ।
মোদের উচ্চিৎ এবে
এসো মোরা দৃঢ় করি'
যতদূর পারি—করি

অব্যাহতি পাইবার তরে)
—গাধা যথা বহে স্বর্ণরাশি,
আর করি' ঘোর আর্ন্তনাদ ;
—অবাধে চলিবে সেই দিকে ;
আমাদের সেই ধনরাশি,
নামাইয়া ফেলিব সে বোঝা ;
দূর করি' দিব খেদাইয়া ;
বোঝাটা নামায়ে পৃষ্ঠ হতে
চরিয়া বেড়াবে ময়দানে ।
জানিও, সে পরীক্ষিত বীর ।
—তাই-ত দি' দানা-বাস তারে ;
কখন থামিতে হবে ঝটু,
—দেই শিক্ষা সংগ্রামের কাজে
দেহ তার হয় সঞ্চালিত ।
লেপিডাস ; শিক্ষা-চাই তার ;
পারে না করিতে কোন কাজ ।
অকস্মণ্য, কাজের বাহির,
তাহাই সে করে অন্ধভাবে ।
—ঘটি-বাটি-সম দেখি তারে ।
বলি এবে, শোনো অষ্টোভাস ;
আক্রমিতে তাদের সম্বর ;
বন্ধুতার সমস্ত বন্ধন
সহায়-সম্বল সংগ্রহ ;

আর চল,' করি মোরা জুমন্ত্রণা মন্ত্র-গৃহ-মাঝে ;
 শত্রুর রহস্য-ভেদ, আসন্ন বিপদ নিবারণ,
 —এ-সব কিরূপে হয়, চিন্তা করি তাহার উপায় ।
 অজ্ঞে।। হাঁ, চল' করি-গে তাই, —আসন্ন বিপদ আমাদের ;
 বহু শত্রু চারি দিকে ; আর আছে কতিপয় লোক
 বাহাদুর মুখে হাসি কিন্তু ঘোর নষ্টামি অন্তরে ।

দ্বিতীয় দৃশ্য—সার্ডিসের নিকটবর্তী

ক্রেটাসের তাঁবুর সম্মুখে ।

(জয়চাক-বাদ্য ; ক্রেটাস, লুসিয়াস, লুশ্যাস ও সৈনিকগণ ; টিটিন্যাস্ ও পিণ্ডারস আসিয়া সৈনিকদ্বিগের সহিত সম্মিলন ।)

ক্রে। কে আসে ?—দাঁড়াও কোথা ।

লুশ্যাস্ ।

দাঁড়াও সঙ্কেত-কথা বলি' ।

ক্রে। কি সংবাদ লুসিয়াস্ ?

ক্যাশ্যাস্ কি এসেছে নিকটে ?

লুসি। এসেছেন সন্নিকটে ;

আর, আসিয়াছে পিণ্ডারস

তোমাতে অভিবাদিতে

আপন প্রভুর আজ্ঞামতে ।

পিণ্ডা। (ক্রেটাসকে পত্র প্রদান)

ক্রে। করেছেন তিনি মোরে

এ পত্রে সাদর-সম্ভাষণ ;

তব প্রভু-আচরণে

দেখিতেছি কিছু হের-ফের ;

(নিজ ইচ্ছাকৃত, কিংবা

অপরের মন্ত্রণার বশে)

তাই দেখি' মনে হয়

—যাহা কিছু পূর্বকৃত মোরে

—অকৃত করিতে যদি

পারিতাম পুনর্বীর তাহা ।

কিন্তু সে যাহাই হউক,

এসেছেন তিনি সন্নিকটে,

—তাতেই সন্তুষ্ট আমি ।

পিণ্ডা । আমার প্রভুরে তুমি

শ্রদ্ধাবান তব প্রতি

ক্ৰ। সন্দেহ করি না তাহে;

জানিবারে চাহি আমি

লুসি । যথেষ্ট শিষ্টাচার

কিন্তু নহে পূর্ববৎ

ক্র। যেরূপ করিলে ভূমি

—বন্ধুর জলন্ত প্রেম

এ-তুমি করিও লক্ষ্য

અથનિ નિવિઘ્ના આમે

তখনি আরম্ভ হয়

স্বাভাবিক প্রণয়েতে

খল-প্রেম অশ্ব-সম ;

—थाके श्रीवा बाँकाईमा,

কিন্তু যবে অশ্বারোহী

—নায়ে সে করিতে সহ ;

নীচ-জাতি অশ্ব-সম

আসিছে কি সৈন্য তাঁর ?

જુસિ ।

• আজি রাতে সারডিসে

• অধিকাংশ অস্বারোহী

ব্র ! ওই শোনো, ক্যাসিয়ারাস

ধীরে ধীরে যাত্রা করি'

নিরর্থিকে পূর্বেই মতন

—ইথে মোর নাহিক সংশয় ।

লুসিল্যাস ! শোন বলি কথা ;

—সস্তাষিল কি ভাবে তোমায়।

মান-অর্থাদা-সহকারে,

ବହୁସମ ଖୁଲିଯିବା ମରାଣ ।

বরণনা, মনে হয় তাঁর

বাইতেছে ক্রমশঃ নিবিয়া ;

বরাবর—কহিতেছি আমি—

প্রণয়ের অনন্ত আগ্রহ

যত্নকৃত বাহ্য শিষ্টাচার :

নাহি কোন ছল কৃত্রিমতা ;

চলে যবে লাগামের বলে

করে বেশ তেজ প্রদর্শন ;

করে তারে কাঁটার প্রহার

—নুয়ে পড়ে তাহার মস্তক ;

খিন্ন হইল পরীক্ষার কালে ।

শীঘ্রই আসিবে সৈন্ত তাঁর ;

তাহাদের থাকিবার কথা :

আসিগ্নাছে ক্যাশানের সাথে।

(নেপথ্যে সৈন্তপদ শব্দ ।)

আসে বুঝি সৈন্তের সহিত ;

তোমরাও মেলো' তাঁর সাথে ।

(ক্যাশিয়াস ও সৈন্যগণের প্রবেশ ।)

ক্যাশিয়াস্ । দাঁড়াও, দাঁড়াও সবে সৈন্তগণ তোমরা হেথায় ।

ক্র । দাঁড়াও সঙ্কেত-কথা একবাক্যে করি উচ্চারণ ।

নেপথ্যে । দাঁড়াও !

নেপথ্যে । দাঁড়াও সবে !

নেপথ্যে ।

ক্যাশিয়াস । তুমি ভাই আমা-পরে

ক্র । স্বর্গের দেবতা সবে !

আমি-কি করেছি কভু

তবে কি করিব আজি

ক্যাশিয়াস্ । ক্রটাস ! তোমার এই

প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে

তুমি যবে কর মন্দ—

ক্র ।

‘ধীরে ধীরে কহ’ কথা,

তোমারে জানি গো ভাল ;

কলহ উচিত নহে ;

—নাহিক একটু মাত্র

উহাদের বল’ তুমি

তার পর, তুমি চল’

• সেধা গিয়া, যত-ইচ্ছা

—সমস্ত গুনিব আমি ।

ক্যাশিয়াস ।

• —যেন সেনাপতিগণ

দাঁড়াও, দাঁড়াও সৈন্তগণ !

করিয়াছ অত্যাচারণ ।

তোমরাই করহ বিচার ;

শত্রু-প্রতি অত্যাচার ব্যভার ?

অন্যায় এ ভ্রাতৃজন-প্রতি ?

সৌম্য প্রশান্ত মুখ-ভাব

অন্তরের মন্দ অভিপ্রায় ;

ক্যাশিয়াস ! হও সাবধান ;

কর তুমি আত্মসম্বরণ ।

উপস্থিত সৈন্তের সমক্ষে,

সৈন্তগণ জাহ্নুক সকলে

মনান্তর আমাদের মাঝে ।

সরিয়া যাইতে হেথা হতে ;

আমার সে তাঁবুর ভিতরে,

কর তব হৃৎ নিবেদন •

পিণ্ডারস ! প্রচার’ আদেশ

সৈন্তদের লয়ে যার দূরে ।

ক্ৰ । লুসিনিয়াস তুমিও প্রচারো আদেশ ওইরূপ ;
 বাবৎ না হয় শেষ কথাবার্তা আমাদের মাঝে
 —একটা প্রাণীও যেন নাহি আসে তাঁবুর নিকটে ;
 লুস্তাস ও টিটিগাস দ্বারদেশে থাকুক প্রহরী ।

তৃতীয় দৃশ্য—ক্ৰটাসের তাঁবুর অভ্যন্তর ।

(ক্ৰটাস ও ক্যাশ্যাসের প্রবেশ ।

ক্যাশ্যাস । আমা-প্রতি করিয়াছ তুমি যে অশ্রায়, তাহা এই
 —লুশ্যাস-পেলাকে তুমি, উৎকোচ-গ্রহণ-অপরাধে
 করেছিলে অপরাধী ; আমি তারে জানি ভাল, তাই
 পক্ষ সমর্থিয়া তার কত পত্র লিখিছু তোমায়
 —তুমি উপেক্ষিলে তাহা ; রাখিলে না মোর অনুরোধ ।

ক্ৰ । এই স্থলে পত্র লেখা হয়েছিল অশ্রায় তোমারি ।

ক্যাশ্যাস । এরূপ সঙ্কট-কালে ধৃতব্য নহে ক্ষুদ্র দোষ ।

ক্ৰ । ক্যাশিয়াস, বলি তবে ; —লোকে বলে, আছে তুমারো
 এই হাত-পাতা রোগ ; কাঞ্চনের বিনিময়ে তুমি
 কস্মাদি বিক্রয় কর অযোগ্য লোকের নিকটে ।

ক্যাশ্যাস । মৌর হাত-পাতা রোগ ? কহিলে ক্ৰটাস তুমি ইহা,
 নতুবা দেবতা সাক্ষী —হ'ত ইহা শেষ কথা তব ।

ক্ৰ । ক্যাশাসের নামে শুধু ক্ষমিলাম এই অপরাধ,
 আর তাই শাস্তি হতে অনায়াসে পাইলে নিষ্কৃতি ।

ক্যাশ্যাস । শাস্তি ? .

ক্ৰ । মনে থাকে যেন মার্চের সে পঞ্চদশ দিন ।
 অশ্রায় করিল বলি' মরেনিকি সাজার মহানু ?

ছিল কি তাদের মাঝে একজনো হেন নরাধম
যে করেনি অস্বাধাত অত্যাগের প্রতীকার-তরে ?
যে হস্তে বধিলু তাঁরে দসু্যাদল-পোষক বলিয়া
—কলঙ্কিত করিব কি সেই হস্ত উৎকোচ গ্রহণে ?
বেচিব কি বিস্তীর্ণ এ রাজ্যের অশেষ পদমান
সেই ছার মূল্যে যাহা ধরি এই মুঠার ভিতরে ?
বরঞ্চ হইব আমি অতিনীচ জঘন্ত কুকুর
তবু না হইতে চাহি এ-হেন রোমক কলঙ্কিত ।

ক্যাশুস । ক্রটাস শোনো পো বলি —কটুবাক্য কোরো না প্রয়োগ,
—করিব না সহ আমি ; আপনারে হয়েছ বিস্মৃত ;
শাসন করিবে মোরে ? জানো আমি সৈনিক-পুরুষ
—প্রবীন তোমার চেয়ে, তোমা-চেয়ে যোগ্য সমধিক ?
কি নিয়মে কোন্ কৰ্ম্ম কোন্ জনে দেওয়া সমুচিত
—তোমা-চেয়ে কুণ্ডি ভাল ।

ক্র । থামো থামো, হয়েছে যথেষ্ট,
ক্যাসিয়ার্স ! নহ তুমি যেরূপ বর্ণিছ আপনায় ।

ক্যাসিয়ার্স । হাঁ ঠিক তাহাই আমি ।

ক্র । —কভু নহে, কহিড়েছি আমি ।

ক্যাশুস । বলিও না বেশী কথা,
তব নিজ দেহ-পরে পারিব না আত্মসম্বরণে ;
এটাটুকোনা মোরে আর থাকে যদি একটু মমতা,
বলিতেছি ক্রটাস তোমারে ।

ক্র । যাও যাও ! তোমা-সম
ক্যাশুস । ইহা কি সম্ভব, তুমি ক্ষুদ্রজনে কে করে গণনা ?
ক্র । অবশ্য বলিব আমি ; বলিবে আমারে এই কথা ?
হইব কি আমি নজদার

তব অন্ধরোধ-কাছে ? উদ্ভাদের তীব্র চাহনিতে
আমি কি পাইব ভয় ? কি সাহসে বলিছ এ কথা ?
ক্যাশ্যাস । হা বিধাত !—ধিক্ ধিক্ ! —এ-সমস্ত থাকিব সহিয়া ?
ক্র । এ-সমস্ত,—আরো বেণী করিতে হইবে সহ্য তব ।
ফুলিয়া ফুলিয়া রোষে ভাঙ্গুক ও গর্ষিত হৃদয় ;
কর ক্রোধ প্রদর্শন তব নিজ দাসগণ-প্রতি,
হউক কম্পিত তারা, আমি তাহে হব বিচলিত ?
তোমাকে মানিব আমি ? সঙ্কুচিত হইব কি আমি
তোমার রোষের ভয়ে ? মনোজ্বালা কর পরিপাক
তুমি আপনার মনে ; কিম্বা মর' ফাটিয়া রোষেতে ;
আজ-হতে তব রোধ হবে মোর হাশ্বের খোরাক ।
ক্যাশ্যাস । হা বিধাত ! অবশেষে এই ছিল অদৃষ্টে আমার ?
ক্র । বলিতেছ স্পর্দ্ধা করি' —আমা-চেয়ে শ্রেষ্ঠবীর তুমি ;
—দেও তার পরিচয় ; মুখের এ বৃথা আফালন
কার্য্যে কর পরিণত —পরিতুষ্ট হব তাহা হ'লে ।
হব স্নখী—হয় যদি শিক্ষা মোর শ্রেষ্ঠজন-কাছে ।
ক্যাশ্যাস । অত্যাগ করিছ তুমি আমা-পরে বিবিধ প্রকারে ;
বলিয়াছিলাম “জ্যেষ্ঠ” —নহে “শ্রেষ্ঠ” তোমা-চেয়ে আমি ।
“শ্রেষ্ঠ” কি বলিয়াছিহু ?
ক্র । কিবা তাহে আসে-নাশ মোর,
যদি বা বলিয়া থাক ;
ক্যাশ্যাস । যত দিন ছিলেন সীজার,
একথা বলিতে মোরে পান নাই সাহস তিনিও ।
ক্র । থামো, তাঁরে খ্যাতিহিতে কভুনা সাহস হ'ত তব ।

ক্যাশ্যাস । হ'ত না সাহস মোর ?

ক্র ।

—না

ক্যাশ্যাস ।

ক্র । প্রাণ-ভয়ে কভু তুমি

ক্যাশ্যাস । মোর ভালবাসা-পরে

—করিয়া ফেলিব কিছু

ক্র । যা' করেছ—তারি তরে

ক্যাশ্যাস ! ডরি না আমি

নিজ সততার বলে

—তব উক্তি যার চলি'

অলস বায়ুর-মত,

কিঞ্চিৎ অর্থের তরে

—তুমি হ'লে অস্বীকৃত ;

সংগ্রহ করিতে অর্থ

আঁছেন দেবতা সাক্ষী,

নিজ রক্ত দিব ঢালি,'

নিরীহ সে চাষাদের

তাদের কষ্টের ধন

সৈন্তের বেতন লাগি

—তুমি হলে অস্বীকৃত ;

'উত্তর যা দিহু আমি

মার্কস-ক্রটাস যদি

ঘৃণিত কাঞ্চন-রাশি

আবদ্ধ করিয়া রাখে

সাহস হইত না মোর ?

পারিতে না ঘাঁটাইতে তাঁরে ।

করিও না অধিক নির্ভর ;

যার তরে হইব হুঃখিত ।

উচিত হুঃখিত-হওয়া তব ।

এ-সমস্ত ভয় প্রদর্শনে,

আছি আমি এত বলীয়ান ;

মৃহভাবে মোর পার্শ্ব দিয়া

—তুচ্ছ বলি' গণি আমি তায় ॥

পাঠাইলু লোক তব-কাছে,

জান তুমি,—অসং উপায়ে

নিভাস্তই অপারক আমি ।

বরঞ্চ সে অর্থ-বিনময়ে

তবু না লইব মোচড়িয়া

কর্কশ কঠোর হস্ত হতে

ছলে-বলে অস্ত্রায় উপায়ে ।

চাহিলাম অর্থ-তোমা-কাছে,

এ-কাজ কি যোগ্য ক্যাশ্যাসের ?

—উচিত কি হয় নাই মোর' ?

ধনলুপ্ত হুঃখে কোন দিন,

নিজ বন্ধুগণ হতে লয়ে,

নিজহস্তে স্বার্থের উদ্দেশে,

ক্ৰ। অবশ্য হইয়াছিলে তুমি ।
ফ্যাশাস । কথনহই হই নাই ; পাঠান্ন উত্তর থাকে-দিয়া
সে জন নিৰ্কোষ অতি ; কি আর कहিব আমি
—ক্রটাস করেছ তুমি এ-হৃদী বিদীর্ণ শতধা ;
বন্ধুর সহস্র ক্রটি বন্ধুর উচিত সহ করা ;
কিন্তু এ ক্রটাস, দেখি— আসলে যত না দোষ মোর
—বাড়াইয়া তোলে আরো ;

ক্র। দোষ তব নাহি ভাল বাসি ।
 ক্যাশ্যাস । বন্ধুজন-আঁখি—লক্ষ্য
 ক্র। দোষগুলো হয় যদি
 —তব না দেখিতে পায়
 নাহি করে বন্ধুজন-ক্রটি ।
 অতি উচ্চ পর্বত-সন্ধান;
 স্বতিকারী তোষামোদী জন ।

ক্যাশ্যাস । এসো তুমি আস্তনি ! এসো যুবা-অক্টোভ্যান তুমি !
 লও আসি' প্রতিশোধ শুধু এই ক্যাশ্যাসের পরে ;
 ক্যাশ্যাস জীবনে ক্লান্ত —বিরক্ত এ সংসারের-পরে ;
 প্রিয়জন করে ঘৃণা, শত্রু হ'ল পরাণের ভাই,
 শাসিছে দাসের মত, ফ্রাটি মোর ধরে পদে-পদে,
 কেতাবে তা' রাখে টুকি, আওড়ায় কণ্ঠস্থ করিয়া,
 পরে তা' গুনায়ে দেয় গর্বভরে মুখের উপরে ;
 হায় কি দারুণ কষ্ট ! মনে হয়—সমস্ত পরাণ

ঢালিয়া কেলিতে পারি আঁধি হতে অশ্রুবারিরূপে ।
 এই হেথা ছোরা মোর, এই হেথা বন্ধ অনাবৃত ;
 আর, এই বন্ধ-মাবে অধিষ্ঠিত এই-এ হৃদয়,
 বন্ধরাজ-ধন-চেয়ে মূল্যবান বাহা সমধিক,
 —মহার্য্য কাঞ্চন-চেয়ে ; ক্রটাস ! রোমক হও যদি
 —বাহির করিয়া লও ; যে না দিল কাঞ্চন তোমায়
 দিতেছে সে হৃদি তার, মারো তারে সীজারের মত,
 —পাতিয়া দিতেছি বন্ধ ; আমি ইহা জানি বিলক্ষণ,
 যে সময়ে যুগা তব অতিমাত্র লীজারের পরে
 তখনো তাঁহার প্রতি ছিল তব যেটুকু মমতা
 তাহার তিলান্নি নাই এবে তব ক্যাশ্যাসের পরে ।
 ক্র। রাধ তব ছোরা তুলি’ ; বতাই কর না তুমি রোধ,
 বাহা ইচ্ছা বল’ মোরে —না করিব অপমান বোধ ;
 ইহাই করিব মনে —করিয়াছ বোঁকের মাথায় ;
 • ক্যাশ্যাস জানিও মোরে মেঘ-সম অতীব নিরীহ,
 —এক যুগ-কাষ্ঠে বাঁধা আছি দৌহে সখ্যের বন্ধনে ;
 জানিবে, আমার ক্রোধ চকমকি পাথরের-মত
 —ঘসিলে আগুন উঠে, নিবে যায় তখনি আবার ।
 ক্যাশ্যাস । রাগের মাথায় আমি কখন কি বলেছি তোমায়,
 • তাতেই কি হব সখা তব চির-বিজয়-ভাজন’ ?
 • ক্রটাস—ক্যাশ্যাস-পরে হইবে কি একরূপ নির্দয় ?
 ক্র। আমি যা’ বলেছি তোমা —তাও জেনো ক্ষণিক আবেগে ।
 ক্যাশ্যাস । মানিলে এটুকু তুমি ? —দেও তবে ওই হস্ত তব ।
 ক্র। শুধু হস্ত নহে মোর —আরো এই দিতেছি হৃদয় ।

ক্যাশাস । ও হো হো ! ক্রটাস্ ! ক্রটাস্ !—

ক্র ।

কি হয়েছে, বল' মোরে খুলি'।

ক্যাশাস্ । নাহি কি আমার-পরে

এতটুকু ভালবাসা তব

যাহাতে সহিতে পার

—হই ববে রাগের মাথায়

আত্মবিস্মৃত আমি

মাতৃদত্ত-স্বভাবের দোষে ?

ক্র । হাঁ ক্যাশাস, আজি হতে

যখন দেখিব তুমি রুষ্ট

তব ক্রটাসের পরে,

তখনি করিব আমি মনে

—মাতা তব করিছেন

ভৎসনা—আর কিছু নয় ।

কবি । (নেপথ্য হইতে)

যেথি আসি এইরূপে

কি করেন সেনাপতি দৌহে ;

মনান্তর আছে দৌহা-মাঝে, একলাটি থাকি দুই জনে

নহেক উচিত এবে ।

নুসিলিয়াস । (নেপথ্য হইতে)

কিছুতেই পাবে না ঘাইতে ।

কবি । পরাণ থাকিতে বেহে

মা পারিবে আটকিতে কেহ ।

(কবির প্রবেশ ও তাহার পিছনে পিছনে নুসিলিয়াস্

ও টিটনিয়াসের গমন ।)

ক্যাশাস । কি হয়েছে ?—কি হয়েছে ? কি ব্যাপার, বল দেখি শুনি ।

কবি । হি হি সেনাপতি হি হি । করিছ কি তোমরা দুজন ?

• ভালবাসো পরস্পরে

প্রাণখুলি বছর মতন ;

• বয়োবৃদ্ধ তোমাদের

চেরে, শোনো আমার বচন ।

ক্যাশাস । হাঃ হাঃ হাঃ । এ কবির

কি অযন্য পন্ন্যারের মিল !

ক্র । যারে বেটা নির্লজ্জ

দূর হ'য়ে এখান হইতে ।

ক্যাশাস । মনে করিও না কিছু,

ওই ওর বলিবার ধারা ।

ক্র। সহ হয়—যদি বলে
শব্দ-অঙ্কারকারী
কি কাজ যুদ্ধের মাঝে ?
ক্যাশাস্। যারে যা' চলিয়া তুই ।

এই-সব সময় বুঝিয়া ।
এই সব বাতুল জনের
—দূর হ'রে বেটা হেথা হতে ।

(কবির প্রস্থান ।)

ক্র।
আদেশো সামন্তগণে
রাখিবারে সৈন্যদের
ক্যাশাস্। তোমরাও এসো, আর,
অবিলম্বে ।

দেখ নুসিয়াস, টিটিয়াস !

—করুক উদ্যোগ-আয়োজন
এইস্থানে আজি রাত্রিকালে ;
মেসালাকে এনো সঙ্গে করি'

[নুসিয়াস ও টিটিন্যাসের প্রস্থান ।

ক্র। নুসিয়াস !
ক্যাশাস্। আমি নাহি জানিতাম
ক্র। শোনো বলি ক্যাশিয়াস
ক্যাশাস্। এই সব আগন্তুক
তাহলে তোমার সেই
ক্র। কে সহ্যে আমার মত !
ক্যাশাস্। আহা !—মৃত্যু পোর্শিয়াস ?

পাত্র ভরি' আনু তুই সুরা ।
—এত রুষ্ট হতে পার তুমি ।
—বহু দুঃখে এ চিত্ত অধীর ।
দুঃখে যদি হও গো কাতর
তত্ত্বজ্ঞান লাগিবে কি কাজে ?
—হইয়াছে মৃত্যু পোর্শিয়াস ।

ক্র।
ক্যাশাস্। রুষ্ট হয়ে সে-সময়ে
• অহহ ! অসহ ! হায় !
কিসে হল মৃত্যু তাঁর ?

পোর্শিয়া সে গেছে লোকান্তরে ।
কেন না বধিলে মোর প্রাণ ?
কি বিবম দারুণ এই ক্ষতি !

ক্র।
প্রবল দেখিয়া আর,
—অটোভ্যাস অন্তনি দৌহারে ;

সে সংবাদ পেলু মোর।

তাঁর মৃত্যু সংবাদে সাথে ;

এই কথা শুনিয়া সে

হয়েছিল এমনি বিশ্বাস,

গিল্লিল অনল-রাশি

—ভৃত্য কেহ ছিল না যখন ।

ক্যাশ্যাম্ । যুত্যা হ'ল এইরূপে ?

ক।

একপেই হ'ল মৃত্যু তার ।

ক্যাশ্যস । হা বিধাত ! কি করিলে ?

(সুরা ও বাতি লইয়া লুশাম্যের প্রবেশ)

কু।

তার কথা বলিও না আর ;

পাত্র ভরি দেরে সুরা

—সব দুঃখ ডুবাব সুরায় ।

(बद्धपान।)

ক্যাশ্যস । হৃদয় তুষিত মোর

সেই মহা-শপথের তরে ;

—ନୁଆମ ! ମୂରହ ପାତ୍ର

যাবৎ না পড়ে ছাপাইয়া ;

(बद्धपान ।)

ব্র। এসো ওহে টিটিন্স !

(মেসালার সহিত টিটিন্যাসের পুনঃপ্রবেশ ।)

এসো ওগো মেটেলাস তুমি ।

‘নিশার সমুখে বসি’

এসো মোরা করি আলোচনা

—কি করা কর্তব্য হবে।

क्याशम् ।

সত্য কি পোশিয়া তুমি নাই ?

କ୍ର। ଓକଥା ଆର ନା, ଥାମୋ ;

দেখগো মেসাবী, এই সব

পত্রে আমি জানিলাম

—অক্টোভ্যাস আন্তুনি দৌহে

ਲਈਸ਼ਾ ਵਿਪੁਲ ਨੈਨਾ

চলিছে ফিল্মি-অভিযুগে

আক্রমিতে আমাদের।

মেসেলা ।

এই মর্মে আমিও অনেক

পাইরাছি পত্র ;

ক্র । আর

কোন কথা আছে কি তাহাতে ?

মেসেলা । রাষ্ট্রের অরাতি বলি’

অক্টোভাস, আক্টিনি, লিপিডাস,

—একশত জ্যেষ্ঠদের

মৃত্যুদণ্ডে করিল দণ্ডিত ।

ক্র । এ বিষয়ে আমাদের

উভয়ের পত্রে নাহি মিল ;

আমি জানিরাছি পত্রে

—প্রাণদণ্ড সত্তর জনের

—সিসিরো তাহার মাঝে ।

ক্যাশাস ।

সিসিরো তাদের একজন ?

মেসেলা । সিসিরোও গতপ্রাণ

এই দণ্ডবিধি-অনুসারে ।

আর্য্য ! পেয়েছ কি তুমি

কোন পত্র ভব পত্নী হতে ?

ক্র । না মেসেলা, পাই নাই ;

—পাই নাই কোনই সংবাদ !

মেসেলা । অথবা, অপর কেহ

লিখেছে কি পত্রে তাঁর কথা ?

ক্র । কেহ কিছু লিখে নাই ।

মেসেলা ।

এ বড় আশ্চর্য্য কথা শুনি ।

ক্র । জিজ্ঞাসিছ কেন তুমি ?

তব পত্রে আছে কি সে কথা ?

মেসেলা । নাহি কিছু ।

ক্র । সত্য বল’

প্রকৃত রোমক হও যদি ।

মেসেলা । সত্য তবে বলি শোনো

—সহ কর রোমকের মত ।

ইইরাছে মৃত্যু তাঁর

—আর অতি অদ্ভুত প্রকারে ।

ক্র । হৌক ;—বিদার পোশিরা ! মরিব ত আমরা সবাই ;

“একদিন অবশ্যই

মরিত পোশিরা”—এই কথা ।

চিন্তা করি’ মনে মনে

সহি শোক ধৈর্য্যসহকারে ।

মেসেলা । হাশর-লোকেরাই

মহাশোক পারে সহিবারে ।

ক্যাশ্যাস্ । যুক্তিতে বুঝিতে পারি এই কথা তোমারি মতন,
কিন্তু এ প্রকৃতি মোর না পারে সহিতে তোমা-সম ।
ক্ৰ । থাক্ মৃত্যু-কথা, এসো করি কাজ জীবন্তের-মত ।
—তোমার কি মত বল ' ? ফিলিপিতে যাব কি এখনি ?

ক্যাশ্যাস্ । না যাওয়াই ভাল ।

ক্ৰ ।

কেন নহে ভাল ?

ক্যাশ্যাস্ ।

যুক্তি এই :—

হয় ভাল—শত্রু যদি আগে আসে মোদের সন্ধানে,
নষ্ট হবে অর্থরাশি —ক্লাস্ত হকে সৈন্য তাহাদের ;
হইবে নিজেরি ক্ষতি ; আর, মোরা থাকি' স্থিরভাবে,
সম্পূর্ণ বিশ্রাম লভি' হ'ব আত্মরক্ষণে সমর্থ,
আর, কাজে তৎপর ।

ক্ৰ ।

এ তব উত্তম যুক্তি বটে ;
আরো ভাল তোমার অপেক্ষা,
নতশির সে যুক্তির কাছে :
—এর মাঝে আছে যত লোক,
অনুকূল আমাদের প্রতি ;
অর্থের সাহায্য আমাদের ;
শত্রুগণ আসিবেক যবে,
—নব-বলে হবে বলীয়ান ;
হইবেক তাহারা বঞ্চিত *
তাহাদের ফিলিপিতে গিয়া ;
রহিবেক পড়িয়া গঙ্গাতে ।

কিন্তু যদি থাকে যুক্তি
—কাজেই হইতে হবে
—ফিলিপি ও এই ভূমি
তাদের হৃদয় নহে
স্বৈচ্ছায় করেনি তারা
তাদের ভিতর দিয়া
সংখ্যায় বাড়িবে তারা
এসব স্বেবোগ হতে
—করি যদি আক্রমণ
তাহ'লে এসব লোক

ক্যাশ্যাস্ । শোনো তাই, আমি বলি —ফিলিপিতে না যাইরা যদি—

ক্রে । মার্জনা করিবে মোরে — বুঝে দেখ আরো এক কথা ;—

বন্ধুর সাহায্য মোরা	পাইয়াছি যতটা সম্ভব ;
অসংখ্য মোদের সৈন্য ;	কার্যকাল ফলোন্মুখ এবে ;
এদিকে আবার দেখ,	শত্রুসংখ্যা বাড়ে দিনে-দিনে
মোরা সবে উঠিয়াছি	শিখরের চূড়াগু সীমায়
—পতনে উন্মুখ এবে ;	আছে জেনো মানুষেরো কাজে
জোয়ার ভাটার টান ;	চলি যদি জোয়ারের মুখে
উপনীত হই গিয়া	অনান্যসে সৌভাগ্যের কূলে ;
হারাইলে সে জোয়ার,	সমস্ত এ ভব-বাত্মা-পথে
বাধিবে জীবন-তরী	বারম্বার দুঃখ-বালুচরে ।
ভাসিতেছি এবে মোরা	উদ্বেলিত পূর্ণসিদ্ধ মাঝে ;
সময় বুঝিয়া যদি	ধরি মোরা অন্তকূল স্রোত,
তবেই পাইব কুল,	নচেৎ খোয়াব সরবস্ব ।

ক্যাশাস্ । হও তবে অগ্রসর,
মোরাও ভেটিব গিয়া

ক্রে । গভীর রজনী এবে
মোদের কথার মাঝে ;
কে পারে লজ্বিতে বল',
নাহি আর কোন কথা ?

ক্যাশাস্ ।

এইবার তবে সখা !

প্রত্যাষে উঠিয়া কাল

ক্রে । দেখ্ লুশিয়াস্ ! তুই

—কর' যাহা অভিকৃতি তব ;
শত্রুগণে ফিলিপি-প্রদেশে ।
ধীরে ধীরে আসে অলক্ষিতে
প্রকৃতির অকাট্য নিয়ম
—এস করি একটু বিশ্রাম ।

‘অন্য কথা নাহি আর কিছু ;
করি আমি বিদায় গ্রহণ ।
চলিব আমরা হেথা-হতে ।
নিষে আর পরিচ্ছদ মোর ।

(লুশ্যসের প্রস্থান ।)

বিদায় মেসলা তবে, টিটিনাস, হইলু বিদায় ।
 ক্যাশিয়াস!—ভাই—ভাই! —আসি তবে—হউক স্ননিদ্রা!
 ক্যাশিয়াস। প্রিয়তম সখা মোর! কি অশুভ-আরম্ভ এই রাত্রি!

ক্র। সমস্ত মঙ্গল এবে!
 ক্যাশিয়াস। আসি তবে—হইলু বিদায়।

টিটিনাস। } স্ননিদ্রা হউক আর্ঘ্য! আমরাও হইলু বিদায়।
 মেসলা। }

(ক্যাশিয়াস, টিটিনাস ও মেসলার প্রস্থান ও পরিচ্ছদ লইয়া লুশ্যাসের পুনঃপ্রবেশ।)

ক্র। দেরে মোর পরিচ্ছদ; কোথা তোর যন্ত্রথানি এবে?

লুশ্যাস। আছে তাঁবুতেই।

ক্র। একি! ঘুম-ঘোরে কহিছিস কথা?
 নাহি হুবি তোরে আমি —ক্রান্ত তুই রাত্রি-জাগরণে।
 ক্লডিয়াসে ডাকি আন —অথবা অপর কোন দাসে;
 নিদ্রা যাক্ তারা আসি' মোর এই তাঁবুর গদিতে।

লুশ্যাস। ভ্যারো!—ক্লডিয়াস!—ওরে!

(ভ্যারো ও ক্লডিয়াসের প্রবেশ।)

ভ্যারো। ডাকিছ কি প্রভু আমাদের?

ক্র। তোরা আজি থাক্ গুয়ে মোর এই তাঁবুর ভিতরে;
 হয়-ত পাঠাতে হবে —কোন কাজে ক্যাশ্যাসের কাছে।

ভ্যারো। যে আজ্ঞে, রহিব হেথা দাঁড়াইয়া আদেশের তরে।

ক্র। দাঁড়াতে দিব না আমি —শোও বাপু তোমরা হেথায়;
 হয়ত হইতে পারে অন্য কোন প্রয়োজন মোর।

(ভ্যারো ও ক্লডিয়াসের শয়ন।)

- এই দেখ্ জুলিয়াস্ ওরে ! করিতেছিলাম যার খোঁজ
—পেয়েছি সে গ্রন্থখানি এই মোর জেবের ভিতরে ।
- লুশাস্ । তখনি-ত বলেছিহু —দেন নাই আমার নিকটে ।
ক্র । মনে করিস্ না কিছু —এবে বড় ভুল হয় মোর ;
কণেক মেলিয়া আঁধি পারিবি কি আলাপিতে তুই
তোর সেই যন্ত্রটিতে হু-একটী সঙ্গীতের তান ?
- লুশাস্ । অবশ্যই আলাপিব —লাগে যদি প্রকুর তা' ভাল ।
ক্র । বড় ভাল লাগে মোর ; কিন্তু বড় কষ্ট হবে তোর ;
—তবে কিনা—আজি তুই—
- লুশাস্ । এ-ত প্রভু কর্তব্য আমার ।
ক্র । আমি নাহি বলি তোরে করিতে কর্তব্য কাজ তোর ।
শক্তি অতিক্রম করি' ; তরুণ তনুর প্রয়োজন
বিশ্রাম মাঝে মাঝে ।
- লুশাস্ । ঘুমায়েছি প্রভু বহুক্ষণ ।
ক্র । ভালই করিয়াহিস্ —আবার ঘুমাবি এর পরে ;
অধিক ক্ষণের তরে না রাখিব তোরে আটকিয়া ;
যদি বাঁচি, তোর পরে দয়া মোর থাকিবে নিয়ত ।
- (যন্ত্র বাজাইয়া গান ।)
- সুখটি ঘুমন্ত অতি ; ওরে তুই নিদ্রা প্রাণঘাতী !
গুনাইছে তোরে গান, —আর তুই কিনা এঘে
তোর সেই গুরুভার লৌহ-দণ্ড করিলি স্থাপন
এই বালকের পরে ? বৎস ! তবে লইহু বিদায় ।
জাগাইয়া এবে তোরে চাহিনা করিতে তোর ক্ষতি ;
যন্ত্রটি সরানে লই ; বাছা ! তুই ঘুমা অ কাতরে ।

ভাল কথা—দেখি—দেখি —যেখা মোর সাক্ষি হল পাঠ
সেখা কি মুড়েছি পাতা ? —এই যে, হেথায় পাঠ শেষ ।

(উপবেশন ।)

(সীজারের প্রেতাঙ্গার আবির্ভাব ।)

কাতিটা জলিছে বড় মিটি মিটি ;—কেও আসে হেথা ?
আঁখির ক্ষীণতা বশে হেরি বুঝি এ বিকট ছায়া ;
একি !—আসে মোর কাছে ! তুই কিরে বাস্তবিক কিছু ?
দেখতা, না-দেবদূত অথবা দানব—কেবা তুই ?
শোণিত স্তম্ভিত মোর —নোমাঙ্কিত হয় যে শরীর !
কে তুই ?—আমায় বল ।

প্রেতাঙ্গা ।

তব বৈরি-প্রেতাঙ্গা, ক্রটাস !

ক্র । কি হেতু আইলি হেথা ?

প্রেতাঙ্গা ।

ফিলিপিতে হইবে সাক্ষাৎ

—বলিতে আইলু তাই ।

ক্র ।

পুন তবে দেখা হবে সেখা ?

প্রেতাঙ্গা । হবে দেখা ফিলিপিতে ।

ক্র ।

ভাল, হবে সেখাই সাক্ষাৎ ।

(প্রেতাঙ্গার তিরোভাব ।)

ক্র । লুশাস্ ! কেনরে তুই চেষ্টায়ে উঠিলি নিজা-মাঝে ?

—দেখিলি কি স্বপ্ন কোন ?—তাই কিরে উঠিলি চেষ্টায়ে ?

লুশাস্ । চেষ্টায়েছিলু কি আমি ? কই, আমি জানি না-ত প্রভু ।

ক্র । হাঁ, তুই চেষ্টায়েছিলি ; কিছু কি দেখিয়াছিলি চোখে ?

লুশাস্ । না প্রভু কিছুই নয় ; —কিছুইত দেখি নাই আমি ।

ক্র । যারে তুই ঘুমাগে যা' ; রুডিমসে ! আহিস্ গিয়া ?

ভ্যারো । আজ্ঞা প্রভু !

ক্লডিয়াস ।

আজ্ঞে প্রভু !

ক্র ।

কেন তোরা উঠিলি চৈচায়ে ?

ভ্যারো । আজ্ঞা প্রভু !

ক্লডিয়াস ।

আজ্ঞে প্রভু !

ক্র ।

কেন তোরা উঠিলি চৈচায়ে ?

ভ্যারো ।

ক্লডিয়াস ।

} উঠিছু চৈচায়ে মোরা !

ক্র ।

কিছু কি দেখিয়াছিলি চোখে ?

ভ্যারো । কিছুই দেখিনি প্রভু !

ক্লডিয়াস ।

আমিও-ত দেখি নাই কিছু ।

ক্র । যা' তোরা বলিয়া আয়

—যেন সে করয়ে যাত্রা

পশ্চাতে বাইব আমি ।

ক্যাশ্যাসেরে মোর নাম করি

সৈন্য-সহ একটু প্রাঙ্কালে,

ভ্যারো ।

ক্লডিয়াস ।

} যে আজ্ঞে বলিব মোরা গিয়া ।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য—ফিলিপির ক্ষেত্র ।

(অক্টোভিয়াস, আন্তনি, ও উহাদের সৈন্যগণের প্রবেশ ।)

অক্টো। দেখ গো আন্তনি, এবে ফলিয়াছে মোদের প্রত্যাশা ;
তুমি-ত বলিয়াছিলে —শত্রুগণ নাবিবে না নীচে,
থাকিবে শৈলের'-পরে —আরো বেশী সমুচ্চ প্রদেশে;
কিন্তু ফলে হ'ল না তা' ; নিকটে তাদের সৈন্যদল ;
এ ফিলিপি-ক্ষেত্রেতেই আহ্বামিবে যুদ্ধে আমাদের ;
মোদের পূর্ব্বেই ওরা যুদ্ধ দিতে হবে অগ্রসর ।

আন্তনি। রেখে দেও—জানি আমি উহাদের অন্তরের কথা,
—জানি, কেন করিতেছে এইরূপ ; গিয়া অন্য স্থানে,
সেখান হইতে তারা —ধরি' ভীকৃজনের সাহস—
আসিছে নামিয়া নীচে ; —দেখাইছে সাহসের ভাণ,
যাহাতে আমরা ভাবি —ওরা সবে বড়ই সাহসী ;
—কিন্তু নহে আসলে তা' ।

(দূতের প্রবেশ ।)

দূত । সেনাপতি, হওগো প্রস্তুত ;
শত্রুগণ আসিতেছে সবিক্রমে মহা-সমারোহে ;
উড়ায়েছে তাহাদের রক্তময় যুদ্ধের নিশান
—করিবে এখন যেন কোন কাজ না করি' বিলম্ব ।
আন্তনি। চল ধীরে অক্টোভাস সৈন্য লয়ে বাম দিক্ দিয়া ।
অক্টো। থাকিব দক্ষিণে আমি —তুমি থাক বাম দিক্ ভাগে ।
আন্তনি। এ হেন সঙ্কট-কালে কেন তুমি কর প্রতিবা ?

অস্ত্রো । প্রতিবাদ নহে—কিন্তু করিব যা' বলিছ তোমারে ।

(সসৈন্যে যাত্রা ।)

(ছন্দুভিক্ষুনি ।—সৈন্য-সহ ক্রটাস ও ক্যাশাসের প্রবেশ ;)

(পরে লুসিলিয়াস টিটিনিয়াস মেসোলা প্রভৃতির প্রবেশ ।)

ক্রটাস । দাঁড়ায়েছে ওরা ; চাহে

ক্যাশাস । টিটিনাস তুমি হেথা

মোদের করিতে হবে

অস্ত্রো । যুদ্ধের ইঙ্গিত এবে

আন্তনি । না না, ওরা আক্রমিলে

সেনাপতিদের মাঝে

অস্ত্রো । নড়িয়োনা স্বাবৎ-না

ক্র । প্রহারের আগে বাক্য,—

ভাবিও না আমাদের

ক্র । স্বেবাক্য-ও ভাল জেনো

আন্তনি । কু-আঘাত প্রয়োগেও

তার সাক্ষী, তুমি যবে

তখনো বলিলে—“জয়

ক্যাশাস । যে ভাবে আন্তনি তুমি

—এখনো অজ্ঞাত তাহা ;

“হিবলা”বাসী অলিদেক্সো

—হয় তারা মধুহীন ;

আন্তনি ।

ক্র । শুধু নহে বিষহীন

তাদের গুঞ্জনো তুমি

করিবারে সন্ধি-সম্ভাষণ ।

দাঁড়াইয়া থাক দৃঢ়ভাবে,

সম্ভাষণ বাহির হইয়া ।

করিব কি আমরা আন্তনি ?

তবে মোরা হব অগ্রসর,

হবে কিছু কথাবার্ত্তা আগে ।

করা হয় যুদ্ধের ইঙ্গিত ।

ইহাই কি তোমাদের নীতি ?

বাক্য-প্রিয় তোমাদের মত ।

কু-আঘাত করিবার চেয়ে ।

স্বেবাক্য বলিতে পটু তুমি ;

বিংশিলে হৃদয় সীজারের

সীজারের ! হও চিরজীবী !”

করহ আঘাত শত্রুপরে

বাক্যে কিন্তু চাও এত বিষ্ণ

কর তুমি মধুতে বঞ্চিত°

বিষহীন নহে কিন্তু জেনো ।

—শব্দহীন করেছ তাদের ;

আন্তনি করেছ হরণ ;

শাসাও সতত তুমি
আন্তনি । তোরা নরাধম কিন্তু
চোপাইলি তোরা যবে
বানরের-মত তোরা
আবার কুকুর-সম
দাস-বৎ নত শিরে
ক্যাশ্যস বিশ্বাসঘাতী
আঘাতিল গ্রীবদেশে ;

ক্যাশ্যস । (ক্রটাসের প্রতি)

চাটুকার ?—এই কথা
ক্যাশসের কথা মত
শুনিতে না হ'ত তবে
অক্টো । প্রকৃত প্রস্তাবে এসো ;
স্বৈদ-বিন্দু রক্ত-বিন্দু
দেখ, আমি খুলি অসি
এমনি রহিবে খোলা
তোত্রিশটি আঘাতের
—অথবা, না করে পান
অন্য-সীজারের রক্ত ।

ক্র ।

• যদি না আনিয়া থাক
অক্টো । সেই আশা করি আমি ;
মরিতে ক্রটাস-হাতে ।

ক্র ।

শত্রুগণে দংশনের আগে ।
করিস্ নি আমার-মতন ;
ছোরা দিয়া সীজারের দেহ,
খিঁছাইলি দস্ত পাঁতি সবে,
চাটিতে লাগিলি গাত্র তাঁর,
সীজারের চুস্থিলি চরণ ;
চৌর-সম পিছন-হইতে
—ধিক্ তোরা চাটুকার সবে !

শোনা গেল তোমারি রূপায় ;
তখন হইত যদি কাজ,
এ-কটুজি ও রসনা-হতে
তর্কেই ঘর্ম্মাক্ত যদি মোরা,
হইবে-যে প্রমাণের স্থলে ।
যড়যন্ত্রীগণের বিরুদ্ধে ;
যাবৎ-না সীজারের সেই
হইবেক পূর্ণ প্রতিশোধ
বিশ্বাসঘাতীদের অসি

মৃত্যু তব হবে না সীজার
বিশ্বাসঘাতীর দল সাক্ষ্যে !
করি নাই জনমগ্রহণ

হও যদি কুশোরো প্রদীপ,

এব চেয়ে শ্লাঘা মৃত্যু
ক্যাশ্যাস । খিটখিটে স্বতাব, ক্ষুদ্র
নহে যোগ্য হেন উচ্চ
মিশিয়াছে ছদ্মবেশী
আন্তুনি । পুরাতন ক্যাশ্যাস সে
অজ্ঞে । চল চল হে আন্তুনি
ওরে রে বিশ্বাসঘাতী !
ধাক্কা সাহস যদি,
এবে যদি না পারিস,

তব ভাগ্যে না ঘটবে কভু ।
এই পাঠশালার পড়ুয়া
সম্মানের তরে ; তাহে পুন
নট আর বিলাসীর সনে ।
আছে দেখি তেমনি এখনো ।
কাজ নাই হেথা য থাকিয়া ;
যুদ্ধে করি তোদের আহ্বান ;
আয় তোরা রণভূমি-মাঝে ;
আদিস্ - সাহস হবে যবে ।

(অক্টোভিয়ান আন্তুনি সঙ্গেন্যে প্রস্থান ।)

ক্যাশ্যাস । বহুক পবন তবে, গরজিয়া উঠুক তরঙ্গ,
ভাসুক তরঙ্গী, ঝড় উঠিয়াছে ; —কি জানি কি হবে,
—কিছুই নাহিক স্থির এবে ।

ক্র । শোন বলি ওহে লুসিল্যাস !
লুসি । আজ্ঞে ?

(ক্রটাস ও লুসিল্যাসের মধ্যে চুপি চুপি কথা ।)

ক্যাশ্যাস । শোনহে মেসলা !

মেসলা । কি আদেশ সেনাপতি তব ?

ক্যাশ্যাস । আজি মোর জন্মদিন ; দেও হস্ত তোমার মেসলা ;
তুমি সাক্ষী—নিতান্তই আমি মোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে
—সেই পম্পের মতন— একটিমাত্র যুদ্ধের উপরে
স্তম্ভ করিয়াছি দেখ সমস্ত মোদের স্বাধীনতা !
মেসলা, তুমিত জান —ছিল মোর স্নেহিত বিশ্বাস
“এপিকুরাসের” মতে ; এবে কিন্তু হইয়াছে মোর

অন্যরূপ মনোভাব ;	করি আমি এখন বিশ্বাস
অলক্ষণ-সূচনায় ;	—আসিতেছিলাম মোরা যবে
সার্ডিস-প্রদেশ-হতে,	মোদের প্রথম ধ্বজা'পরে
বসিল উড়িয়া আসি	বড়-বড় দুইটা গরুড় ;
সৈন্ত-হস্ত-হতে তারা	খাপ্ত লয়ে ভরিল উদর,
ফিলিপি পর্য্যন্ত এল	বরাবর আমাদের সাথে ;
আজি প্রাতঃকালে তারা	হেথা-হতে গিয়াছে উড়িয়া
উহাদের স্থলে এবে	শকুনি গৃধিনী কাক চীল
উড়িয়া মস্তকোপরি	দে'খে নীচে আমাদের পানে
শিকার ভাবিয়া মনে ;	উহাদের ঘোর মারাত্মক
পক্ষ-চক্রাতপ-তলে,	রহিয়াছে সৈন্ত আমাদের
সত্ত মরণের মুখে !	

মেসোলা ।

ক্যাশাস । অংশতঃ বিশ্বাস করি
এখনো পরাণ মোর
বিপদের মুখে আমি

ক্র । (লুসিয়াসের সহিত চুপি চুপি)

তুমি যাহা বলিতেছ
ক্যাশাস । শোনা বলি হে ক্রটাস,
আমরা দুইটি সখা
উপনীত হতে পারি
কিন্তু যেহেতু এখনো
দেখ ভাবি—কি করিব
যদি এই যুদ্ধে মোরা

করিওনা ও-সবে বিশ্বাস ।
—নাহি করি সম্পূর্ণরূপে ;
পরিপূর্ণ অভিনব তেজে ;
অগ্রসর হই দৃঢ়ভাবে ।

লুসিয়াস তাই সত্য বটে ।
—দেবতারা হ'লে অনুকূল,
শাস্তভাবে কাটায় জীবন,
নিরাপদে বার্কক্য-স্ট্রিমায় ;
ঘটনার নাহিক স্থিরতা,
যদি ঘটে দশা-বিপর্যায় ।
পরাজিত হই, তাহা হ'লে

- জানিবে ক্রটাস—এই
বল' দেখি তুমি, এবে
ক্র। যেই তবুজান ধরি'
—করিতে উদ্যত যবে
এখনো চলিব আমি ;
পাছে মন্দ ঘটে কিছু
—যে সকল দেবতারা
আটক করিতে যাওয়া
—হঁহা হেয় অতিশয়
ক্যাশাস । এই যুদ্ধে হ'লে হার
রোম-রাজপথ দিয়া
ক্রটাস তখন তুমি
ক্র। না ক্যাশাস—কখন-না
যাবে রোমে বন্দিভাবে
•আরস্তিলা যেই কার্য্য
ক্রটাস করিবে শেষ
জানিবা, হইবে কি না
বিদায়—বিদায় তবে
যদি পুন দেখা হয়
নতুবা জানিব মনে
ক্যাশাস । ক্রটাস বিদায় তবে
যদি দেখা হয় পুন
তা' না হ'লে—সত্য বটে
ক্র। চল তবে—সৈন্য লয়ে
আমাদের শেষ বাক্যলাপ ;
কি সঙ্কল্প করিয়াছ মনে ।
দুখিলাম আমি সে কেটোরে
আত্মহত্যা—সেই নীতি-মত
মনে হয়—কেন তা' কে জানে—
সেই ভয়ে আয়ু নাশ করা,
শাসন করেন মর্ত্যজনে,
ঔহাদের সঙ্কল্প-বিধান,
—কাপুরুষ ভীরুজনোচিত ।
লয়ে যাবে যখন তোমায়
শত্রুগণ বিজয়-উল্লাসে,
হইবে কি পরিতুষ্ট তাহে ?
ভাবিও না, ক্রটাস কখনো
তত নীচ নহেক ক্রটাস ;
মার্চের পঞ্চদশ দিনে
—জেনো তুমি—ঠিক ঐ দিনে ;
তোমা-সনে আবার সাক্ষাৎ ;
ক্যাশিয়াস জনমের মত !
—মিলিব আবার হাসিমুখে,
এ বিদায়ই অস্তিম বিদায় ।
তোমা-সনে জনমের মত ।
—তথম হাসিব দৌহে মিলি,
এ বিদায়ই অস্তিম বিদায় ।
রণক্ষেত্রে হও অগ্রসর ;

আজিকার কার্য্যশেষ	হইবার আগে, যদি লোকে
জ্ঞানিতে পারিত আহা	—কি হইবে শেষ পরিণাম !
তবে-কিনা অবশ্যই	হইবে এ দিবসের শেষ,
—তখন যাইবে জানা	এ দিনেরো কার্য্য-পরিণাম ;
চল সবে সৈন্তগণ !	চল চল !—হও অগ্রসর ।

দ্বিতীয় দৃশ্য—ফিলিপি যুদ্ধ-ক্ষেত্র ।

(হুলুভিঞ্চনি । ক্রটাস ও মেসালার প্রবেশ ।)

ক্র । যাওহে মেসলা তুমি	যাও চলি ছুটাইয়া ঘোড়া,
দেও এই লিপিগুলি	ও-দিকের সৈন্তদল-মাঝে
	(উচ্চনাদে তেরী নির্ধোব ।)
আসুক এখনি তারা ;	কেননা, হতেছে লক্ষ্য এবে
—অষ্টোভ্যস-সৈন্ত যেন	হইয়াছে কিছু নিকংসাহ ;
ঠিক এই অবসরে	আক্রমিলে ওদের সহসা
—পর্য্যভব স্থনিশ্চিত ;	ছুটাও ছুটাও ঘোড়া তবে,
আসুক মোদের সৈন্ত	না করিয়া তিলার্কি বিলম্ব ।

তৃতীয় দৃশ্য—যুদ্ধ ক্ষেত্রের অপরাংশ ।

(হুলুভিঞ্চনি । ক্যাশ্যাস ও টিটিনিয়াসের প্রবেশ ।)

ক্যাশ্যাস । দেখ দেখ টিটিনাস,	—আলাইছে নরোধম সবে !
আমিই ইয়েছি এবে	ঘোর শত্রু আপন সৈন্যের ;
মোদের পতাকাবাহী	রণে শত্রু দিতেছিল যবে,
সে ভীকরে বধি' আমি	লইলাম পতাকা দ্বাহার ।

টিটিন্যাস । যুদ্ধের আদেশ দিলা

পাইয়া সুবিধা কিছু

বাড়িল আগ্রহ তাঁর ;

এ দিকে আস্তনি আসি’

ক্রেটাস একটু তাড়াতাড়ি ;

অক্টোভাস-সৈন্য-সহ রণে,

সৈন্যগণ আরস্তিল লুট ;

খিরিয়া ফেলিল আমাদের ।

পিণ্ডারসের প্রবেশ ।

পিণ্ডারস । পালাও পলাও প্রভু ;

মার্ক-অ্যাস্তনি এবে

ক্যাশ্যাস । যে গিরিতে আছি মোরা

দেখ দেখ টিটিন্যাস,

—আগুন জলিছে যেথা ?

আরো দূরে যাও পলাইয়া ;

তোমাদের তাঁবুর ভিতরে ।

—ওইনা মোদের তাঁবু-স্তলা

ই। আৰ্য্য, ওই সেই তাঁবু ।

আমাপরে থাকে ভালবাসা,

যাও ওই সৈন্যদের মাঝে,

শত্রু কিম্বা মিত্র আমাদের ।

দ্রুতগামী চিন্তার মতন ।

[প্রস্থান ।

ক্যাশ্যাস । টিটিন্যাস ! যদি তব

এখনি ছুটায় বোড়া

জানিবারে চাহি—ওরা

টিটি । এখনি আসিব ফিরি’

ক্যাশ্যাস । যারে পিণ্ডারস তুই

দৃষ্টি মোর নহে তীক্ষ্ণ ;

আর তুই বল মোরে

আরো উচ্ছে ওই গিরি-পরে

টিটিন্যাস গেল কিনা দেখ ;

—যা’ দেখিস্ রণ-ক্ষেত্র-মাঝে !

[উচ্ছে পিণ্ডারসের আরোহণ ।

টিট্ এই দিনে আমি

খুরিয়া আসিল কাল ;

সেখাই করিব শেষ ;

লইলাম প্রথম-নিব্বাস ;

করিলাম যেখান আরস্ত

—আয়ু-চক্র খামিবে হেখান ।

পিণ্ডারস । (উপর হইতে] কি আর বলিব প্রভু হায় !
 ক্যাশাস । বল ওরে ! কি সংবাদ ?
 পিণ্ডারস । টিটিন্যাসে ফেলিয়াছে ঘিরি'
 যত অশ্বারোহী দল ছুটি গিয়া তাঁহার নিকটে ;
 টিটিন্যাস পলাইছে ছুটাইয়া ঘোড়া দ্রুত বেগে ;
 —ধরিয়া ফেলিল প্রায় অশ্বারোহী শত্রুরা উহারে ;
 ওই, ওই টিটিন্যাস ; —কেহ কেহ পড়িতেছে নামি'—
 টিটিন্যাসো ওই দেখ পড়িল নামিয়া ঘোড়া হতে ;
 —বন্দী হইল এবে ; (জয়ধ্বনি)ওই শোনো করে জয়ধ্বনি
 ক্যাশাস । নামি আমি ; কি হবে দেখিয়া আর, হয়েছে যথেষ্ট ;
 কাপুকব ভীরু আমি —রহিয়াছি এখনো জীবিত ;
 চখের সামনে মোর বন্দী করে প্রিয় স্ত্রীদেহে,
 আর আমি আছি হেথা !

পিণ্ডারসের অবতরণ ।

শোন বলি পিণ্ডারস ওরে' !
 —আমরে হেথায় তুই ; বন্দী কি করিয়াছিনু তোরে
 পার্শ্বিয়া-প্রদেশে আমি ? না করিনু প্রাণবধ তোরে
 করান্নে শপথ এই ;— “করিতে বলিবে যাহা মোরে
 তাহাই করিব আমি” ; রাখ্ সেই শপথ এখন ;
 ঘুচিল দাসত্ব তোরে ; যেই অসি প্রবেশিল গিয়া
 সীজারের দৈহ-মাঝে সেই অসি দিয়া তুই এবে
 বিলু কর্ এই বক্ষ ; এই নেরে—ধরু মূর্তা করি' ;
 আবৃত্ত করিনু মুখ —এইবার দেরে বসাইয়া ;

নীজার দেখোগো তুমি
সেই মোর অসি দিয়া

—প্রতিশোধ হইল তোমার
যাহে তুমি হইলে নিহত ।

[মৃত্যু ।

পিণ্ডারস । দাসত্ব ঘুচিল মোর !

যদি পারিতাম আমি

শোনো প্রভু ক্যাশিয়াস !

পলায়ে এ দেশ হতে

না পাবে সন্ধান তার ;

কিন্তু মুক্ত হতেম না কত

করিবারে নিজ ইচ্ছামত ;

পিণ্ডারস যাবে বহুদূরে

—যেথা রোমবাসী কোন জন

মুহূর্ত না রহিব হেথায় ।

[প্রস্থান ।

টিটিনসে ও মেসালার পুনঃপ্রবেশ ।

মেসলা । দেখ ওগো টিটিন্যাস !

অক্টোভাস পরাভূত

আবার ক্যাশ্যাস-সৈন্য

টিটিন্স । এ সংবাদে, ক্যাশাসের

মেসলা । টিটিন্যাস ! কোথা তুমি

টিটি । বিষাদে আচ্ছন্ন হই

পিণ্ডারসের সহিত ;

মেসলা । কে শুনে এ ভূমি-পরে ?

টিটি । নহে জীবন্তের মত ;

মেসলা । এ নহে কি ক্যাশিয়াস ?

টিটি ।

এখন নাহিক আর ;

রক্তিম কিরণ-সহ

টিক্‌ বেন সেইরূপ

এ শুধু হইল বিনিময় ;

ক্রেটাসের ভীম বাহুবলে,

পরাভূত অ্যান্টনির কাছে ।

তবু হবে কতক সান্ত্বনা ।

ক্যাশাসেরে আসিবে ছাড়িয়া ?

ছিলেন এ গিরির উপরে

—পিণ্ডারস নিজ দাস তাঁর ।

—নহেন কি ক্যাশিয়াস ইনি ?

—হায় হায় ! একি সর্বনাশ !

হিঙ্গেন ক্যাশ্যাস ইনি বটে,

অস্তমান রবি ! তুমি যবে

মগ্ন হও যামিনীর মাঝে

অন্ত হ'ল ক্যাশাসের দিন

—আপ্ত রক্ত-নীরে ; হ'ল অস্ত্র রোমের তপন ;
 ফুরাল মোদের দিন ; আমুক ছুর্দিন-ধন এবে
 —সুসিদ্ধ মোদের কার্য্য ! মোর কার্য্যসিদ্ধির উপরে
 অবিশ্বাস করি' মনে এ-অনর্থ ঘটলেন ইনি ।
 মেসা । এ কার্য্যটা হ'ল শুধু সুসিদ্ধিতে অবিশ্বাস করি' ;
 ওরে ভ্রাস্তি সর্ব্বনাশী নৈরাশ-বিবাদ-প্রসূত !
 বিশ্বাস-প্রবণ এই মানুষের কল্পনা-দর্পণে
 দেখাস্ কেনরে তুই বস্তু যাহা নহে বাস্তবিক ?
 ভ্রাস্তি ! তুই অতিশীঘ্র মাতৃ-গর্ভে হইয়া সঞ্চার,
 ঠিক প্রসবের কালে নাহি হোস্ ভূমিষ্ঠ সহজে ;
 —যে জননী হতে জন্ম —তারেই বধিস্ অবশেষে ।
 টিটি । ওরে পিণ্ডারস !—ওরে ! কোথা তুই ওরে পিণ্ডারস ?
 মেসা । তুমি যাও টিটিস্ ! কর গিয়া তাহার সন্ধান ;
 আমি যাই মহামতি ত্রুটাসের কাছে, সেথা গিয়া
 ঢালি দেই কর্ণে তাঁর এ বিবাক্ত দাক্ষণ সঙ্গবাদ ।
 কেননা, সুতীক্ষ্ণ অসি কিসা বিবদিত্ত বাণ-সম
 মর্ম্মভেদী হবে তাঁর এ সংবাদ শুনিবেন বোধে ।
 টিটি । তুমি যাও শীঘ্র করি' —আমি হেথা খুঁজি পিণ্ডারসে ।
 (মেসালার প্রস্থান ।)

কেন পাঠাইলে মোরে সুসাহসী ক্যামিশিয়াস ও গো !
 দেখা কি করিনি আমি তোমার সুহৃৎগণ-সাথে ?
 তাহার। যে পরাইল জয়-মাল্য এ মোর ললাটে,
 আর দিল বসি' মোরে দেখাতে তোমারে ক্যামিশিয়াস ;
 শ্রেয়সি কি হবে তার। করিয়া উত্তিল জয়ধ্বনি ?

হায় হায় ! সমস্তই বিপরীত বুঝিয়াছ তুমি ;
 এবে লও এই মালা পর' ইহা তোমার ললাটে ;
 তোমারি ক্রটাস, মোরে বলি' দিল দিতে এই মালা ;
 —আমি করিতেছি শুধু তাঁর সেই আদেশ পালন ;
 ক্রটাস ! সম্বর এসো ; দেখ আমি করিছ কিভাবে
 বীর ক্যাশ্যাসের পূজা ; মোরে তবে দেও অহুমতি
 দেবতা তোমরা !—আমি করি কাজ রোমকের মত ;
 ক্যাশ্যাসের অসি ! তুই আর টিটুসের হৃদয়ে ।

(ইত্য)

হনুভিক্ষনি ।—ক্রটাস, কেটোর পুত্র, ষ্ট্রাটো, জুলিয়াস ও লুসিলিয়াসের সহিত
 মেসালার পুনঃ প্রবেশ ।

ক্র। বল'গো মেসালা বল' কোথা সেই ক্যাশ্যাসের দেহ ;
 মেসা । ওই দেখ, আছে হোথা —টিটুস করিতেছে শোক ।
 ক্র। একি ! টিটিনিয়াস যে উর্দ্ধদিকে রহে মুখ করি ।
 কেটো-পুত্র ! মরিয়াছে টিটুস ।

ক্র।

এখনো প্রতাপ তব বিদ্যমান অটুট অক্ষয় !
 এখনো তোমার আত্মা ক্ষিরিত্তেছে বাহিরে অবোধে ;
 —আমাদেরি নিজ অসি আমাদেরি নিজ অঙ্গ-দেশে,
 করিছ প্রয়োগ তুমি ।

(যুদ্ধ হনুভিক্ষনি ।)

কেটো-পুত্র ।

দেখ, কিবা টিটিনিয়াস

ক্র। আর কি দেখিতে পাবে

মহাবীর টিটিনিয়াস ওগো !

ক্যাশিয়াসে ভূষিত মুকুটে !

। রোমক হেন রোমে ?

অবশিষ্ট শেষ-বীর
 —দেওগো বিদায় মোরে ;
 প্রসবাবে রোম আর ;
 যতই কেলিনা অশ্রু
 ক্যাসাস ! শুধিব—শুধিব
 এসো তবে যাই মোরা,
 হবে না অন্ত্যেষ্টি এঁর
 শোকাভূর হই পাছে ;
 কেটো-পূজ চল' তুমি,
 ল্যাভিয়ো ফ্ল্যাবাস্ দৌছে
 আড়াই প্রহর এবে ;
 না আসিতে রাজি, যুদ্ধে
 যে রোমকদের মাঝে,
 অসম্ভব—তব সমবীর
 জেনো, এই মৃত ব্যক্তিতরে
 —অশ্রু-ধ্বংস নারিব শুধিতে ;
 তব ধ্বংস কোনো অবসরে ;
 “ধ্যাসসে” পাঠাই এঁর দেহ ।
 আমাদের তাঁবুর ভিতরে,
 চল তবে, চল লুসিলাস্ !
 —চল' যাই রণক্ষেত্র-মাঝে ;
 তৌমরা করিও যুদ্ধ সুরু ;
 শোনো সবে রোম-বীরগণ !
 পরীক্ষিব ভাগ্য পুনর্বার ।
 (প্রস্থান ।)

চতুর্থ দৃশ্য—রণক্ষেত্রের অপরাংশ।

হুন্দুভিক্ষনি ।—দুই পক্ষের সৈন্তগণ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ;
পরে জ্রটাস, কেটো-পুজ, লুসিনিয়াস প্রভৃতির প্রবেশ ।

ক্ৰ। এখনি হে ভ্রাতৃগণ।
কেটো-পুত্র। কে আছে জারজ হেন — যে না রহে অটল সাগ্রামে ?
কে বাইবে মোর সাথে ? উচ্চকণ্ঠে করিব ঘোষণা
• রণক্ষেত্রে নাম মোর ; শোনো আমি কেটোর নন্দন !
—অত্যাচারিদের শত্রু — পরম সুস্থ স্বদেশের ;
কেটোর নন্দন আমি শুন শুন শুন সর্বজন ।
(শত্রুদিগকে আক্রমণ ।)

ক্র । আর, আমি এ ক্রটাস —মার্কস-ক্রটাস এই আমি ;
ক্রটাস স্বদেশ-বন্ধু ; আমি-ই ক্রটাস জেনো সবে ।

(শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে করিতে প্রস্থান ।)

কেটো-পুত্রের পতন ।

জুলিয়াস । মহামতি কেটোপুত্র ! হইল কি পতন তোমার ?
তুমি টিটিয়াস স-ম সর্গোরবে ত্যজিলে পরাণ,
কেটোর নন্দন তুমি —হবে তব উচিত সম্মান ।
১ম সৈনিক । আত্মসমর্পণ কর —নতুবা মরিষি মোর হাতে
কেটো-পুত্র । মৃত্যুর নিকটে শুধু করিবরে আত্মসমর্পণ,
শীঘ্র মোরে হত্যা কর —এই দেই কিছু পুরস্কার ;
(অর্থ প্রদানে উদ্যত ।)

হত্যা কর ক্রটাসেরে —বধি' তাঁরে হ'রে সম্মানিত ।
২য় সৈনিক । দেরে তোরা পথ ছাড়ি'; মহামান্য বন্দী আমাদের !
বল্ গিয়া আন্তনিরে —ক্রটাস-সে হইয়াছে ধৃত ।
প্রথম । এ সংবাদ দিব আমি ; এই-যে আসেন সেনাপতি ।

(আন্তনির প্রবেশ ।)

আন্তনি । কোথায় ক্রটাস এবে ? —বল্ তিনি আছেন কোথায় ।
জুলিয়াস । হ'ন নাই বন্দী তিনি, আছেন এখনো মুক্তভাবে ;
কত না পারিবে শত্রু ধরিতে সে মহাত্মা ক্রটাসে
পরাণ থাকিতে তাঁর ; হেন লজ্জা অপমান-হ'তে
• রক্ষণ দেবভাগ্য ! ক্রটাস জীবন্ত কি মৃত •
—যে ভাবে থাকুন তিনি —ক্রটাস-সে ক্রটাসেরি-মত ।
আন্তনি । এ নহে ক্রটাস, বাপু ; তবে কিনা মূল্যের হিসাবে
এই-এ অর্জিত দ্রব্য কোন অংশে ন্যূন নহে জেনো ;

প্রাণে বন্দী করে' এঁরে ; কোরো কিন্তু সদয় ব্যভার;
এইরূপ লোকদের বন্ধুতাই—শত্রুতার চেয়ে
বাঞ্ছনীয় মোর কাছে ; এবে তবে হও অগ্রসর,
সন্ধান করিয়া এসো —ক্রটাস-সে জীবিত কি মৃত ;
জলিবে ঘটিল যাহা আমি' অজ্ঞোভ্যাসের তাঁবুতে ।

(প্রস্থান ।)

পঞ্চম দৃশ্য—রণক্ষেত্রের অপরাংশ ।

[ক্রটাস, ডার্ডেয়ান, ক্লাইটাস্, ষ্ট্র্যাটো ও ভলম্‌নিয়াসের প্রবেশ ।]

ক্র । বন্ধুমাঝে অবশিষ্ট আছ স্বরূপে যে কয়েকজন
—এই শৈলে কর স্থিতি ।

ক্লাইটাস্ ।

ষ্ট্র্যাটিলস্ দেখাইল পথ

মশাল ধরিয়া হাতে ; কিন্তু আর্ঘ্য,—আসেনি সে কিরি' ;
তাই মনে হয়, বুঝি ধৃত কিম্বা হইল সে মৃত ।

ক্র । ক্লাইটাস বোসো তুমি ; “মৃত” এই কথাটাই ঠিক ;
মৃত্যুটাই আজকাল প্রচলিত সখের সামগ্রী ;

ক্র । শোনো বলি ক্লাইটাস !

(কানে কানে কথন ।)

ক্লাইটাস্ ।

একাজ হবে না আমা-হতে ।

ক্র । চুপ !—আর কথাটি না ।

ক্লাইটাস্ ।

বরঞ্চ মরিব নিজ হাতে ।

ক্র । শোনো বলি ডার্ডেয়ান্স !

(কানে কানে কথা ।)

ডার্ডে ।

করিব এ-হেন কাজ আমি ?

ক্লাইটাস্ । শোন বলি ডার্ডেন্যাস !

ভাড়ে ।

ক্রাইটাস্ । কি অথবা অনুরোধ

ভাড়ে । —বধিবারে তাঁরে ; দেখ,

ক্রাইটাস্ । ও দিব্য-শোভন ঘট

—উখলিয়া পড়ে জন

ক্র । ভদ্র ভলম্নিনিস্ !

ভলম্ন । কি আদেশ—বল' প্রভু ।

ক্র ।

—হুই-হুইবার রাতে

দেখা দিল মোর কাছে ;

আর, স্তব কল্যা হেথা,

জানি আমি —আসিয়াছে

ভল ।

ক্র । —আসিয়াছে ভলম্নাস্ !

দেখিস্ না তুই কিরে

শত্রুগণ আনিয়াছে

ক্রাইটাস্ কি বলিস্ তুই ?

করিল ক্রটাস্ ভোরে—বল্ ।

চিন্তায় মগন তিনি এবে ।

হৃথঃনীরে এত ভরপুর

দেখ ওই অঁধি-রক্ত দিয়া ।

হেথা আয়, আছে কোন কথা ।

ভলম্নাস্ ! এই কথা শুধু ;—

সীজারের প্রেত-আত্মা আসি'

আসিল মাড়িসে একবার,

ফিলিপির রণক্ষেত্র মাঝে ;

মৃত্যু-কাল মোর ;

না, না, প্রভু ।

কহি তোরে নিশ্চয় করিয়া ।

আমাদের অদৃষ্টের গতি ?

মোদের হটান্নে গর্তমুখে,

(মৃদু হৃদয়ভিধ্বনি ।)

উচিত সে-গর্তে এবে

বিলম্বিলে শত্রুগণ

ভদ্র ভলম্নিনিস্ !

এক সঙ্গে পাঠশালে ;

ধর' এই অসি মোর

পড়ি' উহার উপরে ;

বাল্প দেওয়া আপনা হইতে ;

ঠেলা-দিয়া ফেলিবে উহাতে ।

দেখ—যোরা বাইতাম দৌঁহে

সেই পূর্ব-প্রণয়-খাতিরে

—আর আমি গিয়া ক্রতবেগে

ভল ।

এ নহে বন্ধুর কাজ প্রভু ।

(মুহু হৃদ্ধুভিধ্বনি)

ক্লাইটাস্ । পলাও পলাও প্রভু

—বিলম্ব কোরোনা হেথা আর ।

ক্র । বিদায় রে ক্লাইটাস্ !

বিদায়—বিদায় ভলম্যাস্ !

ষ্ট্র্যাটো তুই সারাক্ষণ

ঘুমাইয়া ছিল অকাতরে

তুইও বিদায় দেবে ;

স্বদেশ-নিবাসী ভ্রাতৃগণ !

এক জনো নাহি হেথা

যে না ছিল খাঁটি ভক্ত মোর

সমস্ত জীবন-পথে ;

—ইহাতেই আনন্দিত আমি ।

অক্টোভিয়াস্ আস্তনি,

যত না লুভিল গউরব

এই হীন জয় লাভে

—আজ এই পরাজয়ে আমি

ধন্য হ'লু ততোধিক ;

দেও মোরে তোমরা বিদায় ;

রসনা করিল শেষ

জীবনের সমস্ত কাহিনী ;

রাত্রির আঁধার-রাশি

লক্ষিত এ-আঁখির সম্মুখে ;

খাটিল এই অস্তিরাশি

যার লাগি এত দিন ধরি

আইল আমার সেই

অস্তিমের বিশ্রাম-সময় ।

(হৃদ্ধুভিধ্বনি । নেপথ্যে ।—“পলাও পলাও প্রভু” ।)

ক্লাইটাস্ । পলাও পলাও প্রভু !

যারে তোরা—যারে হেথা হতে,

ক্র ।

পশ্চাতে আসিব আমি ।

(ক্লাইটাস্, ডার্ডেস্তস ও ভলম্যাসের প্রস্থান ।)

তোর

দেখ ষ্ট্র্যাটো, তুই শুধু থাক

মর্যাদা-জ্ঞানের তুই

জানি, তুই অতি ভদ্রলোক ;

আপন-জীবনে ; শোন !

দিয়াছিস কিছু পরিচয়

তোরে করি এই অনুরোধ,

—ধরি এই অসি মোর, থাক্ তুই মুখ ফিরাইয়া,
আর আমি দ্রুতবেগে পড়ি ওই অসির উপরে ।
করিবি—বলিহু যাহা ?

ষ্ট্র্যা । আগে প্রভু দেও হস্ত তব ;
বিদায় লইহু তবে তব-কাছে জনমের মত ।
ক্র । স্মজন স্মশীল ষ্ট্র্যাটো ! জন্ম-শোধ হইহু বিদায় ।
সীজার ! নিশ্চিন্ত হও ; আমি এবে যে আগ্রহ-ভরে
বধিতেছি আপনারে —ছিলনাকো অর্ধেক তাহার
—বধিহু তোমায় যবে !

[দৌড়িয়া গিয়া অসির উপর পতন ও মৃত্যু ।

হুন্সভিঞ্চনি ।—রণক্ষেত্র হতে প্রত্যাবর্তন । অট্টোভিয়াস. আস্তনি, মেসেলা ।

লুসিলিয়াস সসৈন্যে প্রবেশ ।

অক্টোভাস । ও লোকটা কেবা বল দেখি ।

মেসেলা । ও মোর প্রভুর ভৃত্য ।

বলু ষ্ট্র্যাটো—কোথা তোর প্রভু ?

ষ্ট্র্যাটো । শুনগো মেসেলা তবে —যে বন্ধনে আছ বদ্ধ তুমি
প্রভু মুক্ত তাহা হতে ; বিজয়ীরা কি আর করিবে ?

“ —আগুণ জ্বালাতে পারে শুধু তাঁর দেহের অঙ্গারে ।

কেননা, ক্রটাস নিজে নিজেই করিল নিহত ;

তাঁর মৃত্যু ঘটনায় আর কেহ নহে ন্যাশোভাগী ।

লুসিল্যাস । ক্রটাস কিরূপ লোক —এখন জানুক সর্বজন ;

ধন্যবাদ করি তোমা —সপ্রমানে করিয়াছ তুমি,

যাহা কিছু বলিয়াছি পূর্বে আমি তোমার সম্বন্ধে ।

অক্টোভাস । ক্রটাসের ভৃত্যদের নিয়োগ করিব মোর কাজে ;

আমার কার্যে কি তুই
 ঠ্যাটো । করিব—মেসাল। যদি
 অষ্টোভ্যস । বল' গো মেসাল। তাই ।

মেসাল।

ঠ্যাটো । ধরিলাম অসি আমি
 মেসাল। প্রভুর করিল যেই
 আস্তনি । সকল রোমক-মাবে
 ইনি ছাড়া আর যত
 —মহোচ্চ সে সীজারের
 ইনি শুধু সাধারণ
 হ'ন সেই দলভুক্ত ;
 তাঁহাতে মিশ্রিত ছিল
 —স্বয়ং প্রকৃতি দেবী
 সর্বজগৎ-সমক্ষে
 —“একজন লোক বটে” !

অষ্টো ।

এস মোরা সসজ্জমে
 আজি রাতে এ তাঁবুতে
 বীর-সমুচিত মান
 বিশ্রাম করিতে হেথা
 ভাগ করি' লই মোরা

করিবিরে সময় ক্ষেপণ ?
 পরামর্শ দেন করিবারে ।

প্রভু মোর মরিল। কেমনে ?

—দ্রুত আসি' পড়িলেন তাহে ।

শেষ-সেবা—যাক্ তব সাথে ।

ইনিই ছিলেন সর্বোত্তম ;

ষড়যন্ত্রী, করিল সে কাজ

ঈর্ষা-দেষে হইয়া চালিত ;

হিতকরে, সৎ অভিশ্রায়ে

সৌম্যশান্ত স্বভাব তাঁহার ;

উপাদান এইরূপ ভাকে

সগরকে দাঁড়াইয়া উঠি,

বলিতে পারেন অনার্যসে

তাঁহার গুণের অনুরূপ

করি তাঁর অন্ত্যেষ্টি সংকার ;

থাকিবোক অস্থিরাশি তাঁর ;

লভিবেন তিনি বিধিমতে ।

জাকি' আনো সৈন্যদের সব

এ শুভ দিনের গোঁরব ।

সমাপ্ত ।

